অর্থাৎ - যিনি ওয়াজ করিতে আসিবেন তাহার সম্বন্ধে তাহ্কীক করিয়া দেখিবে যে, তিনি কোন মাদ্রাসার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কিনা ? কেননা, আজকাল বহু ওয়ায়েজীনদের থেকে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই হইয়া থাকে খুব বেশি। আমি একদিন দেওবন্দের জনৈক ওয়ায়েজকে ওয়াজ করিতে শুনিলাম; প্রথম সে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ-

ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون -

তারপর আয়াতের অর্থ এই রূপ করিলেন যে, তোমাদের জন্য ইহা উত্তম যে তোমরা গৃহের তালা বন্ধ করিয়া জুমার নামাজ পড়িতে যাইবে। সে তালামুনের অর্থ করিল তালা বন্ধ। দেওবন্দের মোহতামেম জনাব মাওলানা রফিউদ্দিন ছাহেব তখন জীবিত ছিলেন। তিনি উহা শুনিয়া ওয়ায়েজকে খুব ডাটিয়া দিলেন।

অন্য একজন ওয়ায়েজ কানপুর জামে মস্জিদে ওয়াজ করিতে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ-

ولمن خاف مقام ربه جنتان -

সে আয়াতের তরজমা এইরূপ করিলেন যে, বেহেশ্তে একটি তখ্ত হইবে যাহার এক একটি পায়া হাজার ক্রোশ করিয়া লম্বা হইবে। এবং দাম্ভীকতা সহকারে বলিয়া ফেলিলেন যে, ক্রোশ বলা হয় বড় ক্রোশকে। কখনও এইরূপ ওয়াজকারীকেও ওয়াজ করিতে দেখা গিয়াছে যে, সে ওয়াজ করে আবার শরাবও পান করে। মোটকথা বর্তমানে মোক্তাদা (নামধারী আলেম, পীর বক্তা ও আমীর) হওয়া এত সস্তা হইয়া গিয়াছে যে, যাহার ইচ্ছা সেই উহা হইতে পারে।

ঢাকার আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার ছদরে মোহ্তামেম হযরত মাওলানা শামসুল হক ছাহেব তাবলীগ বা ইসলাম প্রচার নামক পুস্তকের ৪র্থ পৃষ্ঠায় হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী ছাহেবের ফতওয়ার অনুবাদে লিখিয়াছেন- এই ধরণের ওয়ায়েজ যদি অতি বড় আলেম নাও হন কিন্তু মোটামোটি ফেক্বাহ, হাদীছ এবং তাফ্ছির (হেদায়া, মেশ্কাত, জালালাইনে) জ্ঞান রীতিমত থাকা দরকার এবং তাক্ওয়া পরহেজগারী থাকা দরকার, যাহাতে ওয়াজের মধ্যে বা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, কোন গলত মাছয়ালা বয়ান না করেন। **[বিঃ দ্রঃ- এই কিতাব লিখার সময়কালে বর্ণিত মাওলানা ছাহেব (রহঃ) উপরোল্লিখিত মাদ্রাসার মোহ্তামিম ছিলেন]**

– ঃ হাদিয়া গ্রহণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জওয়াব ঃ –

১৪। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা যে সমস্ত পীরেরা হাদিয়া গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা লোভী পীর। তাঁহাদের দ্বারা মুরীদেরা ফয়েজ (উপকার) পাইতে পারে না। যে সমস্ত পীরেরা অবস্থাপন্ন ও মুরীদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করে না, তাঁহাদের দ্বারা মুরীদেরা বেশী ফয়েজ পাইয়া থাকে, এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- উক্ত ধারণা ছহীহ্ নহে বরং বিপরীত ধারণা। যথা- হজরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী ছাহেবের আদাবুত্তরক কিতাবের পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-

جوشیخ صاحب جائداد ہوتاہی - اس سی فیض کم ہوتاہی - نیزاس کی طرف کشش بہی کم ہوتاہی - کیون کہ اسمین شان مسکنت کی کم ہوتی ہی - اپنی امتیازی شان سی اسکو طالبین کیطرف ایسا التفات ہونا مشکل ہی جیسی متوکل شخص کو ہو کہ وہ اپنی کو مساکن کا ہم جنس دیکہتا ہی نیز لو کون کی ذہن مین یہ رکہتا ہی کہ ہم کو وہ کیون منہ لکائین کی - وہ بری ادمی اور مستغنی ہی - اسواطی رجوع بہی کم کرینکی - اور جو شیخ ہدیا لینی والا ہوتاہی اس سی فیض بہت ہوتاہی اور لوکون کو اسکیطرف کشش زیادہ ہوتی ہی - کیون کہ ہدیا مین خصیت ہی - تحائف کی لینی والی کو اور دینی والی کو دونون کو ایك دوسی کی طرف میلان ہو تاہی یہ حدیث مین بہی ہی اور تجربہ سی بہی ثابت ہی اور طالب اور مطلوب دونون کو میلان ہونایہی اصل ہی فیض کی کو ظاہرمین معلوم ہوتاہی کہ ہدیا لینی والی شیخ کی اندر

حرص هی اور ان سی فیض کم هوکا - لیکن یه غلط هی -
کیونکه اس کو حرص نهین کهتی هین -

অর্থাৎ- অর্থশালী (যথা কোটি কোটি টাকার মালিক) পীর থেকে মুরীদের ফয়েজ (উপকার-কল্যাণ) কম হইয়া থাকে, এমনকি তাঁহার দিকে মুরীদানের আকর্ষণও কম হয়। যেহেতু তাঁহার ভিতর দারিদ্রতার অভাব ও বৈশিষ্ট ভাবের প্রাচুর্য্যহেতু (সম্পদের মাধ্যমে দুনিয়াবী মর্যাদা অধিক হওয়ার কারণে) মুরীদানের প্রতি তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি রাখা কঠিন হইয়া পড়ে, যেরূপ পূর্ণ তাওয়াক্কুলকারী পীর স্বীয় মুরীদানের প্রতি রাখিয়া থাকেন। এই জন্য যে তিনি নিজকে গরীবদের সমশ্রেণী বলিয়াই মনে করেন।

এতদ্ব্যতীত মানুষের মনেও এই ধারণার উদয় হইয়া থাকে যে, পীর ছাহেব একজন বিশাল বিত্তশালী বড় লোক। তিনি আমাদেরকে হাতে লইবেন কেন ? এ কারণে তাঁহার দিকে মানুষের টান কম হইয়া থাকে।

আর হাদীয়া গ্রহণকারী পীরের থেকে মুরীদগণ অত্যধিক ফয়েজ (উপকার-কল্যাণ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং লোকের তাহার দিকে ঝোঁক খুব বেশী হয়। কেননা, হাদীয়া লেন-দেনের মধ্যে একটি বিশেষত্ব বিদ্যমান আছে। উহা এই যে, হাদীয়া গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ই একে অপরের দিকে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হাদীছেও আছে এবং পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ পীর ও মুরীদের মধ্যে হাদীয়ার লেনদেনের কারণে এইরূপ যোগসূত্র স্থাপন হওয়াই ফয়েজের (আল্লাহকে পাওয়ার জন্য দ্বীনি উপকার) মূল কারণ। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে হাদীয়া গ্রহণকারী পীরের মধ্যে হেরছ্ আছে ও তন্নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে ফয়েজ কম হইবে বলিয়া ধারণা হয় কিন্তু উক্তরূপ ধারণা একেবারে গলত বা ভিত্তিহীন, কেননা উহাকে হের্ছ বলা হয়না।

- ঃ দুনিয়াদার লোক হক্কানী পীর হইতে পারে কি না ? ঃ -

১৫। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা দুনিয়াদার লোক কখনও হক্কানী পীর হইতে পারে না। এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- এই ধারণা ছহীহ্। দুনিয়াদার লোক কখনও হক্কানী পীর হইতে পারে না।

- ঃ দুনিয়াদার পীর কাহারা তাহার বিস্তারিত বিবরণ ঃ -

১৬। প্রশ্ন ঃ- দুনিয়াদার পীর কাহারা ? বিস্তারিত জানিতে বাসনা ।

উত্তর ঃ- যে সমস্ত পীরদের হালাল-হারামের তমীজ আছে এবং ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ তত্ত্ববিদ আলেম, তাহারা লক্ষপতি হইলেও দুনিয়াদার নহে।

পক্ষান্তরে, যাহারা হালাল হারামের তমীজ করে না এবং ফিক্বাহ ও তাছাওউফ উভয় ইল্ম শিক্ষা করে নাই আর অন্যদিকে সুদখোর, ঘুষখোর, বেপর্দা, বেনামাজী ইত্যাদি ফাছেকের বাড়ী দাওয়াত খাইয়া বেড়াইতেছে অথচ উক্ত পাপে লিপ্ত লোকদেরকে তাওবা ও সংশোধনের দাওয়াত ও নছীহাত ইত্যাদি কিছুই করে না। তাহারা পথের ভিখারী হইলেও দুনিয়াদার।

কতকে অবস্থাপন্ন পীর বা হাদীয়া গ্রহণকারী পীরকে দুনিয়াদার ঠিক করিয়াছে তাহা তাহাদের অজ্ঞতা বা ভন্ডামী।

১৭। প্রশ্ন ঃ- জাহেরী এবাদত নামাজ পড়ার জন্য যেরূপ মাছ্য়ালা শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রুপ বাতেনী এবাদতের জন্যও কি মাছ্য়ালা শিক্ষা করিতে হয় ?

উত্তর ঃ- জাহেরী এবাদাত নামাজ, রোজা ইত্যাদির জন্য যেরূপ ফিক্বাহের মাছ্য়ালা শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রুপ বাতেনী এবাদতের জন্যও তাছাওউফের মাছ্য়ালা শিক্ষা করিতে হয়। যথা- **জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের জাদোত্তাক্ওয়া কিতাবের ১১৮, ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-**

ان یرھی لوك الله تعالی کی توفیق سی جب فرض
اور مستحب عبادت اداکرنی شروع کرتی ھین تب فقھی
عالم کی پاس حاضر ھوکی پنجوقتی نماز اور نوافل مثل
تھجد اور اشراق اور جاشت وغیرہ کی اور فرض
روزی وغیرہ عبادتون کی مسئلی تحقیق کرتی ھین اور
انکی عبادت قابل قبول ھوتی ھی - اکر عالم سی تحقیق
نہ کری - توانکی عبادت خراب ھوجاوی - ویساھی جب

سلوك الى الله كى واسطى ذكر اور شغل شروع كرين تب علم تصوف كى واقف عالم كى پاس ضرور حاضر هوكر سلوك الى الله كى مسائل تحقيق كرين -

মতলব যেরূপ অজ্ঞ লোকেরা জাহেরী এবাদাত করার জন্য ফকিহ্ আলেমের কাছে গিয়া নামাজ, রোজা ইত্যাদির মাছ্য়ালা শিক্ষা করিতেছে। তাহাতে তাহাদের নামাজ, রোজা ইত্যাদি কবুলের উপযুক্ত হয়, আর শিক্ষা না করিয়া এবাদাত করিলে তাহাদের এবাদত খারাপ হইয়া যায়। তদ্রুপ বাতেনী এবাদতের জন্যও মাছ্য়ালা শিক্ষা করিতে হয়। আর যদি শিক্ষা না করে, তাহা হইলে তাহাদের বাতেনী এবাদতগুলি গায়রে মকবুল হইয়া যায়।

- ঃ মৌলুদ শরীফ (অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দুনিয়াতে আগমন সম্পর্কীয় বর্ণনা) ও কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ান অবস্থায় রাসূলে পাকের জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করা ও ছালাম পাঠ করা) সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ঃ -

১৮। প্রশ্ন ঃ- কতক লোকের ধারণা, যে সমস্ত পীর ছাহেবেরা মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম করিতেছে, তাহারা বিদআতী, তাহাদের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েয নহে। এই ধারণা ছহীহ কি না ?

উত্তর ঃ- এই ধারণা ছহীহ নহে, (বরং সম্পূর্ণ কিতাবের খেলাফ ভ্রান্ত ধারণা), যেহেতু, জনাব মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) ছাহেব ছিলেন বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীর (যিনির কাছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অকল্পনীয় খাছ রহমতে দুই কোটি ১৬ লক্ষ অমোছলমান ইসলামের কলেমা পাঠ করে মোসলমান হইয়াছে) (আলহামদুলিল্লাহ) তিনি নিজে মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম করিতেন এবং কিয়াম করা মোস্তাহাব লিখিয়াছেন।

যথা- জখিরায়ে কারামতের দ্বিতীয় খন্ডের ২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-

اور مولود مین جوقیام کرتی هین اسکی مستحب هونی کی جو ائهی دلیلین هین همنی رساله ملخص مین لکهی که جهیوان دیاهی -

অর্থাৎ - মৌলুদ শরীফের কিয়াম করা মোস্তাহাব সম্বন্ধে আটটি দলিল দ্বারা ছাবেত করিয়া আমার মোলাখ্‌খাছ নামক কিতাবে ছাপাইয়া দিয়াছি।

ভারতের বিখ্যাত পীরে কামেল হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থান্‌বী ছাহেবের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) ছাহেবও মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম করিতেন। যথা- তিনির ফায়ছালায়ে হাফত মাছয়ালার পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

اورمشرب فقیر کا یه هی که محفل مولود مین شریك هوتاهون بلکه ذریعه برکات سمجهکر هرسال منعقد کرتاهون اور قیام مین لطف اور لذت یاتا هون -

অর্থাৎ - ফকিরের (অর্থাৎ হাজী এমদাদ উল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) এর আদত এই যে, আমি মিলাদ শরীফের মাহ্‌ফিলে শরীক হইতেছি বরং বরকতের অছিলা বুঝিয়া প্রতি বৎসর মীলাদ শরীফের মাহফিল কায়েম করিতেছি এবং কিয়ামের ভিতর (অর্থাৎ দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া বা দুরুদ ছালাম পাঠ করার ভিতরে লোত্‌ফ ও লজ্জত (স্বাদ ও মজা) পাইতেছি।

ভারত বিখ্যাত হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মোহাম্মদ শফী ছাহেবের ফতুয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ এমদাদুল মুফ্‌তিনের ২০ পৃষ্ঠায় লিখা আছেঃ-

سوال : مولود شریف جو مروجه طریقه سی هوتاهی

کیا حکم رکهتا هی ؟ مولود مین قیام جائز هی یا نهین ؟

الجواب - ناجائز هی اوراکر بدغات وتعینات مروجه سی خالی هون توجائز هی -

১৯। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে প্রচলিত (হিন্দুস্তানের প্রচলিত নিয়মে) মৌলুদ শরীফের কি হুকুম এবং মৌলুদ শরীফের কিয়াম করা জায়েজ কি না ?

উত্তম ঃ- যদি কোন দোষণীয় বেদআত বা কোন নির্দিষ্ট রেওয়াজ (অর্থাৎ ভুল নিয়ম) না থাকে তবে জায়েজ, আর যদি থাকে তবে নাজায়েজ।

উপরোল্লিখিত ফতুয়া হইতে পরিষ্কার বুঝা গেল মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম কোনটাই নাজায়েজ নহে।

তবে কেহ যদি নাজায়েজ কাজ উহার সহিত মিশ্রিত করে, তবে তাহা নাজায়েজ। **যেমন**- এক ব্যক্তি গাজা টানে আর কুরআন শরীফ পাঠ করে ইহাতে কেহই ফতুয়া দিতে পারে না যে, কুরআন পাঠ করা নাজায়েজ বরং ফতুয়া দিবে যে, ঐরূপ গাঁজা টানা অবস্থায় কুরআন পাঠ করা নাজায়েজ বা কুরআন পাঠ করা অবস্থায় গাঁজা টানা মহাপাপ।

❖ **উক্ত এমদাদুল মুফ্‌তিনের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-**

سوال - میلاد شریف یرهنا یا سننا کیساهی کونسی طریقه یز جائزهی اور کون سی طریقه یر ناجائز ؟

الجوان - محفل میلادمین اکز کوئی تاریخ معین اور ضروری نه سمجهی جائ شیرنی اور روشنی وغیره ضروری نه سمجهی - روایات غلط نه یرهین - نظم یرهتی والی بی ریش نرکی نه هواور کانی کی طرح نه یرهین - اسی کرح اور درسی رسوم بدعت سی خالی هو تومضائقه نهین - غرض یه که رسول الله صلی الله, علیه وسلم کا ذکر

مبارك جبكه ان رسوم بدعت سى خالى هون تو ثواب اور افضل هى اور اكر مروجه طريق ير بدعت رسوم سى بهرا هون - تونيكى برباد كناه لازم هى جيسى كوئى ياخانه مين جاكر قران يرهنى لكى فقط - محمد شفيع غفرله -

২০। প্রশ্ন ঃ- মীলাদ শরীফ পড়া এবং শুনা কি ? কোন্ অবস্থাতে জায়েজ আর কোন অবস্থাতে না-জায়েজ ?

উত্তর ঃ- মৌলুদ শরীফের মাহফিলে যদি ◈ কোন তারিখ নির্দিষ্ট এবং জরুরী বা ওয়াজিব না জানে, ◈ শির্নী ও রুশনি ইত্যাদি জরুরী বা ওয়াজিব না জানে গলত রেওয়াতে পাঠ না করে, কাছিদা পাঠকারী বেরেশ ছেলে না হয় এবং ◈ গানের সুরে না পড়ে এবং অন্য কোন নাজায়েজ কাজ না হয় তবে কোন দোষ নাই। বরং হযরত রাছূল (ছঃ) এর জিকির (স্বরণ) ও আলোচনা করা ছওয়াব এবং আফজাল (উত্তম) আর যদি উল্লিখিত না-জায়েজ রছমে ভরপুর থাকে তবে নেকী বরবাদ গুণাহ্ লাজেম হইবে। **যেমন-** কেহ পায়খানাতে গিয়া কুরআন পাঠ করিতে আরম্ভ করে। **[মুফ্তি মোঃ শফি ছাহেব]**

প্রিয় পাঠকগণ, উল্লিখিত ফতুয়াতে পরিস্কার বুঝিতে পারিলেন যে মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম কোনটাই নাজায়েজ নহে, তবে উহার সঙ্গে নাজায়েজ কাজ মিশ্রিত করিলে তাহা নাজায়েজ হইবে। যেরূপ পায়খানায় গিয়া এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করিলে সমস্তের জন্য কুরআন পাঠ হারাম হইয়া যায় না। তদ্রুপ কোন দেশের মৌলুদ কিয়ামে উল্লেখিত নাজায়েজ কাজ মিশ্রিত সব দেশের মৌলুদ শরীফ ও কিয়াম নাজায়েজ হইয়া যায় না।

আমাদের জানামতে বাংলাদেশের মৌলুদ কিয়ামে উল্লিখিত নাজায়েজ রছমের নাম-গন্ধও নাই। যে আলেম ছাহেবেরা মৌলুদ শরীফ এবং কিয়াম করাকে একদম নাজায়েজ বলে, তাহারা তাহাদের অজ্ঞতা বা হিংসার পরিচয় দিতেছে। কিয়াম বিরোধী মাওলানা ছাহেবানদের নিকট আরজ জানান যাইতেছে যে, তিনিরা যেন নিজের ইল্মের দৌড় প্রকাশ না করিয়া দারুল উলূম দেওবন্দের উপরোল্লিখিত ফতুয়া খানা একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখেন এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে সমাজের সামনে প্রকাশ করিয়া দেন, তাহা হইলেই কিয়ামের ঝগড়া চিরতরে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে বিশ্যরিত জানার জন্য পাঠ করুন "রেছালায়ে মোলাখ্খাছ।"

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

চতুর্থ খন্ড

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'য়ালার মাখলুকাতের ভিতরে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষের জন্য দুইটি জগত, ইহজগত ও পরজগত। ইহজগত বিনা বিনিময়ে দান করা হইয়াছে। পরজগত বিনা বিনিময়ে দান করা হইবে না। যে জিনিসের বিনিময়ে দান করা হইবে সেই জিনিস হইল আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম বা শরীয়ত।

ইল্মে কালাম, ইল্মে তাছাওউফ ও ইল্মে ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম শরীয়ত। এই শরীয়াতের মাছয়ালা **প্রথমতঃ-** দুই ভাগে বিভক্ত। এ'তেক্বাদী মাছয়ালা ও আমলী মাছয়ালা। আমলী মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ ফিক্বাহ্, দ্বিতীয়ভাগ ইল্মে তাছাওউফ। উভয় প্রকারের ইল্ম শিক্ষা করা ফরজ।

❑ **অধিকাংশ লোকের ধারণা,** তাছাওউফ শরীয়তের অংশ নহে এবং ফিক্বাহ শিক্ষা করার ন্যায় তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ নহে।

❑ **কতকের ধারণা তাছাওউফ শিক্ষা** করা মোস্তাহাব। এক্ষণে তাছাওউফ যে শরীয়াতের অংশ, তাছাওউফ শিক্ষা করা যে ফিক্বাহ শিক্ষা করার ন্যায় ফরজ এবং তাছাওউফ ছাড়া যে শরীয়ত মোতাবেক আলেম হওয়া যায়না। এ সম্বন্ধে সমাজ একেবারে ভুলে পতিত আছে। সমাজের এই ভুল ধারণা দূরীভূত করার জন্য এবং সমাজের ভিতর কিছু শরীয়ত মোতাবেক আলেম তৈরী করার জন্য অত্র কিতাবখানা লিখা হইল। এই কিতাব খানার নাম তাছাওউফ শিক্ষা ৪র্থ খন্ড রাখা গেল।

গ্রন্থকার

– ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ – [প্রকাশক]

প্রকাশ থাকে যে, তাছাওউফ শিক্ষা তৃতীয় খন্ডে তাছাওউফ বিরোধী নাকেছ ও মাছয়ালা পরিবর্তন কারীগণের নাম উল্লেখ করিয়া কঠিন প্রতিবাদ লিখা আছে বিধায় উক্ত কিতাবের বর্ণনা সত্য প্রকাশ ৪র্থ খন্ড নামক কিতাবে ছাপানো হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

চতুর্থ খন্ড

১। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের একটি অংশ কি না ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফ শরীয়তের তিন অংশের একটি অংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ। যথা - কুরআন মজীদের এগার পারা, সূরা তাওবার ১২২নং আয়াতে লিখা আছে -

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين -

এই আয়াতে শরীয়তের ইল্‌ম শিক্ষার যে আদেশ রহিয়াছে উহার ব্যাখ্যা মোছাল্লামুছ্ছুবূত কিতাবের হাশিয়ায় লিখা আছে-

اعلم ان الفقه فى الزمان القديم كان متناولا لعلم الحقيقة وهى علم الالهيات وعلم الطريقة وهى مباحث المهلكات والمنجيات وعلم الشريعة الظاهرة -

মূলঅর্থ - শরীয়তের মাছয়ালা তিনভাগে বিভক্ত। যথা- ১। ইল্‌মুল ইলাহিয়াত ২। ইল্‌মু ত্বরীক্বাত ৩। ইল্‌মুশ্‌ শরীয়াতিজ্‌ জাহেরা। অর্থাৎ- আক্বায়েদ, তাছাওউফ, ফিক্বাহ্‌ ।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ।

- **বোখারীও মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে-**

عن معاوية رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وانما انا قاسم والله يعطى [بخارى ومسلم]

মূলঅর্থ - রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-আল্লাহ্ তা'য়ালা যাহার কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে দ্বীনের ইল্ম দান করেন। আমি মাত্র বন্টনকারী, আল্লাহ তা'য়ালা বুঝ শক্তি দান করেন।

বর্ণিত হাদীছের শরাহ্ মেরকাতের ১ম খন্ডের ২৬৭ পৃষ্ঠায় ও মাজাহেরে হক কিতাবের ১ম খন্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে - আহ্কামে শরীয়তে জাহেরা, আহ্কামে তরীক্বত, আহ্কামে হাক্বীকত এই তিন প্রকার মাছায়ালার সমষ্টির নাম শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম।

উল্লেখিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা যায়, ইল্মে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতায়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ।

২। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফ যে শরীয়তের মাছয়ালার অংশ তাহা গত জামানার নায়েবে রাসূলদের কোন কিতাবে লিখা আছে কি না ?

উত্তর ঃ- যখন কুরআন হাদীছ দ্বারা স্বপ্রমাণ হইল যে ইল্মে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালা সমূহের এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ তখন প্রত্যেক জামানার নায়েবে রাসূলগণ যাহারা উক্ত ব্যাপারে কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন তাহারা নিজ নিজ কিতাবে উহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

❑ **যথা-এহ্ইয়াউল উলূমিদ্দিন কিতাবের মোলহাক ৫মে খন্ড ৩য় পৃষ্ঠায় লিখা আছে-**

اعلم ان علوم المعاملة التى يتقرب بها الى الله تعالى
تنقسم الى ظاهرة وباطنة - والظاهرة قسمان - معاملة بين
العبد وبين الله تعالى ومعاملة بين العبد وبين الخلق - والباطنة
ايضا قسمان - ما يجب تزكية القلب عنه من الصفات
المذمومة ومايجب تحلية القلب به من الصفات المحمودة -

সংক্ষেপে সরল অর্থ ঃ- শরীয়তের মাছায়ালা দুই ভাগে বিভক্ত। ফিক্বাহ ও ইলমে তাছাওউফ। ফিক্বাহ দুইভাগে বিভক্ত যথা-ইবাদত, মোয়ামালাত। ইল্মে তাছাওউফ দুইভাগে বিভক্ত। যথা-মুহ্লিকাত, মুন্জিয়াত।

❑ **হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (রহঃ) ছাহেবের মাক্‌তুবাত শরীফে লিখা আছে-**

العلماء ورثة الانبياء

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখা আছে- (মূলকথা) শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত যথা- ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ।

❑ বংগ বিখ্যাত মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের জখিরায়ে কারামত কিতাবের ২য় খন্ডের **২১**নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে - মূল কথা-শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত। ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ।

❑ ভারত বিখ্যাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেবের তাকাশশুফ কিতাবের **১১১** পৃষ্ঠায় লিখা আছে - মূলকথা-শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত। ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ।

উল্লিখিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, গত জামানার প্রসিদ্ধ নায়েবে রাসূলেরা নিজ নিজ কিতাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ।

৩। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফ যে শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ উহা গত জামানার প্রসিদ্ধ কিতাব লিখক আলেম ছাহেবেরা নিজ নিজ কিতাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন কি না ?

উত্তর ঃ- গত জামানার প্রসিদ্ধ আলেম ছাহেবদের মধ্যে যাহারা শরীয়তের মাছয়ালার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কিতাবে তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ লিখিয়া গিয়াছেন। যথাঃ- জামাতে উলার (ফাজিল ক্লাসের) পাঠ্য **"মোছাল্লামুছ্‌ছুবূত"** কিতাবে শরীয়তের মাছয়ালার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন- **মূলকথা**-তাছাওউফ শরীয়তের এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ এবং আক্বায়েদে নাছাফী কিতাবে শরীয়াতের মাছয়ালার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন- **মূলকথা**-আমলী মাছয়ালা (অর্থাৎ ফিক্বাহ ও তাছাওউফ) শরীয়তের মাছয়ালার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৪। প্রশ্ন ঃ- গত জামানার কোন ফতুয়ার কিতাবে তাছাওউফ শরীয়তের অংশ লিখা আছে কি না ?

উত্তর ঃ- আমাদের হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব শামী, উহার প্রথম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- **মূলকথা** - শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত, ফিক্বাহ্ ও ইলমে তাছাওউফ।

৫। প্রশ্ন ঃ- কতক নামধারী মাওলানা আছেন তাহারা বলিতেছেন, আমরা মাদ্রাসা পাস করিলাম এবং কুরআন হাদীছ পাঠ করিয়া দেখিলাম কোথাও তাছাওউফ পাইলাম না। বর্ণিত মাওলানারা কোন দরজার আলেম ?

উত্তর ঃ- যাহারা মাদ্রাসা পাশ করিয়া বা কুরআন হাদীছ পাঠ করিয়া তাছাওউফের খোঁজ পায় নাই। তাহারা আলেমই নহে। তবে তাহারা যে বলেন, মাদ্রাসা পাশ করিয়াছি এবং কুরআন-হাদীস পাঠ করিয়াছি কিন্তু কোথাও তাছাওউফ পাইলাম না, ইহা মিথ্যা প্রবঞ্চনা। সত্য কথা হইল ইল্‌মে তাছাওউফ শরীয়তের এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ কুরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে ও অসংখ্য হাদীছে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

- ঃ সাবধান বাণী ও চ্যালেঞ্জ ঃ -

আমি পরিস্কার ভাষায় জানাইয়া দিতেছি, আমাদের বাংলাদেশে বা পৃথিবীর কোথাও কোন আলেম ছাহেব যদি এরূপ থাকেন যে, বলিতে পারেন তাছাওউফ শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ নহে এবং উহা ফরজ নহে, তবে তাহারা আমার এই কিতাবের প্রতিবাদ করিতে পারেন বা মোকাবেলা মতে বাহাছ করিতে পারেন। আমি সব সময়ের জন্য প্রস্তুত আছি। আমি এই আলেম ছাহেবদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহারা যেন কুরআন-হাদীছের খেলাফ প্রচার না করেন বা সমাজকে ধোকা না দেন।

আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি সমাজ এখন একেবারে অন্ধ নয়, সমাজের চক্ষু ফুটিয়াছে এবং এ দেশের বহু ছেলেরা কিতাব দেখার চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছে। আল্লাহর ফজলে প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নে পাঁচ দশ জন টাইটেল বা দাওরা পাস ছেলে তৈয়ার হইয়াছে। আমি মাদ্রাসা পাস মাওলানা ছাহেবদিগকে আহ্বান জানাইতেছি যে. তাহারা আমার বর্ণিত মাছয়ালার উল্লেখিত কিতাবগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে থাকেন, তাহা হইলে বর্ণিত মাছয়ালার সত্যতা অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন।

৬। প্রশ্ন ঃ- ফিক্বাহের মাছয়ালা শিক্ষা করা যেরূপ ফরজ, তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা করা তদ্রুপ ফরজ কি না ?

উত্তর ঃ- ফিক্বাহর মাছয়ালা শিক্ষা করা যেরূপ ফরজ, তাছাওউফের মাছয়ালাও শিক্ষা করা তদ্রুপ ফরজ। **যথা- শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-** [ছাপার পার্থক্যের কারণে পৃষ্ঠার পার্থক্য থাকিতে পারে।]

اعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدرما يحتاج لدينه وفرض كفاية وهومازاد عليه لنفع غيره ومندوبا وهو التبحرفى الفقه وعلم القلب -

মূলঅর্থ - আবশ্যক পরিমাণ ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজে আইন। অপরকে শিক্ষা দিবার মানসে আবশ্যকের অতিরিক্ত শিক্ষা করা ফরজে কিফায়া এবং বিশেষ বুৎপত্তি লাভের মানসে বেশী শিক্ষা করা মোস্তাহাব। এইরূপ ইল্‌মে তাছাওউফও অবস্থাভেদে শিক্ষা করা ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া ও মোস্তাহাব। **[দুররুল মুখ্‌তার]**

৭। প্রশ্ন ঃ- কতক নামধারী টাইটেল বা দাওরা পাস মাওলানারা বলিতেছেন, শরীয়তের ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ কিন্তু ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ নহে, উহা মোস্তাহাব। বর্ণিত মাওলানারা কোন দরজার আলেম ?

উত্তর ঃ- ছাওয়ালে বর্ণিত মাওলানারা আলেমই নহে। যাহারা ইল্‌মে শরীয়ত শিক্ষা করিতে গিয়া টাইটেল বা দাওরা পাশ করিয়া আল্লাহর দ্বীন শরীয়তের সঠিক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা জানে না। তাহারা দ্বীন ইসলাম প্রচারক আলেম হয় কেমন করে ? সত্যকথা বলিতে কি যাহারা তাছাওউফ শিক্ষা করা মোস্তাহাব বলিতেছে, তাহারা শরীয়তের ইল্‌মে গন্ডমূর্খ। এই শ্রেণীর মাওলানারা রীতিমত মাদ্রাসায় হাজির হয় নাই, আর যদি হাজির হইয়াও থাকে, তবে পিছনের টুলে বসিয়া ঘুমে ঘুমে সময়টা শেষ করিয়াছে।

৮। প্রশ্ন ঃ- ফিক্বাহের ইল্‌মে যেরূপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। তাছাওউফের ইল্‌মও তদ্রুপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয় কি না ?

উত্তর ঃ- ফিক্বাহের ইল্‌ম যেরূপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, তাছাওউফের ইল্‌মও তদ্রুপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। যেহেতু উভয় ইল্‌ম কুরআন হাদীছ হইতে বাহির হইয়াছে। যে মাছয়ালাগুলি বাহ্যিক শরীরের সংগে মোতা'য়াল্লাক (সম্পর্কযুক্ত) উহা ফিক্বাহ, আর যে মাছয়ালাগুলি অন্তরের সংগে মোতা'য়াল্লাক উহা ইল্‌মে তাছাওউফ। মোট কথা শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত, ফিক্বাহ ও তাছাওউফ। উভয় ইলমেই পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

৯। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে টাইটেল বা দাওরা পাস করিলে ফিক্বাহ ও তাছাওউফ উভয় প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা হয় কি না ?

উত্তর ঃ- বর্তমানে মাদ্রাসায় টাইটেল বা দাওরা পাস করিলে ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা হয়। তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা হয় না। কারণ তাছাওউফের ফরজ আদায় হয় এইরূপ কোন কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই।

১০ । প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে মাদ্রাসায় কুদূরী, শরহে-বেক্বায়া, হেদায়া কিতাব পাঠ্য করা হইয়াছে, উক্ত কিতাবে তাছাওউফের মাছয়ালা লিখা হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ- কুদূরী, শরহে- বেক্বায়া, হেদায়া মোতাআখখেরীণ আলেমদের ফিক্বাহের কিতাব, উহাতে শুধূ ফিক্বাহের মাছয়ালা লিখা হইয়াছে। তাছাওউফের মাছয়ালা লিখা হয় নাই। **[জামাতে উলার বা ফাজেল ক্লাসের পাঠ্য মোছাল্লামুছছুবূত কিতাবের আরবী হাশিয়া ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]**

১১। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে মাদ্রাসায় কুরআন, হাদীস পাঠ্য করা হইয়াছে। উহাতে তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা হয় কি না ?

উত্তর ঃ- বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসার নিয়ম অনুযায়ী প্রচলিত ধারায় শুধুমাত্র কুরআন-হাদীস পাঠ করিলে ফিক্বাহ্, তাছাওউফ উভয় ইল্‌মের কোন ইল্‌ম শিক্ষা অর্জন হয় না। এই কারণে ফিক্বাহের আলেম হওয়ার জন্য ফিক্বাহের মাছয়ালার কিতাব কুদুরী, শরহে বেক্বায়া, হেদায়া ইত্যাদি বহু কিতাব পাঠ্য করা হইয়ছে। কাজেই ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা হয়। কিন্তু তাছাওউফের ইল্‌মের ফরজ হাছিল হয় এরূপ কোন কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই, এইজন্য তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা হয় না। অর্থাৎ- **তাছাওউফের বহু জরুরী শিক্ষা বাকী থাকে।**

১২। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত মাওলানা ছাহেবরা দাওরা বা টাইটেল পাশ করিয়া কোন মশহুর পীরের দরবারে (প্রচলিত নফল) ত্বরীকা সমাপ্ত করিয়া খেলাফত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা হইয়াছে কি না ?

উত্তর ঃ- আমাদের বাংলাদেশে যতটা মশহুর পীরানা দরবার আছে কোথায়ও সঠিকভাবে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমন কি পীর সাহেবরাও তাছাওউফের মাছয়ালার খোঁজ-খবর রাখেন না। অর্থাৎ-তাছাওউফের ইলমে গন্ডমূর্খ।

ইহারা মুরীদদিগকে কিভাবে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দিবে **?** [অতএব সকলকে বিশেষ করে সর্বশ্রেণীর পীর ও খলিফাগণকে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো যাইতেছে যে, আপনারা কোন রকম কাল বিলম্ব না করিয়া কিতাবী ধারায় অতি জরুরী ভিত্তিতে সঠিক ও ফরজ ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করুন; কারণ নিজেরা শিক্ষা না করিলে ইলমে ত্বরাকাতের অকল্পনীয় মহান দায়িত্ব কিভাবে সম্পাদন করিবেন।**] [প্রকাশক]**

১৩। প্রশ্ন ঃ- ভোরের দুরূদ, এশার দুরূদ, লা-হাওলা ইত্যাদি তাছাওউফের ইল্‌ম কি না ?

উত্তর ঃ- দুরূদ, লা-হাওলা একটিও তাছাওউফের মাছয়ালা নহে। তাছাওউফের মাছয়ালা হইল শরীয়তের আমলী মাছয়ালার দুইভাগের একভাগ। ইহা আহকামে বাতেনী বা মুহ্‌লিকাত ও মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা। **যথা- মুছাল্লামুছ্‌ছুবুত কিতাবের হাশিয়াতে লিখা আছে - মূলকথা** - শরীয়তের মাছয়ালা তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একভাগ হইল ত্বরীক্বাতের মাছয়ালা **অর্থাৎ** মুহ্‌লিকাত-মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা।

১৪। প্রশ্ন ঃ- লতীফার ছবকে ধ্যানে বসিতে থাকিলে আরশে মোয়াল্লাহ থেকে তাছাওউফের ইল্‌ম আসিবে কি না ?

উত্তর ঃ- লতীফার ছবকে সারাজীবন বসিয়া থাকিলেও তাছাওউফের ইল্‌ম ক্বলব শরীফে হাজির হইবে না। কারণ তাছাওউফের যে ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ, উহা শরীয়তের মাছয়ালার এক তৃতীয়াংশ বা আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ। উহা আহ্‌কামে বাতেনী। মুহলিকাত ও মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা, উহা কুরআন মজীদে বিশ্বনবীর (ছঃ) কাছে জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালামের মারফতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

১৫। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফের জরুরী মাছয়ালা কি ?

উত্তর ঃ- শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

ازالتها فرض عين ولا يمكن الا بمعرفة حدودها واسبابها وعلاماتها وعلاجها -

অর্থাৎ ঃ- অন্তরের রাজায়েল দূর করা ফরজে আইন। কিন্তু উহা দূর করা সম্ভব হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাজায়েলের তা'রীফ, ছবব, আলামত ও এলাজের মাছয়ালা অবগত না হইবে।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, প্রত্যেকটি রাজায়েল দূর করিতে চারটি করিয়া মাছয়ালা শিক্ষা করা জরুরী। বর্তমান জামানার মশহুর পীরদের দরবারে বর্ণিত মাছয়ালা শিক্ষা করার নাম-নিশানাও নাই। আছে শুধু নফল অজীফা আর অমূলক কারামত কাহিনী। [অতএব, সকলের প্রতি বিশেষ করে সমগ্র বাংলাদেশের পীর সাহেবানদের প্রতি আহ্বান, আপনারা বর্ণিত মহাসত্য শিক্ষা অতি জরুরী ভিত্তিতে পুরাপুরি গ্রহণের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করুন। কারণ সমাজকে সঠিক পথে আহ্বান ও শিক্ষা দানের বিরাট দায়িত্ব আপনারা নিজ স্কন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। **[প্রকাশক]**

১৬। প্রশ্ন ঃ- কেহ যদি কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল শিক্ষক অর্থাৎ কামেল পীর মোর্শ্বেদ ছাড়া তাছাওউফের মাছয়ালার কিতাবগুলি নিজে নিজে পাঠ করিতে থাকে, তবে তাহার তাছাওউফের ইল্‌ম, শিক্ষার ফরজ আদায় হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল শিক্ষক, কামেল পীর মোর্শ্বেদ ছাড়া নিজে নিজে কিতাব পাঠ করিলে তাছাওউফের ইলম শিক্ষার ফরজ আদায় হইবে না। কারণ শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত। যথা-ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ। ফিক্বাহ্ শিক্ষাই যখন শিক্ষক ছাড়া হয় না। তখন তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা হইবে কেমন করে ?

যদি কোন মাওলানা ছাহেব নিজে নিজে দুই একখানা তাছাওউফের কিতাব পাঠ করিয়া ধারণা করিয়া থাকে যে তাহার তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে তবে তাহা তাহার ভুল ধারণা।

নিজে নিজে কিতাব দেখার মিছাল যেমন- সমস্ত রাত্র ইউছুফ জোলায়খার পুস্ক শুনিয়া ভোরে জিজ্ঞাসা করে এদের মধ্যে মেয়ে কোন জন ?

তদ্রুপ সমস্ত জীবন তাছাওউফের মাছয়ালার কিতাব নিজে নিজে পাঠ করিয়া বলিয়া থাকে তাছাওউফের ইল্‌ম কিতাবস্থ ইল্‌ম নহে। ইহা (চক্ষু বন্ধ ধ্যানে) ছিনায় ছিনায় হাছিল হয় বা লতিফার ছবকে হাছিল হয় বা কাশ্‌ফ দ্বারা হাছিল হয় ইত্যাদি।

১৭। প্রশ্ন ঃ- যাহারা ফিক্বাহ্ শিক্ষা করিয়াছে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করে নাই তাহাদিগকে শরীয়তে আলেম বলে কি না ?

উত্তর ঃ- যাহারা ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়াছে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করে নাই তাহাদিগকে শরীয়তে আলেম বলে না। তবে তাহাদিগকে ফিক্বাহের আলেম বলা যাইতে পারে। শরীয়াত মোতাবেক আলেম হইতে চাহিলে ফিক্বাহ-তাছাওউফ উভয় ইল্‌মের আলেম হইতে হইবে।

১৮। প্রশ্ন ঃ- যাহারা ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছে এবং ফিক্বাহের ইল্‌মের উপর আমলও আছে, কিন্তু তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করে নাই, তাহারা হিসাব অন্তে মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- যাহারা ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করে নাই, তাহারা হিসাব অন্তে মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে না। যেহেতু তাহাদের উপর তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ ছিল, উহা তরক করিয়া আল্লাহর নিকট গুনাহগার সাব্যস্ত হইয়াছে। এই গুনাহের জন্য হিসাব অন্তে দোজখ ভোগ করিতে হইবে।

যথা- কুরআন মজীদের ১৯পাড়া সূরায়ে শো'য়ারার ৮৮ ও ৮৯ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেন-

يوم لاينفع مال ولابنون الامن اتى الله بقلب سليم -

সংক্ষেপে মূল অর্থ ঃ- যাহারা অন্তরের ইছলাহ্ না করিয়া আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হইবে, তাহারা মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে না।

১৯। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফ ও মারেফত এক জিনিস কি না ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফ ও প্রচলিত মারেফত এক জিনিস নহে। কারণ তাছাওউফ হইল শরীয়তের আমলী মাছয়া'লার অর্ধাংশ। অর্থাৎ- আহ্‌কামে বাতেনী বা মুহ্‌লিকাত ও মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা। আর প্রচলিত মারেফত আহ্‌কামে বাতেনী বা মুহ্‌লিকাত; মুন্‌জিয়াতের মাছয়ালা নহে।

মোট কথা, বর্তমানে পীরানা দরবারসমূহে প্রচলিত মারেফাত, আহ্‌কামে শরীয়ত নহে বরং আহ্‌কামে শরীয়তের উপর আমল করার দরুন অন্তরে যে এক প্রকার নূর পয়দা হয় উহা প্রকাশ হওয়ার নাম মারেফত।

২০। প্রশ্ন ঃ- শরীয়ত ও মারেফাত এক জিনিস কি না ?

উত্তর ঃ- শরীয়ত ও মারেফাত এক জিনিস নহে। শরীয়ত হইয়াছে আহ্‌কামে জাহেরী ও আহ্‌কামে বাতেনীর সমষ্টির নাম, আর মারেফাত হইয়াছে আহ্‌কামে জাহেরী ও আহকামে বাতেনী উভয়ের উপর আমল করার দরুন অন্তরে যে এক নূর পয়দা হয় উহা প্রকাশ হওয়ার নাম।

২১। প্রশ্ন ঃ- মারেফাতের ইল্‌ম শিক্ষা করা কি ?

উত্তর ঃ- আইনুল ইল্‌ম কিতাবে লেখা আছে-

العلم علمان - علم المكاشفة وهو نور يظهر فى القلب -

অর্থাৎ ঃ- ইল্‌ম দুই প্রকার। **এক-** ইল্‌মে মোকাশাফা উহা এক প্রকার নূর। আহকামে শরীয়তের উপর আমল করার দরুন অন্তরে প্রকাশ হয়। **দ্বিতীয়-** ইল্‌মে মোআমালাত বা শরীয়ত।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, মারেফাত বা ইল্‌মে মোকাশাফা উহা এক প্রকার নূর। আমল করার দরুন অন্তরে পয়দা হয়, উহা প্রচলিত নিয়মে কিতাবের মাধ্যমে শিক্ষার বিষয় নহে।

২২। প্রশ্ন ঃ- যাহাদের ভিতরে ফিক্বাহ- তাছাওউফের শিক্ষা ও আমল নাই অথচ নাম জপনা বা সাধনাবলে বহু কিছু দেখাইতে পারে, উহাকে মারেফত বলে কি না ?

উত্তর ঃ- উহা মারেফাত নহে, উহাকে এছতেদ্‌রাজ বলে। উহা মোমেন, কাফের সকলেরই হইতে পারে।

২৩। প্রশ্ন ঃ- শরীয়তের এক ভাগ মাছয়ালা ফিক্বাহ শিক্ষার জন্য বহু মাদ্রাসা স্থাপন করা হইয়াছে। ফিক্বাহের আলেমও অসংখ্য তৈয়ার হইয়াছে। এক্ষণে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য একটি মাদ্রাসাও তৈয়ার হইতেছে না কি জন্য ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা তৈয়ার না হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে- যথা-

প্রথম কারণ- তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা যে ফিক্বাহ শিক্ষার ন্যায় ফরজ তাহা সমাজ জানে না। সমাজ জানে মোস্তাহাব।

দ্বিতীয় কারণ- সমাজের ধারণা ছিল পীর সাহেবদের দরবারে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা হয়। বর্তমানে পীর ছাহেবরা যে তাছাওউফের ইল্‌মের খোঁজ খবরই রাখেন না, তাহা হইতে সমাজ বে-খবর।

তৃতীয় কারণ- সমাজের ধারণা ছিল দাওরা বা টাইটেল পাস করিলে উভয় ইল্‌ম শিক্ষা হয়। এক্ষণে বর্ণিত মাদ্রাসায় যে, মাত্র ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা হয়, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ বাকী থাকে, তাহা সমাজ জানে না। এখন, যখন সমাজ জানিতে পারিয়াছে যে, মাদ্রাসায় তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ বাকী থাকে। বর্তমানে পীরানা দরবারে তাছাওউফ শিক্ষা হয় না। আর তাছাওউফের ইল্‌ম ছাড়া শরীয়ত মোতাবেক আলেমও হওয়া যায় না। আশা করা যায়, এখন তাছাওউফের মাদ্রাসা তৈয়ার করিয়া তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ আদায় করার সুবন্দোবস্ করা হইবে এবং ফিক্বাহের আলেম সাহেবদিগকে শরীয়ত মোতাবেক আলেম তৈয়ার করার জন্য বর্তমান জামানার নায়েবে রাসূলেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

২৪। প্রশ্ন ঃ- ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষাদান করিয়া টাকা লওয়া জায়েয আর তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষাদান করিয়া টাকা লওয়ার কল্পনা করাও নাজায়েয। এমতাবস্থায় বিনা বেতনে তাছাওউফের মাদ্রাসার শিক্ষক পাওয়া যাইবে কোথায় ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফ মাদ্রাসার শিক্ষক বিনা বেতনে রাখা হইবে না। বরং বহু টাকা বেতনে রাখা হইবে। এই বেতন সংগ্রহ করার জন্য কোন প্রকার নাজায়েয পন্থা বা ত্বরীকা অবলম্বন করা হইবে না। তাছাওউফ মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারাই উক্ত মাদাসা সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে। তবে ছাওয়ালে যে উল্লেখ আছে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়ার কল্পনা করাও নাজায়েয [**ইহা অজ্ঞ সমাজের ভন্ড গাউছ, কুতুব ও ভন্ড পীরদের অমুলক কাহিনী বা ধোকা প্রবঞ্চনা**]। যে শিক্ষক সাহেব ফিক্বাহের আলেম ছাহেবদিগকে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দান করিয়া শরীয়ত মোতাবেক আলেম বানানোর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনি জায়েয নাজায়েয মাছয়ালায় অজ্ঞ নহেন। **[প্রকাশ থাকে যে, সঠিক ধর্ম প্রচারক ও শিক্ষককে খরচ প্রদান করা যথাক্রমে শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের উপর ওয়াজিব। জখিরায়ে কারামত কিতাব দ্রষ্টব্য।]**

-ঃ তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসাসমূহে ভর্তি ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞাপন এবং সমগ্র বিশ্বে অকল্পনীয় সহজ সংক্ষিপ্ত কারিকুলাম ও রুটিন বিষয়ক মহা জরুরী বিজ্ঞপ্তি ঃ-

মুসলমানদের উপর যে ইল্‌ম শিক্ষা কর ফরজ উহা (ঈমানের পরে) দুই ভাগে বিভক্ত। ফিক্বাহ ও ইল্‌মে তাছাওউফ। **আমাদের হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফতুয়ার কিতাব শামী, উহার ১ম খন্ডের কাদীম ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-** (ছাপার পার্থক্যের কারণে পৃষ্ঠার পার্থক্য থাকিতে পারে।) ‘‘ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করা যেরূপ ফরজ, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা তদ্রুপ ফরজ।

বর্তমান জামানায় ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য অনেক মাদ্রাসা তৈয়ার হইয়াছে। কিন্তু তাছাওউফের মাদ্রাসা না থাকায় তাছাওউফের আলেম দুই একজনও পাওয়া যাইতেছে না।

এক্ষণে, তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় করার জন্য এবং ফিক্বাহের আলেম সাহেবদিগকে তাছাওউফের আলেম বানানোর জন্য বা আহ্‌কামে শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান দান করিয়া শরীয়ত মোতাবেক আলেম তৈরী করার জন্য বাংলাদেশে **বর্তমানে ২৫ খানা মাদ্রাসা স্থাপন করা হইয়াছে,** আমি দাওরা বা টাইটেল পাশ মাওলানা সাহেবদিগকে আহ্বান জানাইতেছি যে, আপনারা তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করিয়া শরীয়ত মোতাবেক আলেম হওয়ার জন্য উল্লেখিত মাদ্রাসার যে কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হইতে পারেন।

তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করা যখন প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরজ তখন প্রত্যেক মুসলমানকে আহ্বান জানাইতেছি যে, প্রত্যেক মুসলমান তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় করার জন্য উল্লিখিত যে কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হইতে পারেন। তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা করার তিনটি দরজা (স্তর), ফরজে আইন, ফরজে ফিফায়া, মোস্তাহাব। এই তিন দরজার ইল্‌ম উল্লিখিত প্রত্যেকটি মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করা হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, আরবী, উর্দু, বাংলা, এই তিন ভাষায় লিখিত কিতাবের মাধ্যমে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

[প্রত্যেকটি মাদ্রাসা বৎসরে ৬দিন খোলা থাকিবে]

-ঃ প্রত্যহ শিক্ষার সময় ঃ-

- সকাল বেলা ----------------- ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত।
- দুপুরের পরে----------------- ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত।
- রাত্রে ----------------------- ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত।

বিঃ দ্রঃ মৌসুমের পরিবর্তনে নির্ধারিত সময় পরিবর্তন হইতে পারে।

–ঃ প্রত্যেক দরজার শিক্ষার সময় ঃ-

- ফরজ দরজার জন্য ----------------- দুই বৎসর।
- ফরজে কিফায়া দরজার জন্য -------- দুই বৎসর।
- মোস্তাহাব দরজার জন্য ------------- চার বৎসর।

-ঃ শিক্ষার সময় মোট ঃ-

[প্রতি বৎসর- ৫৪ ঘন্টা]

- ফরজ দরজার জন্য --------------------- ১০৮ ঘন্টা।
- ফরজে কিফায়া দরজার জন্য ------------ ১০৮ ঘন্টা।
- মোস্তাহাব দরজার জন্য ----------------- ২১৬ ঘন্টা।

৪। বাৎসরিক বেতন প্রত্যেক শিক্ষার্থীগনের জন্য ৪০ কেজি চাল অথবা উহার সমপরিমাণ মূল্য।

৫। প্রত্যেক দরজার জন্য মোট কিতাব পাঠ্য ৩০ খানা।

৬। প্রতি বৎসর খোলার তারিখ বেতন আদায় করিতে হইবে।

৭। প্রত্যেক মাদ্রাসায় ছাত্রদের নিজ নিজ খরচে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত থাকিবে।

নিবেদক-

মোহাম্মদ হাতেম আলী

গ্রাম-দুধল, পোঃ- দুধল মাদ্রাসা

জেলা-বরিশাল।

[ধর্মীয় জরুরী শিক্ষার জন্য আখেরাতের হাদী বা কামেল পীর ওস্তাদকে শিক্ষা খরচ বা আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া শিক্ষা দানের ব্যাপারে ওয়াজিব খরচ আদায় করিতে হইবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুরআন বা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের আম প্রচারের জন্য তাবলীগে হুক্‌মীর ওয়াজিব উহাতে আদায় হবে না। কাজেই প্রচার কার্যে জরুরী খরচার জন্যও সাধ্যমতে তাবলীগে হুকমী হিসাবে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে। আর ধর্মের উপরে আক্রমন আসিলে উহা প্রতিরোধের জন্যও সাধ্যমতে সাহায্য বা মাল খরচ করিতে হইবে।]

বর্ণিত মরহুম নায়েবে রাসূল হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত কতক তাছাওউফ মাদ্রাসা এবং কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা নিম্নে লিখা হইল।

১। **দুধল তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ববিদ্যালয়। [মরহুম নায়েবে রাসূল মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ) ছাহেবের বাড়ী]** গ্রাম ও পোঃ- দুধল মাদ্রাসা, জিলাঃ- বরিশাল। **খোলার তারিখঃ-** ৭, ৮ ও ৯ই ফাল্গুন, ২১, ২২ ও ২৩ শে কার্তিক। **মাসিক তা'লীম-** ১৭, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্রের শেষ ও পহেলা আশ্বিন, ৮ ও ৯ মাঘ। **সাপ্তাহিক তালীম-** প্রতি বৃহস্পতিবার, **দৈনিক তালীম-** বাদ ফজর। **যোগাযোগেঃ- নায়েবে রাসূল হযরত মাওলানা শাহ্ মোঃ আঃ ওয়াহিদ ছাহেব।**

২। **মির্জাপুর তাছাওউফ বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ব অভিযান কেন্দ্র।** পোঃ- নিকলী দামপাড়া, থানা-নিকলী, জিলা- কিশোরগঞ্জ। **খোলার তারিখ ঃ** আষাঢ় এবং ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। **সাপ্তাহিক তা'লীমী** জলছার তারিখ- প্রতি বুধবার আসর থেকে। তাছাওউফ শিক্ষার **দৈনিক ক্লাশ-** বাদ আছর। **যোগাযোগে - নায়েবে রাসূল হযরত মাওলানা শাহ্ মোঃ আবদুশ শাকুর ছাহেব।**

৩। **ঢাকা তেজগাঁও তাছাওউফ মাদ্রাসা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্বঅভিযান আঞ্চলিক কেন্দ্র।** নাবিস্কোর পশ্চিমে-২৬১/জি, হাজী মরণ আলী রোড। **সাপ্তাহিক তা'লীমী** জলছা- প্রতি শুক্রবার বাদ অছর। **মাসিক তালীমী** জলসা- প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার। **যোগাযোগে ঃ-** জনাব মোঃ আমীন ছাহেব ও আলহাজ্জ আবদুল লতীফ সাহেব, জনাব মোঃ আবদুল মোমেন ছাহেব গং।

৪। **পবিত্র কুরআন প্রচার ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** ৩৯-৪০, (২য় তলা) কাপ্তান বাজার, ঢাকা-১২০৩। **সাপ্তাহিক তা'লীমী জলছা-** প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ আছর। **মাসিক তা'লীমী জলছা-**প্রতি ইংরেজী মাসের ১লা বৃহস্পতিবার বাদ জোহর। **যোগাযোগেঃ** মাওঃ মোহাম্মদ আবু তালেব, সুফী মোহাম্মদ মোফাজ্জেল হোসেন ছাহেব, মোঃ শহিদুল ইসলাম ছাহেব, মৌলভী মোঃ আমীন ছাহেব ও মোহাম্মদ হুমায়ুন ছাহেব গং।

৫। **শিমুলিয়া পবিত্র কুরআন প্রচার ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা।** [আলহাজ্জ মোঃ মফিজুদ্দীন খান ছাহেবের বাড়ী] পো- হলদিয়া, থানা- লৌহজং, জিলা- মুন্সিগঞ্জ। **যোগাযোগে-** জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ছাহেব, জনাব মোঃ হুমায়ুন ছাহেব, মোঃ জিল্লুর রহমান ছাহেব গং।

৬। **পবিত্র কুরআন প্রচার ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** ১৯/৭ (২য় তলা) বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। সাপ্তাহিক তা'লীমী জলছা- প্রতি শুক্রবার বাদ আছর, **যোগাযোগে-** মোঃ নজরুল ইসলাম ছাহেব ও মুফ্‌তী মাওলানা মোঃ খলিলুর রহমান ছাহেব গং।

৭। **নতুন সোনাকান্দা তাছাওউফ মাদ্রাসা।** (স্থানীয় জামে মসজিদ) চেয়ারম্যান বাড়ী, রুহিতপুর, ঢাকা। তারিখঃ **২১, ২২ ও ২৩শে পৌষ, ১০, ১১ ও ১২ ই ভাদ্র।** সাপ্তাহিক তা'লীমী জলছা, প্রতি মঙ্গলবার। ঢাকা জিনজিরা হইতে বাসে সৈয়দপুর নামতে হয়। যোগাযোগেঃ জনাব আঃ রশীদ কোম্পানী ও ছূফী মোঃ হাবীবুল্লাহ ছাহেব ও আঃ- খালেক ছাহেব এবং প্রফেসর মোঃ আতাউল্লাহ ছাহেব গং।

৮। **ধর্মগঞ্জ তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ। পো- এনায়েতনগর, থানা-ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। ঢাকা- নারায়ণগঞ্জের বাসে পঞ্চবটি নামিতে হয়।** যোগাযোগে ঃ আলহাজ্জ মোঃ শফিউদ্দিন ও মোঃ লুৎফুর রহমান মাওলানা মুফতি মোঃ জোবায়ের হোসেন সাহেব গং। তারিখ-**১৫, ১৬, ১৭** অগ্রহায়ন **১৫, ১৬, ১৭,** জ্যৈষ্ঠ।

৯। **ভিটি পাড়া সিমুহাদিঘীরপাড় তাছাওউফ কেন্দ্র।** তারিখ ঃ ২৪, ২৫, ২৬ শে মাঘ ও ১, ২, ৩রা আষাঢ়, ২, ৩ ও ৪ঠা কার্তিক, পোঃ মাইজহাটি, জিলা- কিশোরগঞ্জ। কালিয়াচাপড়া চিনিকলের পূর্বদিকে। যোগাযোগেঃ- মৌঃ মোঃ ছায়ীদুর রহমান ছাহেব ও মোঃ গোলাপ মিয়া গং ছাহেব।

১০। **গেরাখালী তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ ইসলামাবাদ, পটয়াখালী। খোলার তারিখঃ **১৫** ও **১৬** ফাল্গুন ও কার্তিক। **যোগাযোগে**- মাওঃ মোঃ নুরুজ্জামান ছাহেব, সুপার, গেরাখালী দাখিল মাদ্রাসা। মাওঃ মোঃ ইবরাহিম, মাওঃ মোঃ আবুল হোসেন গং।

১১। **শারীকখালী খানকায়ে হাতেমিয়া ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা।** [ওয়াক্‌ফ] পোঃ বশাক বাজার, জেলাঃ পটুয়াখালী। **দৈনিক তা'লীম-বাদ** ফজর ও মাগরীব, **সাপ্তাহিক তা'লীম-প্রতি** শুক্রবার। **মাসিক তা'লীম-প্রতি** ইংরেজী মাসের শেষ শুক্রবার। যোগাযোগেঃ- **মাওঃ মোঃ শামছুল হক ছাহেব ও মাওঃ নজরুল ইসলাম সাহেব।**

১২। **গোছখালী মরহুম কেতাবআলী হাজীবাড়ী তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পো- বাইনবুনিয়া উপজেলা- আমতলী, জেলা- বরগুনা। সাপ্তাহীক তা'লীম-শুক্রবার। **খোলার তারিখ- ১৯, ২০ ও ২১শে ফাল্গুন ও আশ্বিন। যোগাযোগেঃ** মাষ্টার মোঃ আতাহার আলী ছাহেব, মাষ্টার হাবিবুর রহমান সাহেব, মাষ্টার মোঃ গোলাম মোস্তফা সাহেব ও মাওঃ মোঃ আল-আমীন সাহেব গং।

১৩। **বৈঠাকাটা খানবাড়ী তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পো- আমতলী, জেলা- বরগুনা। **খোলার তারিখঃ ২২, ২৩ ও ২৪শে** আশ্বিন ও ফাল্গুন। **মাসিক তা'লীম-** প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার। **যোগাযোগেঃ** মোঃ এনামুল হক খান সাহেব।

১৪। **আমড়াগাছিয়া বাজার তাছাওউফ কেন্দ্র।** (স্থানীয় তাছাওউফ জামে মসজিদ) পো- কুকুয়া, উপজেলা- আমতলী, জেলা- বরগুনা।

১৫। **টেপা মধুপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পো- টেপা মধুপুর বাজার, উপজেলা- কাওনিয়া জেলা-রংপুর। যোগাযোগঃ- মাওঃ মোঃ ওমর, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক গং।

১৬। **দুর্গাপুর তাছাওউফ কেন্দ্র।** পো- দুর্গাপুর, জেলা- নেত্রকোণা। যোগাযোগে- মোঃ মুজিবুর রহমান ছাহেব, মোঃ আব্দুল করিম সাহেব গং।

১৭। **রহীমপুর তাছাওউফ কেন্দ্র।** পো- নাজিরপুর, জেলা - নেত্রকোণা। যোগাযোগে- মৌঃ হাজী আবদুস সামাদ ও মাষ্টার মোঃ ফেরদৌছ ছাহেব গং ।

১৮। **মথুরাপাড়া তাছাওউফ কেন্দ্র।** পো- নানশ্রী, জেলা - কিশোরগঞ্জ। **যোগাযোগে-** মৌঃ মোঃ আঃ কাদীর ও হাজী আবদুর রহীম ছাহেব গং।

১৯। **গোৎ মন্ডল তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলা-কলমাকান্দা, জিলা- নেত্রকোণা। যোগাযোগে - মৌঃ আঃ রহমান ছাহেব গং।

২০। **জয়নগর তাছাওউফ মাদ্রাসা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ব অভিযান আঞ্চলিক কেন্দ্র।** পো- বড়খাপন, থানা- কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোণা। **যোগাযোগেঃ** মাষ্টার আবদুল মান্নান, ডাক্তার ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফজলুল হক ছাহেব ও মোঃ চাঁন মিয়া গং।

২১। **সোনাখালী মৃধাবাড়ী তাছাওউফ কেন্দ্র।** পোঃ চালিতাবুনিয়া, উপজেলাঃ আমতলী, জেলাঃ বরগুনা। **দৈনিক তা'লীম বাদ** ফজর, **সাপ্তাহিক তা'লীম**- প্রতি বৃহস্পতিবার, **মাসিক তা'লীম-** ইংরেজী মাসের শেষ বৃহস্পতিবার।

২২। **বড়গাবুয়া মোঃ হাবিবুর রহমান মৃধা বাড়ি খানাকায়ে ওয়াহেদিয়া ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা [ওয়াক্‌ফ]।** পোঃ ছোটগাবুয়া, উপজেলাঃ গলাচিপা, জেলাঃ পটুয়াখালী। **সাপ্তাহিক তা'লীম-** প্রতি বৃহস্পতিবার। বাৎসরিক মাহফিল ৬ ও ৭ চৈত্র ও কার্তিক। **যোগাযোগে- মোঃ হাবিবুর রহমান মৃধা।**

২৩। **বহালগাছিয়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগোযোগে- মোঃ আলী আজগর মিয়া। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ডিবুয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। জননী মঞ্জিল, উপজেলা পরিষদ সড়ক, পটুয়াখালী।

২৪। **হেতালিয়া বড় তালুকদার বাড়ী তাছাওউফ কেন্দ্র।** পোঃ বহালগাছিয়া, জেলাঃ পটুয়াখালী। যোগাযোগে- মৌঃ আব্দুল বারী তালুকদার ও মোঃ আলী আক্কাস তালুকদার সাহেব।

২৫। **বাজারঘোনা সিকদার বাড়ী তাছাওউফ কেন্দ্র।** থানা ও জেলাঃ পটুয়াখালী। যোগাযোগে- জনাব মাষ্টার মোঃ ওয়াজেদ আলী শিকদার ও মোঃ মোতালেব শিকদার।

২৬। **ছোট বালিয়াতলী তাছাওউফ মাদ্রাসা (ওয়াক্‌ফ)।** পোঃ বালিয়াতলী, উপজেলাঃ কলাপাড়া, জেলাঃ পটুয়াখালী। **সাপ্তাহিক তা'লীম**- প্রতি শুক্রবার এবং **মাসিক তা'লীম-** বৃহস্পতিবার। যোগাযোগে- মোঃ জয়নাল আবেদীন মৃধা ও **মোঃ সিদ্দিকুর রহমান [বি.এস.সি]।**

২৭। **কালীবাড়ী (আমজাদিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন) তাছাওউফ কেন্দ্র।** পোঃ বাইনবুনিয়া, উপজেলা ঃ আমতলী, জেলাঃ বরগুনা। যোগাযোগে- মাষ্টার মোঃ আমজাদ আলী হাওলাদার ও মোঃ মোশাররফ হোসেন হাওলাদার ও আব্দুল হক মৃধা সাহেব।

২৮। **কলাগাছিয়া তাছাওউফ কেন্দ্র।** পোঃ পূর্ব কলাগাছিয়া, উপজেলাঃ আমতলী, জেলাঃ বরগুনা। যোগাযোগে- মোঃ নূরুল ইসলাম মাতুব্বর।

২৯। **তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, রহমতপুর, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। **সাপ্তাহিক তা'লীম**- প্রতি শুক্রবার। **যোগাযোগে- আব্দুর রশিদ খান সাহেব [মাষ্টার]।**

৩০। **শিবচর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ- শিবচর, জিলাঃ মাদারীপুর। যোগাযোগে- সর্বজনাব মোঃ মিয়াজান মোল্লা, আঃ ওহাব মোল্লা, সুফী আবদুছ ছত্তার ব্যাপারী, মোঃ আনোয়ার খা ও মাষ্টার মোঃ কাজী তোতামিয়া সাহেব গং।

৩১। **শৈলকুপা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র**। পোঃ শৈলকুপা, জিলাঃ ঝিনাইদহ। যোগাযোগে- মাওঃ মোঃ আবুল কাশেম সাহেব ও জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন ছাহেব।

৩২। **ঝিনাইদহ টাউন তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র**। গ্রামঃ পবহাটি, পোঃ ও জিলাঃ ঝিনাইদহ। যোগাযোগে- জনাব মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসেন ও মৌলভী মুহাম্মদ রওশন আলী, জনাব শাহীন মাহামুদ, মোঃ আছাদুল্লাহ ও মাওঃ মোঃ নাছীরউদ্দিন ছাহেব গং।

৩৩। **ফুলপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র**। উপজেলা ঃ দুর্গাপুর, জিলা ঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগে- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল করীম ও মুহাম্মদ আব্দ্‌ল গফুর ছাহেব।

৩৪। **বন্দর (নারায়নগঞ্জ) তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র**। কোটপাড়া রেল লাইন সংলগ্ন। যোগাযোগে- জনাব মুহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন প্রধান ছাহেব, মোঃ জাকির হোসেন ছাহেব গং।

৩৫। **যশোর টাউন তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র**। মুরুলী পাড়ার মোড়, যশোর। যোগাযোগে - জনাব আব্দুর রব ছাহেব ও মৌঃ মোঃ আবুল হোসেন খান।

৩৬। **ঢাকা খিলগাও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র**। মোহাম্মদ আবুল কাসেম সাহেবের বাড়ী, ঢাকা, রাজধানী শহর।

৩৭। **আলমদী তাছাওউফ মাদ্রাসা**। পোঃ বারদী, উপজেরাঃ সোনারগাঁও, জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ মাষ্টার মোঃ আঃ আজিজ ছাহেব, মাষ্টার মোঃ শাহ্‌জাহান ছাহেব ও মোঃ আবুল কাশেম মিয়া গং।

৩৮। **দক্ষিণ বাগ তাছাওউফ মাদ্রাসা**। পোঃ রূপগঞ্জ, উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জিলা- নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগে ঃ মোঃ শওকত আলী ভুঁইয়া, মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ, জনাব এ্যাডভোকেট মোঃ কবীর হোসেন ছাহেব গং।

৩৯। **দক্ষিণবাগ টেকবাড়ী তাছাওউফ কেন্দ্র**। পোঃ রূপগঞ্জ, উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আবুল হাশেম মিয়া, মোঃ বাবুল মিয়া গং।

৪০। **কাজীরগাঁও তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র**। উপজেলা ঃ কেরাণীগঞ্জ, জিলাঃ ঢাকা। যোগাযোগেঃ- মোঃ জমির আলী ও মাওলানা মোঃ শফিকুল ইসলাম।

৪১। **কুমরী আহুতিয়া তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ মশুয়া, উপজিলাঃ পাকুন্দিয়া, জিলাঃ কিশোরগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আজগর হোসেন ও মোঃ জজ মিয়া গং।

৪২। **কোরিকোনিয়া তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ ধলামুল গাঁও, উপজিলাঃ পূর্বধলা, জিলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- ক্বারী মোঃ জয়নাল আবেদীন, হাজী মকরম আলী ছাহেব গং।

৪৩। **কিষ্ঠপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলাঃ কলমাকান্দা, জিলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- মোঃ ফজলুর রহমান সাহেব গং।

৪৪। **খিলগাঁও, নতুনবাগ তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** ৩১২/৩২, খিলগাঁও, ঢাকা। তালীম-প্রতি শনিবার, বাদ আছর থেকে। যোগাযোগে ঃ ডাঃ আবুল কাশেম ছাহেব, মৌঃ মোঃ আমিন ছাহেব। জনাব সূফী মোঃ মোফাজ্জল হোসেন গং।

৪৫। **পবিত্র কুরআন প্রচার ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** বিটাইপ জামে মসজিদ। পটুয়াখালী। যোগাযোগেঃ- ১। মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন মোল্লা। ২। মোহাম্মদ মাহানব হোসেন মোল্লা। ৩। মাওলানা আবদুস ছোবহান ছাহেব গং।

৪৬। **শেখের হাটি তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পোঃ দামপাড়া, উপজেলাঃ নিকলী, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ। তারিখ-চৈত্র ও ভাদ্র মাসের ২৮, ২৯ ও ৩০ যোগাযোগেঃ- ইমাম মোঃ ইসমাইল হোসেন।

৪৭। **কিশেরাগঞ্জ জিলাশহরে আলোর মেলা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগেঃ- মৌঃ মোঃ মফিজুল ইসলাম, আঃ রহিম গং।

৪৮। **দাখিনাইন তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও পর্ণাঙ্গ দ্বীনের অভিযান (শাখা) কেন্দ্র।** মরহুম সূফী আঃ মান্নান ছাহেব (রহঃ) -এর বাড়ী, পোঃ বিরিছিরি, উপজেলা ঃ দুর্গাপুর, জেলা ঃ নেত্রকোণা।

৪৯। **ঢাকা রাজধানী শহর মিরপুর মধ্য পাইক পাড়া শাহ ছাহেব নগর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগেঃ- মৌঃ মোঃ নেছার উদ্দিন আহম্মদ।

৫০। **হাটাবো পূর্ববারই পাড় তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ মাছুমাবাদ, উপজেলা-রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মাষ্টার মোঃ মতিউর রহমান, মাওঃ আঃ লতীফ ছাহেব গং।

৫১। **মসুরী কান্দা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ সম্মান্দি, জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আঃ জব্বার ও মৌঃ মতিউর রহমান।

৫২। **উত্তর দামপাড়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ দামপাড়া, উপজেলাঃ নিকলী, জিলাঃ কিশোরগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মৌঃ আঃ রশীদ, মৌঃ আঃ গনি ছাহেব ও জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক ছাহেব গং।

৫৩। **খাকগড়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** ঠিকানা ঃ ঐ। যোগাযেগে- মোঃ সুলতান ছাহেব, মেম্বার আঃ বারেক ও নাজিম উদ্দিন সাহেব গং।

৫৪। **গজার মারি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ নাজিরপুর, জেলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- ডাক্তার সুলতান আহমদ ও আঃ সোবহান গং।

৫৫। **দিয়াকুল তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** ডাকঘর ঃ করগাঁও, জেলা ঃ কিশোরগঞ্জ। যোগাযোগে ঃ মোঃ একরাম মুন্সী, হাবিবুর রহমান ও মোঃ ধলু মিয়া গং।

৫৬। **কালিকাপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ কালিকাপুর, উপজেলাঃ দুর্গাপুর, জিলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- হাজী মোঃ হাসান আলী ও মাষ্টার মোঃ আঃ গণি ছাহেব।

৫৭। **মুগারচর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ রুহিতপুর, জিলাঃ ঢাকা। যোগাযোগেঃ- মাষ্টার সূফী আঃ করীম, ও মাওঃ মোঃ মামুনূর রশীদ।

৫৮। **ঝালকুড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল, উপজেলা ও জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- কেন্দ্রের মোর্শেদ-হযরত মাওঃ শাহ মোঃ আঃ ওয়াদুদ ছাহেব ও মাওঃ শাহ মোঃ আঃ রহিম ছাহেব।

৫৯। **ভুঁই ঘর পূর্ণাংগ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** নারায়ণগঞ্জ। পীর ছাহেব বাড়ী।

৬০। **রূপগঞ্জ তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জিলাঃ নারায়ণগঞ্জ, যোগাযোগেঃ- ইমাম মোঃ আলীমুদ্দিন, আঃ হক ও মোঃ তারামিয়া গং।

৬১। **মুসুরী তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** ঠিকানা ঐ- যোগাযোগে মোঃ আওলাদ হোসেন ও আঃ রশীদ গং।

৬২। **জিন্দা ও পালখান তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ। যোগাযোগে-আঃ আউয়াল ও মিজানুর রহমান গং।

৬৩। **ফাড়ংপাড়া তাছাওউফ মাদ্রাসা ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্বঅভিযান আঞ্চলিক কেন্দ্র ।** পোঃ ও উপজেলা ঃ দুর্গাপুর, জেলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ- মাষ্টার সূফী মোঃ হাসমত আলী, মাওঃ মোঃ আশ্রাফুল, মাওঃ মোঃ ওবায়দুল্লাহ ও উলুম গং।

৬৪। **পূর্ব চরাদী ঈদগাহ ময়দান তাছাওউফ মাদ্রাসা।** পো- চরাদী, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। খোলার তারিখ- প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। যোগাযোগে- মাওঃ মোঃ ইউনুছ হাওলাদার সাহেব, মাওঃ মোঃ মুঈনুল ইসলাম।

৬৫। **ঢাকা রাজধানী শহর ইসলামপুর কিমিয়া ফেব্রিক্স পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগেঃ- জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ছাহেব ও মুফ্‌তী আল্লামা মোঃ খলীলুর রহমান ছাহেব।

৬৬। **ঢাকা রাজধানী শহর আজীমপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** জনাব আলহাজ্ব আঃ লতিফ ছাহেবের বাড়ীর নীচতলা, (আজীমপুর গোরস্থানের পশ্চিম উত্তর কোনে), ঢাকা।

৬৭। **কাঠাল বাগান তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা।** যোগাযোগে ঃ জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন ছাহেব ও মোঃ আবুল কালাম গং।

৬৮। **ঢাকা করাইল তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগে আলহাজ্জ আঃ লতিফ ও মোঃ ছাইয়ান সাহেব গং।

৬৯। **সাতক্ষিরা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** জিলা ঃ সাতক্ষিরা।

৭০। **সাতক্ষিরা ধলবারিয়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** যোগাযোগেঃ ডাক্তার আবদুল গাফ্‌ফার ছাহেব গং। সাং ধল বারিয়া, পোঃ তা-লা, জিলাঃ সাতক্ষিরা।

৭১। **পার্বত্য (চট্টগ্রাম) রাঙ্গামাটি রহমাতপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ মাইনীমুখ, উপজেলাঃ লংগদূ, জিলাঃ পার্বত্য (চট্টগ্রাম) রাঙ্গামাটি। যোগাযোগেঃ- জনাব মোঃ রজমান আলী মুন্সী।

৭২। **নূতন সোনাকান্দা পশ্চিম পাড়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** (তাছাওউফ মসজিদ) পোঃ রুহিৎপুর, উপজেলাঃ কেরানীগঞ্জ, জিলাঃ ঢাকা। যোগাযোগেঃ- মোঃ লেবু মাদবর, মোঃ আমানুল্লাহ মাদবর গং।

৭৩। **মুন্সীগঞ্জ ব্রাহ্মণখালী ইসলাম বাগ তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা।** যোগাযোগেঃ ডাক্তার মোঃ আবুল কাসেম ছাহেব ও জনাব ছূফী মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন।

৭৪। **রামনাথপুর তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ রামনাথপুর, থানাঃ কলমাকান্দা, জিলাঃ নেত্রকোণা। যোগাযোগেঃ মোঃ রঈছুদ্দীন ছাহেব।

৭৫। **ঝালকুরি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ- ঝালকুরি, থানা ও জিলাঃ নারায়নগঞ্জ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আমানুল হক পিন্টু (বাড়ীওয়ালা) এবং ছূফী মোঃ কাবীর হোসেন (টাইপিষ্ট)।

৭৬। **হাজীখালী ফকির বাড়ী তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ গেড়াখালী, উপজেলা + জেলাঃ পটুয়াখালী। বাৎসরিক মাহফিল প্রতি বছর ২৬ ও ২৭ মাঘ। যোগাযোগেঃ- মোঃ আবদুল মাজেদ ফকির ও মোঃ আবদুস সোবাহান ফকির।

৭৭। **মধ্য বড় গাবুয়া খানকায়ে ওয়াহেদিয়া ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা (ওয়াক্‌ফ)।** পোঃ ছোট গাবুয়া, উপজেলাঃ গলাচিপা, জেলাঃ পটুয়াখালী। **দৈনিক তা'লীম**- বাদ ফজর, **সাপ্তাহিক তা'লীম**- প্রতি বুধবার আছর বাদ, **মাসিক তা'লীম**- প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ বুধবার। **বাৎসরিক মাহফিল**- প্রতি বছর ২৪ ও ২৫ মাঘ। যোগাযোগেঃ মোঃ আব্দুল হালিম হাওলাদার।

৭৮। **ফকিরখালী আঃ রশিদ ঘরামী বাড়ী খানকায়ে ওয়াহেদিয়া ও তাছাওউফ মাদ্রাসা। (ওয়াক্‌ফ)।** পোঃ পূর্ব কলাগাছিয়া, উপজেলাঃ আমতলী, জেলাঃ বরগুনা। **সাপ্তাহিক তা'লীম**- প্রতি সোমবার, **মাসিক তা'লীম**- বাংলা মাসের শেষ সোমবার। যোগাযোগে ঃ আব্দুর রশিদ ঘরামি ও মোঃ গোলাম মোস্ফা ঘরামি।

৭৯। **পশ্চিম শারীকখালী তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** (স্থানীয় জামে মসজিদ) পোঃ বশাক বাজার, পটুয়াখালী। যোগাযোগে ঃ মৌলভী মোঃ নুরুল ইসলাম ও মাওলানা মোঃ সাইফুল ইসলাম।

৮০। **নতুন পাড়া তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** পোঃ নতুন পাড়া, কুয়াকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। যোগাযোগেঃ- আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার।

৮১। **লেবুখালী খানকায়ে ওয়াহেদিয়া ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা।** (ওয়াক্‌ফ) দুমকী, পটুয়াখালী। মাসিক তা'লীম প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ শুক্রবার।

৮২। **টিয়াখালী তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র।** (স্থানীয় জামে মসজিদ) কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

৮৩। **আঙ্গুলকাটা হাওলাদার বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র (ওয়াক্‌ফ), গুলিশাখালী, আমতলী, বরগুনা।**

৮৪। **শেহাকাঠী বাজার তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, শেহাকাঠী খলিফা বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, টেংরা খালি মৃধা বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, শিয়ালি খান বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্রা। পটুয়াখালী।**

৮৫। **ডালা চারা তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র, বুড়ির চর তালুকদার বাড়ি তাছাওউফ শিক্ষা কেন্দ্র। আমতলী বরগুনা,**

বিঃ দ্রঃ আরও বহু মাদ্রাসা ও কেন্দ্র আছে। বিশ্যারিত জানার জন্য **১, ২, ৩** ও ৪নং ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

স্ক্যান করে দিতে হবে

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুহ্লিকাত অধ্যায়

পঞ্চম খন্ড

[চরম বিধ্বংসী কুরিপু-কিবরের বিস্তারিত বর্ণনা]

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

পঞ্চম খন্ড

কিব্‌রের বিস্তারিত বিবরণ

-ঃ কিবরের শ্রেণী বিভাগ ও উহার রূপরেখা ঃ-

১। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌র কত প্রকার এবং উহার তা'রীফ কি ?

উত্তর ঃ- কিব্‌র দুই প্রকার জাহের এবং বাতেন। জাহের-অজুদ দ্বারা যে কিব্‌র প্রকাশ পায় তাহাকে কিবরে জাহের বলে।

আর নিজকে অপরের চেয়ে মরতবায় বড় ধারণা করাতে অন্তরে যে এক সন্তুষ্টির হালত আসে, উক্ত হালতকে কিব্‌রে বাতেন বলে।

-ঃ কিব্‌র ও ওজ্‌বের মধ্যে পার্থক্যের বর্ণনা ঃ-

২। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌র এবং ওজবের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ- কিব্‌রের জন্য তিন চিজের দরকার হয়। **প্রথম**-যে ব্যক্তি কিব্‌র করিবে, **দ্বিতীয়**-যাহার সহিত করিবে, **তৃতীয়**- যে সমস্ত চিজের দ্বারা করিবে। এই জন্য মাত্র একজন লোকের দ্বারা কিব্‌র ছাবেত (সু-প্রতিষ্ঠিত) হয় না; কিন্তু ওজ্‌ব ছাবেত হয়। যেহেতু ওজ্‌ব অর্থ নিজকে বোজর্গ মনে করা, অপরের সঙ্গে তুলনা করার আবশ্যক হয় না।

-ঃ কিব্‌র বা অহংকারের দরজা (স্তর) সমূহের বর্ণনা ঃ-

৩। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌রের দরজা বা স্তর কয়টি ?

উত্তর ঃ- কিবরের দরজা বা স্তর তিনটি। যথা-

প্রথম ঃ- আল্লাহ্ তা'আলার সাথে, যেমন- নমরুদ, ফেরাউন ও ইবলিছের তাকাব্বুরী।

দ্বিতীয় ঃ- রাছুলের সাথে, যেমন-কুফফারে কোরায়েশগণ বলিয়াছিল, তাহারা ইয়াতীম মোহাম্মদ (ছঃ) এর কাছে ছার নত (অর্থাৎ- অধীনতা স্বীকার) করিতে পারিবে না। তাহাদের সরদারদিগকে কেন রাছুল করা হইল না ?

তৃতীয় ঃ- রাছুল ব্যতীত অপর লোকের সাথে।

৪। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌র কি রকম গুনাহ ?

উত্তর ঃ- কিব্‌র কবিরা গুণাহ্। এই গুণাহের জন্য হিসাব অন্তে দোজখের কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

❑ যথা-হাদীছে আছে-

لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر -

অর্থাৎ - যাহার অন্তরে বালু পরিমাণ কিবর থাকিবে সে ব্যক্তি হিসাব অন্তে বেহেশ্‌ত ভবনে দাখিল হইতে পারিবে না। ✪[১] **হাদীছে আছে** –

الكبرياء رداى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدامنهما ادخلته النار -

অর্থাৎ - আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন- কিবর আমার চাদর, আর আজমত আমার পায়জামা (অর্থাৎ আমার খাছ ছিফাত),যে ব্যক্তি উক্ত ছিফাতের কোন একটি ছিফাত ছিনাইয়া নিয়া যাইবে, আমি তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিব।

✪[১] হাদীসটির মর্মার্থ দুই প্রকারের। **প্রথম-** বালুকণা পরিমাণ কিবরের মুরাদ কুফ্‌রী ও শির্‌ক। **দ্বিতীয়-** আল্লাহ্ তা'আলা আজাব দেওয়ার পরে বা ক্ষমার মাধ্যমে যখন বেহেশতে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করিবেন, তখন উক্ত ব্যক্তির ক্বলবের মধ্যে কিবরের যাহা কিছু থাকিবে, তাহা আল্লাহ্ তা'আলা বাহির করিয়া ফেলিবেন। তৎপর এরূপ অবস্থায় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে যে, তখন ক্বলবের মধ্যে কিব্‌র, কীনা ইত্যাদি থাকিবে না। **[তিরমিজী শরীফ ২য় খণ্ড ২১ পৃষ্ঠা হাশিয়া দ্রষ্টব্য]**

প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় অবস্থায় কিব্‌রের দ্বারা মুরাদ হইবে মানুষের সাথে কিবর। আর **১**নং এ বর্ণিত কিব্‌র যাহার ভিতরে থাকিবে, সে ব্যক্তি চিরকালের জন্য দোজখ ভোগ করিবে।

-ঃ কিবরের কারণসমূহ ঃ-

৫। প্রশ্ন ঃ- কিবরের ছবব বা কারণ কয়টি ?

উত্তর ঃ- কিবরের ছবব বা কারণ সাতটি। যথা-হজরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখিয়াছেন -

فالدينى هوالعلم والعمل والدنيوى هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الانصار فهذه سبعة اسباب -

অর্থ ঃ- কিবরের ছবব (উৎপত্তির কারণ) সাতটি। তন্মধ্যে দুইটি দ্বীনি। **যথা- ১। ইলম ও ২। আমল। আর দুনিয়াবী পাঁচটি; যথা- ১। নছব ২। জামাল ৩। কুঁয়ত ৪। মাল ও ৫। অসংখ্য সাহায্যকারী তাঁবেদার।**

-ঃ প্রথম ছবব বা কারণ ইল্‌মের বর্ণনা ঃ-

প্রথম ছবব ঃ- ইল্‌ম। ইল্‌মের দ্বারা তাকাব্বুর হয়, তাহার দুইটি কারণ, **প্রথমতঃ-** ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করে না, শুধু দুনিয়াবী ইল্‌ম শিক্ষা করে।

দ্বিতীয়ত ঃ- ইলমে দ্বীন শিক্ষা করিতে গিয়া শুধু ফিক্বাহ শাস্ত্র শিক্ষা করে, তাছাওউফ শাস্ত্র শিক্ষা করে না।

ইলমে তিব্ব ✪[১] ইল্‌মে লোগাত, ইল্‌মে মানতেক, ইল্‌মে হিছাব শিক্ষা করিলেও কিব্‌র বৃদ্ধি হয়। বক্তৃতার ইল্‌ম শিক্ষা করিলেও কিব্‌র বৃদ্ধি হয়।

কতক বক্তারা মনে করে, তাহারা যখন বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতাদেরকে হাসাইতে বা **কাঁদাইতে পারে ও জযবা উঠাইতে পারে,** তখন তাহাদের দরজা যমীনে নাই, বোধ হয় আরশে মুআল্লাহ্ ✪[২] পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও আজগবী কাহিনীর ছববে (কারণে) যে তাহাদের দরজা সপ্ত যমীনের নীচে চলিয়া গিয়াছে, তাহার খবরই তাহাদের নাই।

✪[১] ইল্‌মে তিব্ব অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্র, ইল্‌মে লোগাত অর্থাৎ ভাষা বিদ্যা, ইল্‌মে মানতেক অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, ইল্‌মে হিসাব অর্থাৎ অংক শাস্ত্র। ✪[২] আরশে মোয়াল্লাহ্ অর্থাৎ সুউচ্চ আরশ।

-ঃ দ্বিতীয় ছবব বা কারণ আমলের বর্ণনা ঃ-

দ্বিতীয় ছবব ঃ- আমল অর্থাৎ যুহদ ও ইবাদত। আমলের দ্বারা তাকাব্বুর পয়দা হওয়ার **কারণ ইলমে দ্বীনের অজ্ঞতা**। যেমন জাহেরী বন্দেগী সুচারুরূপে সমাধা করার জন্য ফিক্বাহ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রুপ **বাতেনী ইবাদত** সমাধা করার জন্য **ইল্‌মে তাছাওউফ** শিক্ষা করিতে হয়। এই **ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া জিকির শুগলে রত হইলে তাকাব্বুর পয়দা হয়।**

জাহেল ছুফীরা লতীফার হরকত মা'লূম (অনুভব) করিতে পারিলেই নিজকে কামেল বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। এদের আসল মাকছূদ হইল লতীফার হরকত অনুভব করা, নূর দর্শন করা, সভা সমিতিতে গিয়া জয্‌বা তোলা, হাই-পাই করা। **ইছলাহে ক্বলব কি জিনিস, তাহার খবরই তাহাদের নাই।**

-ঃ কিব্‌রের তৃতীয় ছবব বা কারণ নছবের বর্ণনা ঃ-

ত**তীয় ছবব-নছব**। নছবের দ্বারা তাকাব্বুর পয়দা হওয়ার কারণ **দ্বীনি ইল্‌মের অজ্ঞতা**। যে সমস্ উচ্চ বংশের ছেলেরা দ্বীনি ইল্‌মে মূর্খ, তাহারাই দিবারাত্র বংশের গৌরবে মত্ত থাকে। বিদ্যাহীন লোক যে পশু সমতুল্য তাহার কল্পনাই তাহাদের নাই।

-ঃ কিব্‌রের ৪র্থ ছবব বা কারণ হুছন জামালের অর্থাৎ সৌন্দর্যের বর্ণনা ঃ-

চতুর্থ ছবব ঃ- হুছ্‌ন (জামাল)। হুছন (জামালের) অর্থাৎ সৌন্দর্যের দ্বারা **গৌরব প্রকাশ করা একমাত্র মূর্খতা। শিক্ষার যুগে হুছন (জামাল)-এর কদর একমাত্র মূর্খ** মুরীদানের কাছেই শুনা যায়। মূর্খ মুরীদেরা পীরের নূরানী চেহারার গৌরব দিবারাত্র বর্ণনা করিয়া থাকে। গুণহীন নূরানী চেহারার গৌরব বর্ণনা করিতে গিয়া যে তাহারা শিক্ষিত সমাজের কাছে হাসির পাত্র সাজিতেছে, তাহা তাহারা বুঝেই না।

-ঃ কিবরের পঞ্চম ছবব বা কারণ মালের বর্ণনা ঃ-

পঞ্চম ছবব ঃ- মাল। মালদার ব্যক্তিরা অহংকারে মত্ত হয় না, এরূপ লোক খুব কমই পাওয়া যায়। **আল্লাহ্ তা'আলা মাল কি উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন এবং মালের** আয় ও ব্যয়ের হিসাব হাশর প্রান্তরে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইসব কল্পনা যে মালদারদের নাই তাহাদের মুখে শুধু মালের গৌরবই দিবারাত্র শুনা যায়।

-ঃ কিব্রের ষষ্ঠ ছবব বা কারণ কুয়তের (শক্তির) বর্ণনা ঃ-

ষষ্ঠ ছবব ঃ- কুয়ত। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে **কুয়ত বা শক্তি কেন দান করিয়াছেন ? ইছলামের খেদমত করার জন্য ?** না ইছলামকে ধ্বংস করার জন্য ? **নেক অর্জন করার জন্য ?** না পাপের বোঝা ভারী করার জন্য ? এই কল্পনা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে পয়দা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুয়তের দ্বারা কিব্রই জাহের হইতে থাকিবে।

-ঃ কিব্রের সপ্তম ছবব-কাছ্রাতুল আন্ছার বা সাহায্যকারীদের সংখ্যাধিক্যের বর্ণনা ঃ-

সপ্তম ছবব ঃ- সাহায্যকারী তাবেদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি। যে অবস্থাশালী লোকের জনতার সংখ্যা বেশী, তাহার দ্বারা দিবারাত্র কিব্র জাহের হয়। নাকেছ পীর ছাহেবদের বহু মুরীদ থাকিলে উঠা বসা, চলা-ফিরা, কথা-বার্তা ইত্যাদি প্রত্যেকটিতেই কিব্র প্রকাশ পাইতে থাকে। যেই পীর ছাহেবের মুরীদানের সংখ্যা কম তাহার সঙ্গেতো কথা বলিতেই রাজী না।

কতক নাকেছ পীর ছাহেবেরা পীর রাজত্ব বিস্তার করার জন্য যোগাড়িয়া দল রাখিয়া থাকে। তাহারা পীর সাহেবদের চতুর্দিকে ঘেরাও করিয়া সর্বদা বসা থাকে। এই শ্রেণীর পীরদের দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা কিব্র জাহের হয়। একজন পীর ছাহেব সপ্তম ক্লাসও পাঠ করে নাই, কিন্তু অসংখ্য মুরীদ আছে, এক্ষণে তাহার দরবারে টাইটেল পাস মাওলানা ছাহেব গেলেও তাহার পাশে স্থান দিতে রাজী না। পীর ছাহেবের যদি অসংখ্য মুরীদ না থাকিত, তবে পীর ছাহেব মাওলানা ছাহেবের পাশে বসিতে সাহস পাইত না।

জনতার বল থাকা সত্ত্বেও যে অহঙ্কার নাই, এরূপ লোক খুব কমই পাওয়া যায়।

-ঃ কিব্রের আলামত বা লক্ষণ সমূহের বর্ণনা ঃ-

৬। প্রশ্নঃ- কিবরের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- কিব্রের বহু আলামত আছে, এখানে মোটামুটি কয়েকটি লিখা গেল ঃ-

- **ধর্ম বিরোধী কাজ করিতে দিলে ভয় না হওয়া।**
- **নায়েবে রাছুলের অনুস্মরণ করিতে দিলে না চাওয়া।**
- **ছুন্নাত বা রাছুলপাকের ত্বরীকা মত চলিতে দিলে না চাওয়া।**
- **হক ফতুয়া মানিতে দিলে না চাওয়া।**
- **ক্ষুদ্র কাজ করিতে লজ্জা বোধ করা।**

বর্তমান জামানায় সামান্য কিছু লিখা পড়া শিক্ষা করিলেই সাংসারিক কাজ নিজের হাতে করাটাকে লজ্জা মনে করে, ইহাও অহঙ্কারীর আলামত। কতক পীর ছাহেব এবং কতক আলেম ছাহেবদের মধ্যে এই প্রকারের অহংকারের আলামত খুব বেশী দেখা যায়।

হযরত (ছঃ) নিজে উট, ছাগলকে খাদ্য ও পানি খাওয়াইয়াছেন। দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন। বাজার হইতে সদায় ক্রয় করিয়া নিয়া আসিতেন। ঘর ঝাড় দিতেন। বিবিদের সাথে এবং চাকরদের সাথে কাজে শরীক হইতেন। মেহমানকে নিজ হাতে খাদিম দিয়া খাওয়াইতেন। নিজের হাতে কাপড় ধৌত করিতেন। বর্তমান জামানার কতক পীর ছাহেবানরা ও কতক আলেম ছাহেবানরা উপরোল্লিখিত কাজগুলি করিতে পারিবেন কি ? কখনও না। তাহারা এই সব কাজ করিলে লজ্জায় আধামরা হইয়া যাইবেন। এই লজ্জা বোধ করাই অহঙ্কারীর আলামত।

একজন নাকেছ পীর ছাহেব ষ্টেশন গৃহের আপার ক্লাশের রুমে অনুমান চারি ঘন্টা কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। **তাহার সাথে খাদেম ছিল চার জন, মিনিটকালও কেহ ফোরছত বা অবসর থাকিতে পারে নাই।** একজনে শুধু পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছিল- **আর একজন মাথার চুল এবং হাত পাও টিপিতেছিল,** আর একজন দেখা গেল সে পীর ছাহেবের মাথায় ঘন্টাকাল চিরুনী দিতেছিল। অতঃপর গেঞ্জী কোর্তা পরাইয়া পীর ছাহেবকে টানা দিয়া অর্ধ শোয়া অবস্থায় রাখিয়া পীরের মুখে পানের খিলি করিয়া পানের মসল্লা বাটা হইতে একটার পর একটা সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল। **চতুর্থ খাদেম** নানান ফুট ফরমাইস পালনে ব্যস্ত। দর্শকেরা এই দৃশ্য দেখিবার জন্য দরজায় চরম ভীড় জমাইয়া থাকিতেছিল। মনে হয় যেন, পীর ছাহেব নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর হইবেন। পীর ছাহেব ছিলেন লাল বর্ণের ২৭/২৮ বৎসরের ছেলে, ঠোঁট দুইটি পান খাওয়ার দরুণ আলতা মাখার মত দেখা যাইতেছিল। দীর্ঘ চার ঘন্টাকালের মধ্যে পীর ছাহেবের মুখে ধর্মীয় মাছয়ালার কোন আলোচনা শুনা গেল না এবং তিনি দর্শকগণের কাহাকেও একটু বসার জন্যও বলিলেন না। বর্ণিত সবই অহঙ্কারীর আলামত।

একজন নামধারী নাকেছ আলেম বাজারে গিয়াছিলেন, কিন্তু চাকরের অভাবে এক চলি পান আনিতে পারিলেন না। আর একজন নাকেছ পীর ছাহেব তাহার খাদেম গায়ের হাজির থাকার (কারণে) আধা ঘন্টাকাল পায়খানার বেগ নিয়া দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন। অবশেষে চাকর আসিলে চাকরকে বলিলেন, তুমি আমার স্বাস্থ্যটা খারাপ

করিয়া ফেলিয়াছ। খাদেম বলল, হুজুর ঠেকা বশতঃ বদনাটা নিজ হাতে নিলে কি দোষ হইত ? পীর ছাহেব বলিলেন, বেটা তুমি চার বৎসর যাবৎ আমার সাথে আছ, কোন সময় নিজ হাতে বদনা নিতে দেখিয়াছ কি ? নিজ হাতে বদনা নিয়া পায়খানায় যাওয়া কি আমার পক্ষে সাজে ? **বর্ণিত সবই অহঙ্কারের আলামত**।

এক বাড়ীতে দুইজন মাওলানা ছাহেব বসবাস করিতেন। উভয়ে সহোদর ভাই হন। লোকে বড় ভাইকে বড় মাওলানা ছাহেব, আর ছোট ভাইকে ছোট মাওলানা ছাহেব ডাকিতেন। একদিন ছোট ভাইকে ছোট মাওলানা ছাহেব ডাকায় ভীষণ রাগিয়া যান। তিনি বলিলেন, আমাকে ছোট মাওলানা ডাকিলেন কেন ? সে বলিল, আপনি ছোট ভাই, সেই জন্য ছোট মাওলানা ছাহেব ডাকিয়াছি। মাওলানা ছাহেব বলিলেন, এরূপ আর ডাকিবেন না। আমাকে ডাকিবেন, ছোট বড় মাওলানা ছাহেব। উপরে **বর্ণিত উক্তিগুলি সবই অহংকারের আলামত।**

-ঃ কিবরের এ'লাজ বা চিকিৎসার বর্ণনা ঃ-

৮। প্রশ্ন ঃ- কিব্‌রের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- কিবরের এ'লাজ দুই প্রকারের। ১। ইল্‌মী এ'লাজ ২। আমলী এ'লাজ।

-ঃ ইল্‌মী এ'লাজ (জ্ঞানমূলক) চিকিৎসার বিবরণ ঃ-

-ঃ ইল্‌মের কারণে কিবরের ইল্‌মী এ'লাজ ঃ-

যে ব্যক্তির মধ্যে কিব্‌র আসে, তাহার চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ কিব্‌র কোন ছববে আসিয়াছে ? যদি ইল্‌মের ছববে আসিয়া থাকে, তবে তাহার ইল্‌মের হাকিকাত সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইবে। জাহেরী ইল্‌ম শিক্ষা করা হয় জাহেরী অজুদের পবিত্রতা হাছিলেন জন্য, আর বাতেনী ইল্‌ম শিক্ষা করা হয় বাতেনী অজুদের পবিত্রতা হাছিলের জন্য। এক্ষণে আলেম ছাহেবের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার জাহেরী এবং বাতেনী ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ ছিল তাহা আদায় করিয়াছে কি না ? যদি আদায় হইয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে তাহার উভয় ইল্‌মের উপর আমল করা হইতেছে কিনা ? যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহার মনে করিতে হইবে তাহার ইলেম হাছিল হওয়ার পরও দোযখে যাইতে হইবে। যেহেতু, যে আলেম ইলেম অনুযায়ী আমল করিতেছে না আল্লাহ তাআলার কাছে তাহাদের কোন পদ মর্যাদা নাই। কাজেই এরূপ ইলেমের গৌরব করিয়া লাভ কি ?

-ঃ ইবাদতের কারণে কিব্‌রের ইল্‌মী এ'লাজ ঃ-

আর যদি যোহদ ও ইবাদত দ্বারা কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে তাহার ধারণা করিতে হইবে, আমার উপর যে ইল্‌ম ফরজ ছিল, আমি সেই ফরজ আদায় করি নাই, এখন আমি বিনা ইল্‌মে যে সমস্ ইবাদত করিয়াছি তাহা আল্লাহ্‌র দরবারে গায়রে মকবুল। এক্ষণে গায়রে মকবুল ইবাদত দ্বারা গৌরব করিয়া লাভ কি ?

আর যদি নছবের দ্বারা কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে তাহার ধারণা করিতে হইবে নছবের হাকিকত কি ? নছবের হাকিকত হইল, সমস্ মানুষ আদম সন্দান। সমস্ মানুষ আব, আতস, খাক, বাদ এই চারি চিজ দ্বারা তৈয়ার হইয়াছে। মানুষ আমলের দ্বারা দরজাশীল হয়। যাহার আমল খারাপ, সে পয়গাম্বরজাদা হইলেও লাভ নাই। যেমন- কাবীল, কেনআন পায়গাম্বরজাদা হইয়াও হিসাবান্দে বেহেশ্‌ত ভবনে স্থান পাইবে না বরং দোযখের ভিতরে কঠিন শাস্ি ভোগ করিবে।

-ঃ সৌন্দর্যের কারণে কিব্‌রের ইল্‌মী এ'লাজ ঃ-

আর যদি হুছন জামালের (সৌন্দর্যের) দ্বারা কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে গবেষণা করিয়া দেখিতে হইবে যে, হুছন জামালের হাকিকত কি ? হুছন জামালের হাকিকত হইল, ইহা আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস। নিজের অর্জিত জিনিস নহে। আল্লাহ্ তা'য়ালা হুছন জামাল বা সৌন্দর্য দিয়াছেন শোকরিয়া আদায়ের জন্য, অহঙ্কারের জন্য দেন নাই। আবার হুছন জামালের কদর হয় গুণের সাথে মিশ্রিত হইলে, গুনবিহীন হুছন জামালের কোন কদর নাই। যেমন-জবাফুল দেখিতে সুন্দর হওয়ার পরেও তাহার সুঘ্রাণ না থাকার কারণে জগতে তাহার কদর নাই। এক্ষণে যেই জিনিসের কদর নাই, তাহা দ্বারা গৌরব করিয়া লাভ কি ?

-ঃ মালের ছববে কিব্‌রের ইল্‌মী এ'লাজ (চিকিৎসা) ঃ-

আর যদি মালের ছববে কেবর আসিয়া থাকে, তবে চিন্া করিয়া দেখিতে হইবে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দান করিয়াছেন কি জন্য ? মাল দান করিয়াছেন মানুষের ইহকাল এবং পরকালের শান্ি হাছিল করার জন্য। এক্ষণে মালদার ব্যক্তির গবেষণা করিয়া দেখিতে হইবে, মাল দ্বারা তাহার ইহকাল এবং পরকালের শান্ির যোগাড় হইয়াছে কি না ? যদি না হইয়া থাকে, তবে মালের ছববে তাহার কোন পদ মর্যাদা বা

মাল দানের উদ্দেশ্য হাছিল হয় নাই, বরং মালের ছববে দরজা নিম্নস্তরে পৌঁছিয়াছে, অর্থাৎ দোজখের যোগাড় হইয়াছে। এক্ষণে যে জিনিসের ছববে দোজখের যোগাড় হইয়াছে এরূপ জিনিস দ্বারা অহঙ্কারী করিয়া লাভ কি ?

-ঃ কুয়ত বা শক্তির কারণে (ছববে) কিব্‌রের ইল্‌মী এ'লাজ ঃ-

আর যদি কুয়তের দ্বারা কিব্‌র আসিয়া থাকে, তবে কুয়তের হাকীকতের গবেষণা করিতে হইবে। কুয়তের হাকীকত হইল, আল্লাহ তা'আলা কুয়ত বা শক্তি দিয়াছেন ইবাদাত করার জন্য, মাখলুকাতের উপর জুলুম করার জন্য দেন নাই। এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার কুয়ত পরিমাণ ইবাদত করা হইয়াছে কি না ? যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহার এই কুয়তের নাশোকরী করার জন্য দোজখ ভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে যে জিনিসের কারণে দোজখে পতিত হইতে হইবে, তাহা দ্বারা অহঙ্কার করা উচিৎ নহে।

- ঃ জনবলের কারণে অহঙ্কার পয়দা হইলে উহার ইল্‌মী এ'লাজ ঃ -

আর যদি জনতার ছববে কিব্‌র পয়দা হইয়া থাকে, তবে গবেষণা করিয়া দেখিতে হইবে যে, জনতার হাকীকত কি ? সে সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইবে।

যথা- পীর ছাহেবদের ধারণা করিতে হইবে, আমি লাখী পীর অর্থাৎ লাখ লাখ লোক আমার কাছে মুরীদ হইয়াছে, ক্বলবের এছলাহের জন্য। এক্ষণে লাখ লাখ লোকের এছলাহ্ হইয়াছে কি না ? যদি না হইয়া থাকে, তবে যাহাদের ক্বলবের এছলাহ হয় নাই, তাহা কাহার দোষে হয় নাই ? মুরীদের নিজস্ব দোষের কারণে ? না কি আমার দোষের কারণে ? যদি আমার দোষের কারণে এছলাহ না হইয়া থাকে, তবে একজন মুরীদের জন্যও হিসাবান্তে দোজখে যাইতে হইবে। এক্ষণে মুরীদানের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় আমার দরজা উচ্চ হয় নাই, বরং নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে যাহাদের কারণে আমার দরজা নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা অহঙ্কার করা উচিৎ নহে।

আর কোন রাজা বা বাদশাহের যদি জনতার কারণে অহঙ্কারী ভাব আসে, তবে তাহার ধারণা করিতে হইবে যে, আমার অধীনস্থের প্রতি আমার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তাহা প্রতিপালন করা হইয়াছে কিনা ? যদি কাহারও ক্ষেত্রে না হইয়া থাকে, তবে

সেজন্য আল্লাহ্র কাছে দায়ী হইতে হইবে। এক্ষণে অধীনস্থ জনতার কারণে দায়িত্ব বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে অহঙ্কারের কিছুই নাই। বরং আল্লাহ্র নিকট (ত্রুটি হইলে) কি জবাব দিব, সেই চিন্তা অন্তরে আনয়ন করিতে হইবে।

মোতাকাব্বের লোকেরা উপরোল্লিখিত ভাবে গবেষণা করিতে থাকিলে অহঙ্কারের মাত্রা কমিতে থাকিবে। উপরোল্লিখিত যে এ'লাজের বর্ণনা করা হইল, উহা ইল্মী এ'লাজ।

কিব্রের আমলী এ'লাজের (কাজের দ্বারা চিকিৎসা) বিবরণ

আমলী এ'লাজ বহু প্রকার আছে। এখানে মাত্র কয়েক প্রকার লিখা হইল ঃ-

◈ যে বিষয়ের কিব্র আসে, সেই বিষয়ের বড় শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, যেমন- হযরত মুছা (আঃ) হযরত খিজীর (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

◈ বক্তৃতা সম্বন্ধে কিব্র আসিলে তাহা অপেক্ষা বড় বক্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

◈ পীরত্ব সম্বন্ধে কিব্র আসিলে তাহা অপেক্ষা বড় পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

◈ ইলেম সম্বন্ধে কিব্র আসিলে তাহা অপেক্ষা বড় আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

◈ যাহাদের সাথে কিব্র ভাব আসে তাহাদের সাথে নম্রতা অবলম্বন করা।

◈ কিব্র আল্লাহ্ তা'আলার খাছ ছিফাত ধারণা করা।

◈ তাছাওউফের অভিজ্ঞ আলেম বা নায়েবে রাছুলের থেকে ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষা করা।

❖ যে সমস্ত (জরুরী বা জায়েয) কাজ করিতে লজ্জা বোধ হয়, সেই সমস্ত কাজ নিজ হাতে সমাধা করা যেমন- পীর ও আলেম ছাহেবদের মাঝে মাঝে ❖ গরু ছাগলকে ঘাস পানি দেওয়া ও গোছল করানো এবং দুগ্ধ দোহন করা ❖ ঘরে ঝাড় দেওয়া ❖ কাপড় নিজ হাতে ধৌত করা ❖ নিজের গায়ে নিজে পাখা করা। ❖ বিবিদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে ঘরের কাজে শরীক হওয়া ❖ মেহমান মুছাফিরদিগকেও মাঝে মধ্যে নিজ হাতে মেহমানদারী করা, হাট-বাজার হইতেও মাঝে মধ্যে নিজ হাতে সদায় আনা। ❖ বিবিদের থেকে সর্বদা খেদমত না নিয়া তাহাদিগকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া। এইরূপ কিছুদিন রিয়াজত করিতে থাকিলে অহঙ্কারের মাত্রা আল্লাহর ফজলে নিস্তেজ হইতে থাকিবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির জানিয়া রাখা উচিৎ, উপরোল্লিখিত এ'লাজ ব্যবহার করা কামেল পীর বা নায়েবে রাছুলের ছোহবত ছাড়া সুকঠিন। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির মোর্শ্বেদে কামেল বা নায়েবে রাছূলের ছোহবত এখতিয়ার (অবলম্বন) করা উচিৎ। ✪[১]।

- ঃ বিশেষ উপকারী ব্যাখ্যা ঃ -

✪[১]। **তাফ্ছীরে রুহুল বয়ান ৩য় খন্ডের** ৫৩২ পৃষ্ঠায় কামেল পীর বা মোর্শেদ গ্রহণ বিষয় বিস্তারিত লিখা আছে। (সংক্ষেপে মূল কথা) "কামেল মোর্শেদ তোমার কল্যাণের বিষয় সমূহ তোমার নিজের চেয়ে অনেক গুণে বেশী চিনেন। কাজেই তুমি কামেল মোর্শ্বেদের পূর্ণ অনুসারী ও ভক্ত হও এবং জানে মালে তাঁহার পূর্ণ খেদমত কর। তুমি কামেল হাদী বা কামেল পীরের দরবারে মুর্দারের মত হইয়া থাক। তাহা হইলে তুমি মহা সৌভাগ্যের অমর জীবন লাভ করিতে পারিবে।" অর্থাৎ কামেল পীরের প্রতি সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্ক না করিয়া তাহার প্রদত্ত কিতাবী তা'লীম,নির্দেশ ও ধর্মীয় ব্যবস্থা আন্তরিক বিশ্বাস ও মহব্বতের সহিত গ্রহণ কর। শারীরিক রোগী যেইভাবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা পত্র মোতাবেক ঔষধ পথ্য ইত্যাদি গ্রহণ করে, তুমি তদ্রুপ কামেল হাদী-মোর্শ্বেদের নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা কর। **[প্রকাশক]**

-ঃ অহংকার সম্পর্কীয় এক জটিল প্রশ্ন ও উহার সমাধান ঃ-

প্রশ্নঃ- নিজের মরতবা অপরের চেয়ে বড় ধারণা করাই যদি কেব্র হয়, তবে কাফের, ফাছেক, বদকার লোকদিগকে কি প্রকারে নিজের চেয়ে মরতবায় বড় স্থির করা যাইবে ?

উত্তর ঃ- কাফেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে মনে করিতে হইবে, এই ব্যক্তির দরজা আমার চেয়ে বড় হইতে পারে, যেহেতু এই ব্যক্তি মোছলমান হওয়ার পর কোন পাপে লিপ্ত না হইয়া মরিয়া যাইতে পারে। আর আমি মোছলমান হওয়ার পরও পাপ কাজে লিপ্ত আছি। আবার আমি এখন মোছলমান আছি, মরিবার সময় কি হালতে মরিব তাহার খবর আমার নাই। সুতরাং এই ব্যক্তির চেয়ে আমার মরতবা বেশী তাহার নিশ্চয়তা নাই।

আর আলেম ব্যক্তির মূর্খ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে ধারণা করিতে হইবে, আমি আলেম, আর এই ব্যক্তি মূর্খ, দু'জনই গুণাহের কাজে লিপ্ত আছি; তবে এই ব্যক্তি গুণাহের কাজ করে জাহেল অবস্থায়, আর আমি গুণাহের কাজে লিপ্ত আছি আলেম হইয়া, এই হিসাবে আমার দরজা এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নয়।

আর জাহেল ব্যক্তির ধারণা করিতে হইবে, এই ব্যক্তি আলেম আর আমি জাহেল মানুষ। এই ব্যক্তি ইবাদত করিতেছে মাছয়ালা জানিয়া, আর আমি ইবাদত করিতেছি মাছয়ালা না জানিয়া, কাজেই আমার দরজা আলেম অপেক্ষা অতি নীচে।

আর যদি বেশী বয়সী লোক অল্প বয়সা লোকের সঙ্গে দেখা করে, তবে ধারণা করিতে হইবে আমার বয়স বেশী, আর এই ব্যক্তির বয়স কম, আমি গুণাহ যতদিন ধরিয়া করিতেছি, এই ব্যক্তি ততদিন ধরিয়া গুণাহ করে নাই, কাজেই এই হিসাবে আমার দরজা এই ব্যক্তি অপেক্ষা কম।

আর অল্প বয়সী লোক বেশী বয়সী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ধারণা করিতে হইবে এই ব্যক্তি বয়সে বেশী। এই ব্যক্তি ইবাদত যতদিন ধরিয়া করিতেছে, আমি ততদিন ধরিয়া ইবাদত করিতেছিনা, কাজেই আমার দরজা এই ব্যক্তির চেয়ে কম।

উপরোল্লিখিত ধারণা ছাড়া নিজকে ছোট ধারণা করা যায় না। যাহারা বর্ণিত ধারণা ছাড়া শুধু জিহ্বায় বলিয়া থাকে আমি নগণ্য, জঘণ্য গুণাহ্গার, অধম ইত্যাদি ইহা একমাত্র মুনাফেকী। যেমন-একজন বক্তা বা একজন পীর ছাহেব ওয়াজ করিতে দাঁড়াইয়া বলিয়া ফেলিল আমি জাহেল মানুষ, গুনাহ্গার মানুষ, আমি অনুপযুক্ত, এক্ষণে একজন শ্রোতায় যদি বলে হুজুর আপনি যখন জাহেল মানুষ, তবে আপনি বসিয়া পড়েন। একজন আলেম খাড়া করিয়া দেন, আমরা জাহেল মানুষের ওয়াজ শুনিতে রাজি না। তবেই দেখা যাইবে বর্ণিত বক্তা বা পীর সাহেবের চক্ষে রক্ত আসে কি না ? ভক্তদের ও মুরীদানের দাপটে খাড়া থাকা যায় কি না ? বক্তা বা পীর সাহেবের কথাগুলির মধ্যে বাহ্যিক ভাবে নম্রতা থাকিলেও হাকীকতে রহিয়াছে বড় রকমের অহঙ্কারী।

-ঃ উপকারী ব্যাখ্যা ঃ- [প্রকাশক]

[**প্রকাশ থাকে যে,** আলেম, পীর ও বক্তারা দুই ভাগ- কামেল ও নাকেছ। যাহারা নাকেছ তাহারাই মূলতঃ উক্ত ধোকাজালে আবদ্ধ। আর যাহারা খাঁটি বা কামেল তাহারা মূলতঃ উহার থেকে মুক্ত বরং দোষ ও ধোকাবাজী দূরীভূত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন।]

-ঃ ওজ্‌বের বিবরণ ঃ-

ওজ্‌বের তা'রীফ

১। প্রশ্ন ঃ- ওজ্‌ব কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- নিজের গুন দেখা এবং ইহা চিন্তা না করা যে এই গুণতো আমার নিজস্ব নয়, আল্লাহ্ তায়ালার দান। তিনি ইচ্ছা করিলে এখনই ছিনাইয়া নিতে পারেন। ইহাকে ওজ্‌ব বলে।

ওজ্‌বের ছবব

২। প্রশ্ন ঃ- ওজ্‌বের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফের ইল্‌মে মূর্খ থাকা।

ওজ্‌বের আলামত

৩। প্রশ্ন ঃ- ওজ্‌বের আলামত কি ?

উত্তর ঃ- ইবাদতে বড়াই করা। যথা- একজন নাকেছ পীর ছাহেব সভার ভিতরে শ্রোতাদের সামনে পাগড়ী ফেলিয়া বলিলেন, যাহারা আমার সাথে বেহেশ্‌ত ভবনে যাইতে চাহেন, তাহারা আমার হাতে বায়আত হন। শ্রোতারা বায়আত হওয়ার জন্য পাগড়ীর কিনারা ধরিলেন, পীর ছাহেব বায়আত করার পর হাত উঠাইয়া মোনাজাতে বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্! তোমার বান্দারা তোমার অলির সাথে বেহেশ্‌তে যাওয়ার আশায় বায়আত হইয়াছে, তুমি তোমার অলির ওছিলায় তাহাদিগকে মাফ করিয়া দাও। আর তোমার অলির সাথে ফেরদাউছ নামক বেহেশ্‌তে স্থান দান কর। **বর্ণিত প্রতিটি কথা ওজ্‌বের আলামত।**

সমাজের পীর, আলেমদের ভিতরেই যদি অহঙ্কার ওজ্‌বের মাত্রা এত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে সর্বসাধারণ মোছলমানদের মধ্যে কেব্‌র, ওজ্‌বের মাত্রা কি পরিমাণ আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

ওজ্‌বের এ'লাজ

৪। প্রশ্ন ঃ- ওজ্‌বের এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- নিজের গুনকে নিজস্ব মনে করিবে না আল্লাহর দান মনে করিবে। সদাসর্বদা ভয়ে ব্যস্ থাকিবে যে আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখনই ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারেন। নিজের উপর বদগুমান রাখিবে এবং তাছাওউফের ইল্‌ম ভাল করে শিক্ষা করিবে।

যে সমস্ ত্বরীকাত পন্থীরা শুধু নফল জিকির আজকারে রত আছে, ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করিতেছেন না, তাহাদের মধ্যে যে কিরূপ ওজ্‌ব পয়দা হয়, তাহার পরিমাণ নাই। তাহাদের কতকের ধারণা তাহারা ইবাদত না করিলে দেশের লোক ছারখার হইয়া যাইত। একজন জাহেল ছুফী মোনাজাতে বলিয়াছে, হে আল্লাহ এদেশে রোজা-নামাজ নাই, তবে আমি সুলতানুল আজকারে আছি। আমার অছিলায় এদেশের উপর রহমত নাজিল কর। যদি তুমি বালা নাজেল কর তবে তোমার খাছ অলি আমিও বালায় পতিত হইব।

একজন নাকেছ পীর ছাহেব ওয়াজে দাঁড়াইয়া বলেন, বাবারা আপনারা আমাকে চিনতে পারিলেন না, আমি কোন্ দরজার অলি। আমার বহু মুরীদের কাশ্‌ফ হয়। একদিন আমার একজন মুরীদ আসিয়া বলিল, হুজুর আপনি কি দিয়া ভাত খাইয়াছেন, আমি বলিয়া দিব ? আমি বলিলাম, তুমি তোমার কাশফ সমাজের কাছে প্রকাশ করিওনা, তুমি বড় দরজার অলি হইয়াছ। এখন বুঝিতে পারেন, আমি কোন্ দরজার অলি ? আমি কাশফে জানিতে পারিয়াছি, যে আমার হাতে মুরীদ হইবে সে আমার সাথে ফেরদাউছ নামক বেহেশ্‌তে স্থান পাইবে। এই পীর ছাহেবের ইল্‌মে তাছাওউফ হাছিল থাকিলে ওজব রিপুতে তাহাকে এত কাহিল করিয়া ফেলিতে পারিত না। **বর্তমানে এই শ্রেণীর পীরের সংখ্যা নেহায়েত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর পীরের কাছে অজ্ঞ সমাজ মুরীদ হইয়া থাকে।**

بسم الله الرحمن الرحيم

ইছলাহে নফ্‌ছ

প্রথম খন্ড

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহির সন্তান ও স্থলাভিষিক্ত (খলীফা)

শাহ্‌ মোঃ আব্দুশ্‌ শাকূর কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

প্রাথমিক কথা

ইল্‌মে তাছাওউফ ও ফিক্বাহ সম্পর্কীয় বহু মাছয়ালার ব্যাপারে বহু লোক বিভিন্ন প্রকারের ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহের ভিতরে পতিত আছে। সেই কারণেই উক্ত মাছয়ালা সমূহের থেকে কয়েকটি মাছয়ালা দলীল আদিল্লাহ সহ অত্র পুস্কে লিখিয়া ছাপাইয়া দেওয়া হইল। নিরপেক্ষ মন নিয়া ও একমাত্র হক অনুসন্ধানের নিয়তে পাঠ করিলে আশা করি মাছয়ালা গুলির ব্যাপারে যাবতীয় সন্দেহ ও ভুল বুঝাবুঝি চিরতরে দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং মাছয়ালা গুলি বিনা দ্বিধায় সকলেই সত্য বলিয়া সমর্থন করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের মধ্যে সূরা নিছার ১৩৫নেং আয়াতে ফরমাইয়াছেন–

মূলঅর্থ ঃ– হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের সহিত দন্ডায়মান হও, যদিও তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হোক অথবা পিতা–মাতা ও আত্মীয়–স্বজনের বিরুদ্ধেই হোক। অর্থাৎ- সর্ব অবস্থায়ই আল্লাহ্ তায়ালা হক ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রথম প্রকাশ

সন-১৩৮৫ বাংলা

গ্রন্থকার

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ

১। প্রশ্ন ঃ– ইল্‌মে তাছাওউফ (চরিত্র সংশোধনের বিদ্যা) শিক্ষা ফরজ কি না ? এবং শরীয়তের আইনে আলেম কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা প্রত্যেক মোসলমান নর–নারীর উপর ফরজে আইন। আর শরীয়তের আইনে তাহারাই আলেম যাহারা ফিক্বাহ ও ইল্‌মে তাছাওউফ এই উভয় বিদ্যা হাছিল বা অন্তরে জমা করিয়াছেন।

[শামী কিতাবের ১ম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠা ও জখিরায় কারামতের ৩য় খন্ড দ্রষ্টব্য।]

নায়েবে রছুল

২। প্রশ্ন ঃ– আমভাবে ইসলাম প্রচারক যিনি কিতাবে উল্লেখিত ৫+৮ = তের শর্ত সমূহ অর্জন করিয়াছেন এবং পূর্নাংগ দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠার অভিযান পরিচালনায় বিশেষ দায়ীত্বশীল সে নিজেকে নিজে খলীফাতুর রাছুল বা নায়েবে রাছুল বলিয়া ঘোষনা দেওয়া জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ– হ্যাঁ জায়েজ আছে। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নিজেকে খলীফাতুর রাছুল বলিয়া ঘোষনা দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) ও নিজেকে নায়েবে রাছুল হিসাবে দাবী করিয়াছেন– **[তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড দ্রষ্টব্য]**

তাকাব্বুরী সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও বিশ্ব নবীর হাদীছ

কুরআন শরীফের ৯ম পারায় ছুরায় আ'রাফের ১৪৬ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন–

ساصرف عن ايتى الذين يتكبرون فى الارض بغير الحق -

অর্থ ঃ– আমি শীঘ্রই ঐ সকল লোকদেরকে আমার আয়াত সমূহ হইতে ফিরাইয়া দিব যাহারা পৃথিবীতে না-হক ভাবে তাকাব্বুরী করে।

❑ হাদীছ শরীফে আছে –

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر فى بردته اذ اعجيبته نفسه فخسف به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة -

অর্থ ঃ– রাছুলুল্লাহ (ছঃ) বলিয়াছেন- কোন এক সময় এক ব্যক্তি তাকাব্বুরীর সাথে হেলিয়া-দুলিয়া চলিতেছিল এবং নিজের পরিধানের সুদৃশ্য ও মনোহর পোষাকের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া আনন্দে ফুলিতেছিল। (আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টিতে তাহা না পছন্দ হওয়ায়) আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে জমীনের ভিতরে পুতিয়া বা ডুবাইয়া দিলেন, আজও সে ব্যক্তি ক্রমশঃ নিম্ন দিকে ডবিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাইতেই থাকিবে। **[এহ্ইয়াউল উলূমিদ্দীন ৩য় খন্ড দ্রষ্টব্য]**

❑ **এহ্ইয়াউল উলূমিদ্দীন কিতাবের ৩য় খন্ডে লিখা আছে –**

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم المتواضعين من امتى فتواضعوا لهم واذا رايتم المتكبرين فتكبروا عليهم فان ذالك مذلة لهم وصغار -

অর্থ ঃ– রাছুলুল্লাহ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন- যখন তোমরা আমার উম্মতের ভিতর বিনয়ী লোকদেরকে দেখিতে পাও, তখন তাহাদের নিকট বিনম্র হইও। আর যখন অহংকারী লোকদেরকে দেখিতে পাও, তখন তাহাদের উপর তাকাব্বুরী (অহংকার) প্রদর্শন করিও। কেননা, তাহাতে তাহারা নিজদিগকে অপমানিত ও হেয় বোধ করিবে। **[বাংলা এহইয়াউল উলূমিদ্দীন ৬ষ্ঠ খন্ডের ২০৫২ পৃষ্ঠা ও বাংলা কিমিয়ায়ে সাআ'দাত ৩য় খন্ডের ২৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]**

❑ **কুরআনের ৬ষ্ঠ পারায় ছুরায় মায়েদার ৫৪নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন –**

اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله لايخافون لومة لائم –

অর্থ ঃ– (আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ) মুমিনদের সাথে বড়ই নম্র ও বিনয়ী, কিন্তু কাফেরদের উপর কঠিনতা ও তাকাব্বুরী প্রকাশকারী। তাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরোয়া করে না।

প্রকাশ থাকে যে, বর্ণিত অর্থ লিখা হইয়াছে তাফছীরে কবীরের দ্বাদশ খন্ড ও তাফছীরে ফতহুল কাদীরের ২য় খন্ড হইতে।

❑ **যথা ঃ– উক্ত তাফছীরের যথাক্রমে ২৪ ও ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–**

اعزة على الكافرين- يظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين –

অর্থ ঃ– "আই'ঝ্ঝাতিন আ'লাল কাফিরীন" এই আয়াতের অর্থ হইল (খাঁটি মোমেনগণ) কাফেরদের উপর কঠিনতা ও তাকাব্বুরী প্রকাশ করে। প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত আরবী এবারতের মধ্যস্থিত "তারাফ্ফি'উ" শব্দের অর্থ তাকাব্বুরী।

ফিরোজুল লোগাতের ১ম খন্ডের ৩৮৪ পৃষ্ঠা ও উহার ২য় খন্ডের ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

❑ **হাদীছ শরীফে আছে –**

لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر -

অর্থ ঃ– যাহার অন্তরে সামান্য জার্‌রা পরিমাণও কিব্‌র থাকিবে সেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীছটির মর্মার্থ দুই প্রকারের ১নং ঃ- জার্‌রা পরিমাণ কিবরের মুরাদ বা মর্ম কুফুরী ও শিরক। **২নং ঃ- আল্লাহ তায়ালা যখন** আজাব দেওয়ার পরে অথবা ক্ষমার মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করিবেন তখন উক্ত ব্যক্তির কৃলবের মধ্যে কিব্‌রের যাহা কিছু থাকিবে তাহা আল্লাহ তায়ালা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবেন। তৎপরে এমনি অবস্থায় বেহেশতে প্রবেশ করিবে যে, তখন কৃল্‌বের মধ্যে কিবর-কিনা ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না।

[তিরমিজী শরীফ ২য় খন্ডের ২১ পৃষ্ঠার হাশিয়া দ্রষ্টব্য।]

আরও প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত **২য় অবস্থায়** কিব্‌রের দ্বারা মুরাদ হইবে মানুষের সাথে কিব্‌র। আর **১নং** এর বর্ণিত কিব্‌র যাহার ভিতরে থাকিবে সে ব্যক্তি চিরকালের জন্য দোজখ ভোগ করিবে।

হযরত আদম (আঃ) ও আল্লাহ তা'য়ালার সাথে ইব্‌লীছের অহংকার এবং উহার শোচণীয় পরিণাম

৩। প্রশ্ন ঃ– ইব্‌লীছ কি শুধু মাত্র আল্লাহর সাথেই তাকাব্বুরী করিয়াছে, না কি আদম (আঃ) এর সাথেও তাকাব্বুরী করিয়াছে ? এবং উক্ত তাকাব্বুরী ইব্‌লীছের পক্ষে কত কালের জন্য ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল ? দলীলের মাধ্যমে উত্তর চাই।

উত্তর ঃ– তাফছীরে মোজেহুল কুরআনের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

(ابی واستکبر) ابلیس نی سجدہ نہ کیا اور حکم نہ مانا اور تکبر کی ادم سی -

অর্থ ঃ– ইবলীছ ছেজদা করিল না ও হুকুম অমান্য করিল এবং তাকাব্বুরী করিল হযরত আদম (আঃ) এর সাথে।

❑ **এহ্‌ইয়াও উলূমিদ্দীনের ৩য় খন্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–**

وكان مبداءه الكبر على ادم والحسد له فجره ذالك الى التكبر على امر الله فكان ذالك سبب هلاكه ابد الابد -

ইব্‌লীছ শয়তানের প্রারম্ভ বা শুরুই ছিল আদম (আঃ) এর উপর কিবর (অহংকার) এবং তাহার প্রতি হিংসা। অতঃপর উহাই ইব্‌লীছকে আল্লাহর হুকুমের উপর তাকাব্বুরী করিতে টানিয়া খিচিয়া লইয়া গিয়াছিল। তৎপর ফলতঃ সেই অহংকার তাহার চিরকালের জন্য ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল।

কিব্‌রের তা'রীফ

জাহের অজুদ দ্বারা যে কিব্‌র প্রকাশ হয় তাহাকে কিব্‌রে জাহের বলে। (বাহ্যিক বড়ত্ব)। আর নিজেকে অপরের চেয়ে মরতবায়ে বড় ধারণা করাতে অন্তরে যে এক সন্তুষ্টির হালত আসে, উক্ত হালতকে কিব্‌রে বাতেন বলে। কিব্‌রে জাহের ছোটদের সামনে জায়েজ, বড়দের সামনে না-জায়েজ।

[শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম কিতাবের মুহ্‌লিকাত খণ্ড দ্রষ্টব্য]

জায়েজের মতলব

৪। প্রশ্ন ঃ– জায়েজের মতলব কি শুধু মাত্র মোবাহই ? না ওয়াজিব, মোস্তাহাব ইত্যাদিও হয় ?

উত্তর ঃ– শামি কিতাবের পুরান ছাপা ১ম খন্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –

انه قد يطلق ويراد به مالا يمتنع شرعا وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب -

অর্থ ঃ– 'জায়েজ' শব্দটিকে কখনও মোতলাক রাখা হয় এবং উহার মুরাদ বা মর্ম নেওয়া হয় যাহা শরীয়াতে নিষিদ্ধ নহে। এই অবস্থায় উহা মোবাহ্, মাক্রুহ তানজীহ, মোস্তাহাব, ওয়াজিবকে শামিল করিয়া লয়।

❑ **তাওজীহুল মোছাল্লামের ৯৩নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে–**

پس جائز شامل هوکا واجب - مندوب - مباح سب کو

অর্থ ঃ– অতএব, "জায়েজ" শব্দটি শামেলকারী হইবে, ওয়াজিব, মোস্তাহাব ও মোবাহ সব কিছুকে।

❑ **একছীরে হেদায়েতের ৪০৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –**

رسول مقبول صلی الله علیه وسلم سی لوکون نی یوجها کبر کیا جیز هی ؟ فرمایا تکبریه هی که ادمی حق تعالی کیاکی کردن نرم نه وکهی اور لوکون کو جشم حقارت سی دیکهی -

অর্থ ঃ– রাছুলে মকবূল (ছঃ) এর নিকট লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, কিবর কাহাকে বলে ? রাছুল (ছঃ) বলিলেন ❑ **১**। আল্লাহ তা'য়ালার সম্মুখে ঘাড় অবনত না-রাখা (অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম বিনা প্রতিবাদে মানিয়া না লওয়া)। ❑ **২**। মানুষকে হেকারতের চক্ষে দর্শন করাকে তাকাব্বুরী বলে।

হেকারত

হেকারতের অর্থ ঘৃণা করা-হেয় মনে করা (লুগাতে কিশ্‌ওয়ারী দ্রষ্টব্য) আর কোন মানুষকে হেকারতের চক্ষে দর্শন করার অর্থ কাহাকেও হেয় ঘৃণীত ও তুচ্ছ মনে করিয়া বিশেষ ভ্রুক্ষেপ না করা, কাহাকেও ইজ্জত না করা, কাহাকেও হেয় ও তুচ্ছ মনে করা। **[ফিরোজুল লোগাত দ্রষ্টব্য]**

❑ মুছলিম শরীফের ১ম খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس-

অর্থ ঃ– আল্লাহ্‌র রাছুল (ছঃ) বলিয়াছেন ১। সত্যকে অস্বীকার করা ও ২। মানুষকে ঘৃণা করাকে কেব্‌র বলে।

❑ মোসলেম শরীফের শরাহ (নব্বী) ১ম খন্ডের ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –

الكبر المعروف وهوالارتفاع على الناس واحتقار هم ودفع الحق -

১। মানুষের উপর বড়ত্ব প্রকাশ করা ২। মানুষকে ঘৃণা করা ও ৩। হক অস্বীকার করাকে **কিব্‌রে মারুফ বলে।**

❑ একছীরে হেদায়েতের ৪০৩ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে– অর্থ-মানুষ নিজেকে অপর লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলিয়া মনে করিলে মনের মধ্যে এক প্রকার আনন্দের হাওয়া উৎপন্ন হইয়া মনকে কাঁপাইয়া–নাচাইয়া তোলে। অতএব, যেই হাওয়া মনকে ফুলাইতে থাকে, তাহারই নাম তাকাব্বুর।

❑ এহ্‌ইয়াও উলুমিদ্দীনের ৩য় খন্ডের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

التواضع عند اهل التوحيد تكبر -

অর্থ ঃ– আল্লাহ তা'য়ালার একত্বে বিশ্বাসী লোকগণনের নিকট বিনয় নম্রতা প্রকাশ করাও এক প্রকার তাকাব্বুরী। (কারণ এই যে বিনয় নম্রতার দ্বারা মানুষ প্রকৃত পক্ষে নিজকে উচ্চ স্থানে রাখার চেষ্টাই করিতেছে বলিয়া ধরা যায়।)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর লিখিত তাবলীগে দ্বীনের ৫ম সংস্করণের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে - সৎ গুনাবলীতে অন্যের তুলনায় নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করাকে তাকাব্বুর বলে।

উক্ত কিতাবের ১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, অন্যের তুলনায় নিজকে বড় মনে করাকে তাকাব্বুর বলে।

তাকাব্বুরী হারাম কিন্তু মোতাকাব্বেরের উপর তাকাব্বুরী করা ছদকাহ্

❑ **ছুরায় আ' রাফে আছে–**

ساصرف عن اياتى الاخر -

এই আয়াতের ব্যাখায় তাফছীরে রুহুল মা'য়ানী ও তাফ্ছীরে কাবীরের মধ্যে লিখা আছে–

واما التكبر على المتكبر فهو بحق لما فى الاثر التكبر على المتكبر صدقة -

অর্থ ঃ– অহংকারীর উপর অহংকার করা হক বা ন্যায়। যেহেতু হাদীছে আছে অহংকারীর উপর অহংকার করা ছদকাহ্।

❑ **তাফছীরে জালালাইনের ১৪১ পৃষ্ঠায় হাশিয়াতে লিখা আছে–**

فان تكبر المحق على المبطل وهو التكبر على المتكبر صدقة

অর্থ ঃ– নিশ্চয় বাতেল বা নাহক দলের উপর হক দলের তাকাব্বুরী করা, উহা হইল মোতাকাব্বেরের উপর তাকাব্বুরী করা আর এরূপ করা হইল ছদকাহ। প্রকাশ থাকে যে, হাদীছের ভিতরে উপরোক্ত তাকাব্বুরী ছাড়াও আরও বহু ফরজ জিনিসকে ছদ্কাহ বলা হইয়াছে।

❑ **যথা – হাদীছে আছে–**

الامربا لمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة

অর্থ ঃ– সৎ কাজের আদেশ দান করা ছদকাহ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করাও ছদকাহ।

তাকাব্বুরী হারাম কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রের তাকাব্বুরী আল্লাহর মাহবুব [প্রিয়] ও ওয়াজিব

৫। প্রশ্ন ঃ- যুদ্ধক্ষেত্রের তাকাব্বুরীকে রাছুলুল্লাহ (ছঃ) তাকাব্বুরী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কি না ? এবং উক্ত তাকাব্বুরী যে আল্লাহ তা'য়ালার পছন্দনীয় ও আল্লাহর আইনে ওয়াজিব ইহা বিস্তারিত ভাবে দলীলের মাধ্যমে জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ- আবু দাউদ শরীফের ২য় খন্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠায় ও ইন্তেখাবে ছিহাহ্ ছিত্তার ১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ان من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله تعالى فماالتى يحبها الله تعالى فاختيال الرجل بنفسه عندالقتال ۔

অর্থ ঃ- নিশ্চয় আল্লাহ্র নবী বলিতেন-নিশ্চয় কতক তাকাব্বুরীকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, আর কতেক তাকাব্বুরীকে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত করেন অর্থাৎ ভালবাসেন। যেই তাকাব্বুরীকে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত করেন তাহা হইল যুদ্ধের সময়ে মানুষের আত্ম অহংকার বা তাকাব্বুরী প্রদর্শন করা।

❑ আবু দাউদ শরীফের ২য় খন্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠার উপরে বর্ণিত হাদীছের ৮নং হাশিয়ায় লিখা আছে-

فاختال الرجل بنفسه الخ هو الدخول فى معركة بنشاط وقوة واظهار الجلادة والتبختر فيه والاستهانة والاستخفاف بالعدو وادخال الروغ فى قلبه –

অর্থ ঃ- 'যুদ্ধের সময়ে মানুষের আত্ম অহংকার বা তাকাব্বুরী প্রদর্শন করা"- উহা হইল নিজে সন্তুষ্ট চিত্তে ও বীর বিক্রমে লড়াইয়ের ময়দানে গমন করা, বীরত্ব বাহাদুরী প্রকাশ করা, তাকাব্বুরী (অহংকারীর) নমুনায় (সদর্পে) চলা; শত্রুকে নিকৃষ্ট ও হেকারত (ঘৃণীত) মনে করা এবং ধোকায় ফেলিয়া দেওয়া।

❑ **ইন্‌খোবে ছিহাহ্ ছিত্তার ১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-**

کسی تکبر کو اللہ تعالی نا پسند کرتاھی اور کسی کو
پسند کرتاھی پس وہ تکبر جسی وہ پسند کرتاھی وہ ھی جو
انسان لرائی کی وقت اپنی وجود پر کی (بھادوری دیکھائ)

অর্থ ঃ– (রাছুলে করীম (ছঃ) বলিয়াছেন) কতক তাকাব্বুরীকে আল্লাহ তায়ালা না পছন্দ করেন, আর কতক তাকাব্বুরীকে আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন। অতএব যেই তাকাব্বুরীকে আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন তাহা হইল সেই তাকাব্বুরী যাহা মানুষ যুদ্ধের সময় নিজ শরীর দ্বারা করে (বাহাদুরী বীরত্ব দেখায়)

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল "বীরত্ব বাহাদুরী" ইত্যাদিও তাকাব্বুরী।

❑ **আর খোলাছাতুত্তাফাছীরের ২য় খন্ডের ৩০৪ নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে –**

مسئلہ ۔ اظھار شجاعت وجلادت تابہ اختیار واجب ھی

অর্থ ঃ– কুরআনের আয়াতের দ্বারা মাছয়ালা বাহির হইয়াছে যে, বীরত্ব- বাহাদুরী প্রকাশ করা (যাহা এই মাত্র একটু উপরে আবু দাউদ শরীফ ও ইন্‌খোবে ছিহাহ ছিত্তাহ কিতাবের দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রের তাকাব্বুরী আল্লাহর মাহবুব (প্রিয়) তাকাব্বুরী বলিয়া উল্লেখিত হইল উহা) ওয়াজিব।

উপরোল্লিখিত বিবরণে পরিস্কার ভাবে প্রমাণিত হইল যে, বীরত্ব- বাহাদুরী ইত্যাদি প্রদর্শন করাও তাকাব্বুরী বা অহংকার এবং রাছুলুল্লাহ (ছঃ) ই উহাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য আল্লাহর পছন্দনীয় তাকাব্বুরী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আর উপরোক্ত বিবরণে ইহাও পরিস্কার ভাবে প্রমাণিত হইল যে, উহা আল্লাহ তা'য়ালারই আইনে বিশেষ করে জিহাদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব।

৬। প্রশ্ন ঃ- কুরআন শরীফের কোন আয়াত দ্বারা জিহাদের ক্ষেত্রে তাকাব্বুরী করা ওয়াজিব হইয়াছে এবং কোন তাফ্‌ছীরে উহা লিখা আছে ? তাহা বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ– খোলাছাতুত্তাফাছীরের ২য় খন্ডের ৩০৪ পৃষ্ঠায় ছুরায়ে তওবার নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছে–

يايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة -

ائی ایمان والو ان کافروسی لرو جو تمسی قریب هو اوریه بهی ضرور هی که کفار تمکوشجاع - دلیر - سخت کوش - ثابت قدم یائین -

مسئله - اظهار شجاعت وجلادت تابه اختیار واجب هی
مسئله - معلوم هواکه یه نرمی اور تهذیب جو هماری زمانه مین شائع هی جس مین کفر اور اسلام ایك نظرسی دیکهاجاتا هی مذموم اور موجب شکست اسلام هی -

مسئله - تمام افعال خیر مین خفا افضل هی مکر بمقابله کفار شجاعت کا اظهار افضل هی - اسلئی فرمایا که وه تم کو ایسا یائین اور اسلئی انحضرت صلی الله علیه وسلم نی فرمایاکه اکر (تکبر) کرجلنا الله کو محبوب نهین مکر صف قتال مین اورحج مین ....

অর্থ ঃ– কুরআন মজীদের ভিতরে আল্লাহ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেন–হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী; এবং ইহাও জরুরী যে, কাফেরেরা যেন তোমাদের ভিতরে বীরত্ব-বাহাদুরী ও দৃঢ়তা পায়।

❑ কুরআনের বর্ণিত আয়াত হইতে মাছয়ালা বাহির হইয়াছে যে –

(مسئله - اظهار شجاعت وجلادت تابه اختیار واجب هی)

(যুদ্ধ ক্ষেত্রে) বীরত্ব-বাহাদুরী প্রকাশ করা (যাহাকে কিতাবে আল্লাহর মাহবুব তাকাব্বুরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে) উহা ওয়াজিব। আরও জানা গেল যে –

(یه نرمی الاخر)

বিনয় নম্রতা (বিঃ দ্রঃ) তাকব্বুরীর মোকাবেলায় বিনয়-নম্রতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ খোশ ব্যবহার যাহা আমাদের এ জামানায় প্রসারিত; যাহাতে কুফরী ও ইসলামকে একই পর্যায়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহা মাজমুম (মন্দ) এবং উহাতে ইসলামের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

উপরোল্লিখিত আয়াত হইতে আরও মাছয়ালা বাহির হইয়াছে যে, সমস্ত ভাল কাজে গোপনীয়তা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কাফেরদের মোকাবেলায় বাহাদুরী-বীরত্ব প্রকাশ করা শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেন যে, কাফেররা যেন তোমাদেরকে এই রকম অবস্থায় পায় এবং এই কারণেই রাছুলুল্লাহ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে –

(اكر (تكبر) كر جلنا الله كو ..... الاخر)

তাকাববুরী করিয়া চলা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, কিন্তু যুদ্ধের কাতার ও হজ্জের সময়; (অর্থাৎ যুদ্ধের সময় তাকাব্বুরী করিয়া চলা এবং হজ্জের সময় রমল ও ইজতেবার দ্বারা তাকাব্বুরী প্রদর্শন করা আল্লাহর পছন্দণীয়)

❑ **খোলাছাতুত্তাফাছীরের ৩য় খন্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় আরও লিখা আছে –**

حديث ميس واردهواكه الله تعالى تبختر كو يسند
نهين فرماتا هى مكروه تبختر جو مرد غازى بمقابله
كفار صف جنك مين كرى اور الله كى دوشمنون كم
ذرائى مقبول ومحبوب هى -

অর্থ ঃ– হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকাব্বুরী করাকে (মানুষের জন্য) পছন্দ করেন না; কিন্তু যেই তাকাব্বুরী বীর সৈনীকগণ যুদ্ধের লাইনে করিয়া থাকে এবং উহার দ্বারা আল্লাহ তায়া'লার দুশমনদিগকে ভয় দেখায় তাহা আল্লাহর নিকট মকবুল (গ্রহণীয়) এবং মাহবুব অর্থাৎ প্রিয়।

ওয়াজিব ও হারামের ওলট পালট

৭। প্রশ্ন ঃ– স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে হারাম ওয়াজিবে এবং ওয়াজিবও হারামে পরিবর্তন হইতে পারে বলিয়া স্পষ্টভাবে কোন কিতাবে লিখা আছে কি না ?

উত্তর ঃ– মোছাল্লামুছ্ছুবূতের ২য় মাকালায় আরবী হাশিয়াতে লিখা আছে –

امكن انقلاب الوجوب الى الحرمت والحرمت الى الوجوب -

অর্থ ঃ– (সময় বিশেষে) ওয়াজিব হারামে এবং হারাম ওয়াজিবে পরিবর্তন বা ওলট পালট হইতে পারে।

জান বাঁচানোর জন্য চরম ঠেকা অবস্থায় হারাম জিনিসও ওয়াজিব হইয়া যায়।

৮। প্রশ্ন ঃ– জবাইবিহীন মৃত পাখীর গোস্ খাওয়া হারাম, মানুষের সাথে তাকাব্বুরী করাও হারাম এবং মিথ্যা কথা বলাও হারাম। কিন্তু উক্ত হারাম জিনিসগুলি চরম সংকটের ক্ষেত্রে নির্দোষী মানুষের জীবন রক্ষার জন্য অপরিহার্য জরুরী হইয়া পড়িলে এবং উহা ছাড়া জান বাঁচানোর অন্য কোন গতি না থাকিলে সেই চরম ঠেকার সময় ইসলামী আইনে ওয়াজিব হইবে কি না ? যদি ওয়াজিব হয়, তবে ইসলামী আইনের কোন আইনের ভিত্তিতে ওয়াজিব হইবে ? বিস্তারিত জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ– উল্লেখিত তিনওটি জিনিসই শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু নির্দোষী মানুষের জান বাঁচানোর জন্য উপরে বর্ণিত চরম পর্যায়ের ঠেকা ও প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত হারাম জিনিসগুলি জান বাঁচানোর খাতিরে ইসলামী আইনের ধারায় মোবাহ বরং অন্য কারন বশতঃ ওয়াজিব হইয়া যাইবে। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত চরম অবস্থায় ইচ্ছা পূর্বক উক্ত জিনিসগুলি ছাড়িয়া দিলে আর তাতে যদি জীবন ধ্বংস হয় ও মারা যায় তাহা হইলে ওয়াজিব তরকের দায়ে দায়ী ও গুনাহগার সাব্যস্ হইবে।

❑ মোছাল্লামুছ্ছুবুতের আরবী হাশিয়াতে লিখা আছে -

اذا تمس الحاجة الشديدة بالمحظورة بحيث لايبقى مخلص عنه فحينئذ يصير مباحا بل واجبا بالغير - حاشيه للسيد محمد عبد العليم) (فى المطبع العليمى الواقع فى بلدة لاهور)

শরীয়তের নিষিদ্ধ বা হারাম জিনিসের সাথে চরম ঠেকা ও কঠিন প্রয়োজন এমন ভাবে সংযুক্ত হইলে যে, উহা ছাড়া খালাস পাওয়ার অন্য কোন পথ বাকী না থাকে, তখন সেই বিশেষ ক্ষেত্রে শরীয়তের উক্ত হারাম জিনিসও মোবাহ বরং ওয়াজিব (বিল গায়ের) হইয়া যায়।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে **প্রথমতঃ** মোবাহ শব্দের দ্বারা গুনাহের ভয় দুর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎপরে কোন ভিত্তিতে ওয়াজিব তাহা উল্লেখ করিয়া দিয়াছে যে ওয়াজিব বিল গায়ের **অর্থাৎ-** যদিও উক্ত জিনিসগুলি মূলতঃ হারাম কিন্তু অন্য কারণ সংযুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে ওয়াজিব।

❑ মোচ্ছাল্লামুছ্ছুবুত কিতাবে লিখা আছে –

(مقدمة الواجب المطلق واجب) (تحصيل اسباب الواجب الواجب)

অর্থ ঃ– “ওয়াজিবে মোতলাক আদায় করিতে যে সমস্ত কার্য ও তদবীরের অপরিহার্য্য প্রয়োজন সেইগুলিও করা ওয়াজিব।” যেমন জান বাঁচানো ওয়াজিব। এই জান বাঁচানোর জন্য কোন সংকটের ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা, শত্রুর প্রতি তাকাব্বুরী ভাব প্রদর্শন করা অথবা মৃত পাখীর গোস্ত খাওয়া ইত্যাদি কার্য অপরিহার্য জরুরী আসবাব ও মোকাদ্দামা হইয়া পড়িলে তখন উহাও ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

❑ আসবাহ কিতাবে আছে –

الامور بمقاصدها -

অর্থ ঃ– মকছূদ হিসাবে কার্যের হুকুম হইবে। অর্থাৎ মকছূদটি যদি ওয়াজিব বা ফরজ হয়, তবে উহার জন্য যে কার্য, তদবীর অপরিহার্য তাহাও ওয়াজিব বা ফরজ হইবে। আর মকছূদটি অন্য রকম হইলে উহার হুকুমও অন্য রকম হইবে।

–ঃ ওয়াজিব ঃ–

৯। প্রশ্ন ঃ– ওয়াজিবের অর্থ কি?

উত্তর ঃ– ফিরোজুল লোগাতের ২য় খন্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

(واجب هونا) ضروری هونا - فرض هونا -

অর্থাৎ ঃ– "ওয়াজিব হওয়া" ইহার অর্থ হইল জরুরী হওয়া, ফরজ হওয়া এবং উক্ত কিতাবের ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

(فرض ادا کرنا) خداکا حکم بجالانا - اپنی اوپر جوکچھ واجب ھی اسکا بجالانا -

অর্থাৎ ঃ– "ফরজ আদায় করা" ইহার অর্থ হইল আল্লাহর হুকুম পালন করা, নিজের উপর যাহা কিছু ওয়াজিব তাহা পালন করা।

❑ শামি কিতাবের ১ম খন্ডে লিখা আছে– কেত্বায়ী দলীলের দ্বারা যাহা ছাবেত হয় তাহা ফরজ, আর জন্নী দলীলের দ্বারা যাহা ছাবেত হয় তাহা ওয়াজিব। কিন্তু উক্ত শামি কিতাবের ১ম খন্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় তালবীহ্ কিতাবের বরাত দিয়া লিখা আছে -

ان استعما ل القرض فیما ثبت بظنی والواجب فیما ثبت بقطعی شائع مستفیض -

অর্থ ঃ– নিশ্চয় জন্নী দলীলের দ্বারা যাহা ছাবেত হয়, তাহা 'ফরজ' এবং কাত্বয়ী দলীলের দ্বারা যাহা ছাবেত হয়, তাহা 'ওয়াজিব' এরূপ ব্যবহার বিভিন্ন কিতাবে প্রসারিত ও ব্যবহৃত আছে।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল যত জায়গায় ওয়াজিব শব্দ লিখা আছে– উহার মতলব ফরজ হইতেই পারে না বরং একমাত্র সাধারন কিতাবে প্রচলিত পর্যায়ের ওয়াজিবই হইবে এরূপ ধারণা করা ঠিক নহে।

আর একথাও প্রমাণিত হইল যে, নামাজ, জাকাত, হজ্জ ইত্যাদি যাহা স্বভাবতঃ লোকের মধ্যে ফরজ বলিয়া মশহুর, এইগুলিকে উক্ত শামি কিতাবের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আইন মতে ওয়াজিবও বলা যায় এবং বেতেরের নামাজ ও নামাজের মধ্যে ছুরায় ফাতেহা পড়া ইত্যাদি এক কথায় এই পর্যায়ে যত ওয়াজিবই আছে সব গুলিকেই উক্ত শামী কিতাবের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আইন মতে ফরজও বলা যায়।

মোটকথা ওয়াজিব, ফরজ, ছুন্নাত, মোস্তাহাব, মোবাহ ইত্যাদি (বুঝার সুবিধার্থে) ইস্লোহ বা পরিভাষা।

অতএব, কিতাবের কথা সকলেরই বিনা দ্বিধায় মানিয়া লওয়া কর্তব্য।

তাকাব্বুরী হারাম কিন্তু (ধর্ম বিরোধী) দুনিয়ার সন্তানদের উপর তাকাব্বুরী প্রদর্শন করা ইসলাম ধর্মের সব চাইতে গুরুত্ব পূর্ণ ও মজবুত কার্য।

❑ **শরহে আস্‌রারে এহ্‌ইয়া কিতাবের ৮ম খন্ডের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–**

التجبر على ابناء الدنيا اوثق عرى الاسلام -

অর্থ ঃ– দুনিয়ার সন্তানদের উপর তাকাব্বুরী প্রদর্শন করা ইসলাম ধর্মের সব চাইতে মজবুত কার্য।

(تجبر - تكبر كرنا - (المنجد صف - 67)

তাকাব্বুরী করা হারাম কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে আবার কতক তাকাব্বুরী বিনয় নম্রতার চাইতেও শ্রেষ্ঠ।

❑ **এহ্‌ইয়াও উলুমিদ্দীনের আরবী শরাহর ৮ খন্ডের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –**

واحسن منه تيه الفقراء على الاغنياء ثقة منهم بالله هذامن
كلام على مشهور ذكره صاحب نهج البلاغة دون ذكرالرؤيا -

অর্থ ঃ– আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া (অহংকারী ও অসৎ) ধনীদের উপর (প্রয়োজনের সময়) গরীবদের তাকাব্বুরী প্রদর্শন করা বিনয় নম্রতার চাইতেও শ্রেষ্ঠ কাজ। ইহা হযরত আলীর একটি প্রসিদ্ধ কালাম। ছাহেবে নহজেল বালাগা (রহঃ) বর্ণিত মশহুর কথাকে কোন খাব বলিয়া উল্লেখ না করিয়া বরং স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

তাকাব্বুরী করা হারাম কিন্তু হজ্জের মৌসুমে আল্লাহর ঘর তাওয়াফের সময় কিব্‌রে জাহের প্রকাশ করিয়া চলা ছুন্নাত।

আবু দাউদ শরীফের ১ম খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় রমল সম্বন্ধীয় ৫নং হাশিয়াতে আছে এবং কুদুরীর মধ্যে বাবুল হজ্জের রমল সম্বন্ধীয় **১১**নং হাশিয়াতে লিখা আছে–

(الرمل) - سرعة المشى مع تقارب الخطى وهزالكتفين المبارز يتبختر بين الصفين -

অর্থ ঃ– সম্মুখ যুদ্ধের সৈনিক যে ভাবে যুদ্ধের কাতারে তাকাব্বুরী প্রদর্শন করিয়া চলে, ঠিক সেই নমুনায় দুইকাঁধ হেলাইয়া–দুলাইয়া ঘন ঘন কদম ফেলিয়া দ্রুত চলাকে রমল বলে। প্রকাশ থাকে যে, এই রমল করা কাবা শরীফ তওয়াফ করার সময় প্রথম তিন তাওয়াফে ছুন্নাত।

❑ **খোলাছাতুত্তাফাছীরের ৩য় খন্ডের ৪৫০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –**

اکر (تکبر) کرجلنا اور تبختر کرنا حرام هى مکر (1) صف جهاد مین کفار پر رعب دالنى اور قوت اسلام ظاهر کرنى کیلئى یه رفتار الله تعالى کو محبوب هى (2) حج مین رمل کرنا -

অহংকার করিয়া স্বদর্পে চলা ও তাকাব্বুরী করা হারাম। কিন্তু [**১নং**] যুদ্ধের কাতারে কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন এবং ইসলামী শক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই প্রকারে চলা আল্লাহর মাহবুব [**২নং**] হজ্জের মধ্যে রমল করা।

তাকাব্বুরী করা হারাম কিন্তু মালী বন্দিগীতে উহার ব্যতিক্রম

❑ **হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন–**

واختياله عند الصدقة -

অর্থ ঃ– দানের সময় তাকাব্বুরীকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

❑ **আবু দাউদ শরীফের ২য় খন্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠার ৮ নং হাশিয়াতে লিখা আছে–**

واختيال فى الصدفة ان يعطعيها بطيب نفسه وينبسط بها صورته ويكثر ولايمن بما اعطى ا -

অর্থ ঃ– দানের মধ্যে তাকাব্বুরী করা হইল সন্তুষ্ট চিত্তে প্রফুল্ল বদনের সহিত দান করা এবং বেশী করিয়া দান করা ও উহাতে খোঁটা না দেওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, দান করিয়া উহাতে খোঁটা দেওয়া হারাম, আর খোঁটা না দেওয়া (যাহাকে কিতাবে দানের তাকাব্বুরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে) ওয়াজিব।

বিদ্আতীদের সাথে কিবর

❑ **এহইয়াও উলূমিদ্দীনের ৩য় খন্ডে লিখা আছে–**

الكبر مع المبتدع والفاسق الذى يشبه الغضب لله وهو خير

অর্থ ঃ– বিদআতী ও ফাসেকের উপর আল্লাহর ওয়াস্তে অহংকার করা রাগ-গোস্বা সদৃশ্য এবং তাহা উত্তম।

[**প্রকাশ থাকে যে,** বিদ্আতী গংদের প্রতি যদিও বিভিন্ন প্রয়োজনের কারনে অহংকার প্রদর্শন করিতে হইবে, কিন্তু তথাপিও অন্তরের মধ্যে ভয় রাখিতে হইবে যে, হয়ত নিজের অন্তিম অবস্থা মন্দও হইতে পারে, এবং উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ভালও হইয়া যাইতে পারে।]

আছবাব

কিব্র অন্তরের মধ্যে পয়দা হওয়ার কারণ বা ছবব সাতটি যথা– **ইলম, আমল, বংশ, সৌন্দর্য, শক্তি, মাল ও জনবল।**

তাকাব্বুরী প্রকাশ হওয়ার ছবব

❑ **একছীরে হেদায়াত কিতাবের ৪১০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –**

تکبر ظاهر هونيكا سبب يا عداوت اور حسد هوتاهى اور
يه بهى هوتاهى كه ريا تكبر كا سبب هو -

তাকাব্বুরী বাহিরে প্রকাশ হওয়ার কারণ বা ছবব–শত্রুতা, হাছাদ, রিয়া।

–ঃ কিবরের আলামাত ঃ –

কিবরের বহু আলামাতের মাত্র কয়েকটি লিখা হইল। যথা–

১। খোদার হুকুম বিনা প্রতিবাদে মানিতে দেলে না চাওয়া।

২। নায়েবে রাছুলের তাবেদার হইতে দেলে না চাওয়া।

৩। হক ফতুয়া মানিতে দেলে না চাওয়া।

৪। রাছুলের ছুন্নাত (ত্বরীকা) মত চলিতে দেলে না চাওয়া।

৫। শরীয়াত বিরোধী কাজ করিতে দেলে ভয় না হওয়া।

৬। ক্ষুদ্র কাজ করিতে লজ্জা বোধ করা।

৭। কেহ তিরস্কার করিলে বা কষ্ট দিলে এবং কাহারও হক আদায় করিয়া নিলে তাহা সহ্য না করা।

৮। গরীব লোকদেরকে নিকটে বসিতে না দেওয়া।

৯। কেহ উপদেশ দিলে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া অবহেলা করা।

১০। অপরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে না যাওয়া।

[**প্রকাশ থাকে যে,** দেখা সাক্ষাৎ করিতে না যাওয়া যদিও তাকাব্বুরীর লক্ষণ, কিন্তু জাহেল ও গোমরাহ পীর-আলেমের বেলায় উহা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ উহাদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব।]

১১। কাহাকেও ছালাম না করা।

[**প্রকাশ থাকে যে,** ছালাম না করা যদিও তাকাব্বুরীর লক্ষণ, কিন্তু ধর্ম বিরোধী ও কাফেরদের বেলায় উহা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ বিনা ওজরে উহাদিগকে ছালাম দেওয়া হারাম।]

১২। অন্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা।

১৩। সাধারণ লোকদিগকে ইতর জীবের মত মনে করা।

কিবরের এ'লাজ

অহংকার দূর করিতে হইলে নিজকে এবং প্রভূকে চিনিতে হইবে। মানুষ এক ফোঁটা তুচ্ছ পানি দ্বারা পয়দা হইয়াছে। যখন মৃত্যু হইবে তখন আবার দুর্গন্ধ যুক্ত পঁচা মুর্দারে পরিণত হইয়া পোকা মাকড়ের খাদ্য হইবে। এই দুই অবস্থার মধ্যখানের সময়ে পেটে নাপাক ও পায়খানার বোঝা বহনকারী। অতএব, এই মানুষের পক্ষে কিবর করা সাঝে না।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের ২৯নং পারা সূরা দাহরের ১-২ নং আয়াতের মধ্যে ফরমাইয়াছেন–

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا - انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه -

মানুষের উপর এমনি একটি সময় আসিয়াছে কি ? যখন সে উল্লেখ যোগ্য কোন জিনিসই ছিল না। নিশ্চয় আমি মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মিশ্রিত ধাতুর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি।

অহংকার দূর করার জন্য বর্ণিত কথাগুলি চিন্তা করিলে বিশেষ ফায়দা হইবে। অহংকার দূর করার জন্য বহু রকমের এলাজ আছে, তন্মধ্যে আরও এক প্রকারের এ'লাজ হইল, "যে বিষয়ের কিবর আসে সেই বিষয়ের বড় শ্রেণীর সহিত সাক্ষাৎ করা" যেমন মূছা (আঃ) খেজের (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

কোন এক কবি বলিয়াছেন–

যদি কর গর্ব বংশের ভাব তাহা সত্য হলেও বটে
জন্ম তোমার কোন জিনিসে, ভাবছ কি হৃদয় পটে ?

অন্য এক শায়ের বলিয়াছেন–

ধন জন যৌবন মিছে অহংকার
নয়ন মুদিলে পরে কেহ নহে কার।

হাদীছ শরীফে আছে– "যাহারা (অন্যায় ভাবে অর্থাৎ যেই অহংকার নাজায়েজ ও দোষনীয় সেই জাতীয়) অহংকার করিবে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে পিপিলিকার মত ক্ষুদ্র আকারে উঠানো হইবে। চতুদিক হইতে তাহারা অপমানিত ও লাঞ্চিত হইবে। তৎপরে তাহাদিগকে বাওলাছ নামীয় জেলখানায় কয়েদ করা হইবে এবং তীনাতুল খাবাল অর্থাৎ দোজখীদের শরীরের থেকে নির্গত পূঁজ ও রক্ত পান করানো হইবে।

অতএব, সকলের পক্ষেই দোষণীয় অহংকার হইতে বাঁচিয়া থাকা অবশ্য কর্তব্য।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুহ্লিকাত অধ্যায়

৬ষ্ঠ খন্ড

[হাছাদের বিস্তারিত বিবরণ]

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

৬ষ্ঠ খন্ড

-ঃ হাছাদের বিস্তারিত বিবরণ ঃ-

১। পশ্ন ঃ– হাছাদ কাহাকে বলে ? এবং গেব্‌তা কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– মানুষের ভাল অবস্থা দর্শনে অন্তরে দুই প্রকার হালত পয়দা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের নাম হাছাদ, দ্বিতীয় প্রকারের নাম গেব্‌তা। হাছাদ বলে পরশ্রীকাতরতাকে অর্থাৎ- কাহারও উন্নতি বা ভাল অবস্থা দেখিয়া তাহা অসহ্যকর হওয়া এবং মনে মনে এই কামনা করা যে, তাহার উক্ত ভাল অবস্থা না থাকুক (মনের এই হালতটিকে হাছাদ বলে।)

আর যদি ভাল অবস্থা বা অপরের উন্নতি দেখিয়া অসহ্যকর না হইয়া এবং তাহার থেকে এই ভাল অবস্থা চলিয়া যাক ইহা অন্তরে না আসিয়া, বরং ভাল অবস্থা দেখিয়া মনে মনে এই কামনা করা যে, আমারও এইরূপ অবস্থা হাছিল হউক, ইহাকে গেব্‌তা বা মোনাফাছাত (প্রতিযোগীতা) বলে।

২। প্রশ্ন ঃ– গেব্‌তা করা কি ?

উত্তর ঃ– যে নেয়ামত দর্শনে গেবতা আসিয়াছে উক্ত নেয়ামত যদি দ্বীনি নেয়ামত হয় এবং হাছিল করা ওয়াজিব হয়, **যেমন**- ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদি তবে গেব্‌তা করা ওয়াজিব। আর যদি উক্ত নেয়ামত নফল হয়, তবে গেব্‌তা করা মোস্তাহাব। আর যদি উক্ত নেয়া'মত দুনিয়াবী হয়, তবে গেব্‌তা করা মোবাহ।

৩। প্রশ্ন ঃ– হাছাদ করা কি ?

উত্তর ঃ– হাছাদ করা হারাম। যথা কুরআন মজীদে আছে–

ومن شر حاسد اذا حسد -

অর্থাৎ ঃ– আল্লাহ তা'আলা বলেন- হিংসুক যখন হিংসা করে তখন তাহার ক্ষতি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

❑ **হাদীসে আছে –**

ايا كم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تا كل النار الحطب –

অর্থাৎ ঃ- হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন– তোমরা হাছাদ হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা হাছাদ নেক রাশী ভক্ষণ করিয়া ফেলে, যেইরূপ অগ্নি কাষ্ঠ রাশিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, হাছাদ করা কবিরা গুণাহ।

প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত গোমরাহ আলেম ও গোমরাহ পীরেরা যে নেয়া'মতের দ্বারা গোমরাহী বিস্তার করিতেছে উক্ত নেয়ামত ধ্বংসের কামনা করা দোষণীয় নহে বরং জায়েজ।

আর ফাছেক লোকেরা যে নেয়ামত দ্বারা বেশরা কাজ বিস্তার করিতেছে, উহাতে হাছাদ করা দোষণীয় নহে বরং উক্ত হাছাদ জায়েজ।

– ঃ হাছাদের ছবব বা কারণসমূহের বর্ণনা ঃ –

৪। প্রশ্ন ঃ– হাছাদের ছবব বা কারণ কয়টি ?

উত্তর ঃ– হাছাদের ছবব সাতটি। যথা–

প্রথম ঃ- আদাওত অর্থাৎ শত্রুতার কারণে অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ঃ- সমশ্রেণী লোকের উন্নতি দর্শনে অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

তৃতীয় ঃ- হেকারত অর্থাৎ যাহাকে হেকারতের চক্ষে (ঘৃণার চক্ষে) দেখা হইত তাহার উন্নতি দর্শনে অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

চতুর্থ ঃ- তাআজ্জুব–যাহার উন্নতির কল্পনাই ছিলনা, তার উন্নতি দর্শনে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে।

পঞ্চম ঃ- মকছুদ ফওত হওয়ার ভয় হইলে অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে। (অর্থাৎ নিজের কোন উদ্দেশ্য বা বাসনা কাহারো কারণে নষ্ট বা পন্ড হওয়ার আশংকা বা ভয় হইলে অন্তরে তাহার প্রতি হিংসার সৃষ্টি হয়।)

ষষ্ঠ ঃ- মুহব্বতে রিয়াছতের জন্য অন্তরে হাছাদ পয়দা হইয়া থাকে। (অর্থাৎ নেতৃত্ব পাওয়ার আকর্ষণ, মুহব্বত বেশি হইলে অন্তরে হাছাদ সৃষ্টি হইয়া থাকে।)

সপ্তম ঃ- খোবছ ও বোখলে নফছ।

প্রকাশ থাকে যে– খোবছ ও বোখলে নফছের মর্ম হইল– জন্মগত ভাবে খবীছ বা চরম নিকৃষ্ট মনোভাব। আর এই প্রকৃতির লোকেরা বাহ্যিক উপরোক্ত কোন কারণ না থাকলেও মানুষের সাথে হিংসা করিয়া থাকে এবং মানুষের কল্যাণ বা উন্নতি দেখিলে তাহাদের কাছে খুবই কষ্টকর মনে হয়। আর যদি মানুষের কষ্ট ও বিপদের কথা শুনিতে পায় তবে মনে মনে খুবই আনন্দ পায় ও খুশী হয়। ইহারা বখীল বা কৃপণ লোকের চেয়েও খারাপ। **কারণ কৃপণ বা বখীল হইল তাহারা, যাহারা নিজের মাল বা সম্পদ হইতে অন্যকে দিতে রাজী হয় না। কিন্তু উক্ত খবীছ প্রকৃতির মনোভাব বিশিষ্ট লোকেরা অন্যের মালের মধ্যে বখিলী করে। তাই এই প্রকৃতির লোককে সুহী বলা হয়। যা বখিলীর চেয়েও বেশী খারাপ। [প্রকাশক]**

৫। প্রশ্ন ঃ– হাছাদের ইল্‌ম শিক্ষা করা কি ?

উত্তর ঃ– শামী কিতাবের ১ম খন্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে –

وعلم الحسد والعجب اذهما يأ كلان العمل كما تأكل النار الحطب –

অর্থাৎ ঃ– হাছাদ ও ওজবের ইলম শিক্ষা করা ফরজ। কেননা হাছাদ আর ওজবে নেক আমল ভক্ষণ করিয়া ফেলে, যেরূপ আগুনে কাষ্ঠ রাশি ভক্ষন করিয়া ফেলে।

– ঃ হাছাদের আলামত বা লক্ষণের বর্ণনা ঃ –

৬। প্রশ্ন ঃ– হাছাদের আলামত কি ?

উত্তর ঃ– ঝগড়া, কলহ, দলাদলি ইত্যাদি সবই হাছাদের (হিংসার) আলামত।

– ঃ হিংসার এ'লাজের বর্ণনা ঃ –

৭। প্রশ্ন ঃ– হিংসা দূর করার এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ– হিংসার এ'লাজ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথম ইলমী এ'লাজ যথা- তকদীরের উপর রাযী থাকা। অর্থাৎ যাহার উন্নতি দর্শনে হাছাদ আসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই ধারণা করা যে, এই ব্যক্তির তকদীরে উন্নতি লিখা আছে বলিয়াই উন্নতি হইয়াছে; এক্ষণে এই ব্যক্তির সহিত হিংসা করিলে আল্লাহর তকদীরের উপর না–রাজী প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয় ঃ আমলী এ'লাজ, যথা–যাহার সহিত হিংসা আসিয়াছে, তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করা ও তাহার প্রশংসা করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুহ্লিকাত অধ্যায়

সপ্তম খন্ড

[বোগ্জ, গজব ও গীবতের বর্ণনা]

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

সপ্তম খন্ড

বোগ্‌জের বিবরণ

❑ **হাদীসে আছে–**

ولا تباغضوا -

অর্থ ঃ– রাছূলুল্লাহ (ছঃ) বলিয়াছেন– তোমরা পরস্পর অন্তরে শত্রুতা ভাব পোষণ করিও না।

– ঃ বোগ্‌জের সংগা ঃ –

১। প্রশ্ন ঃ– বোগ্‌জ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– কাহারও সাথে অন্তরে শত্রুতা ভাব পোষণ করার নাম বোগ্‌জ।

– ঃ বোগ্‌জের হুকুম ঃ –

২। প্রশ্ন ঃ– মানুষের সাথে বোগ্‌জ রাখা কি ?

উত্তর ঃ– মানুষের সাথে বোগ্‌জ রাখা হারাম। কিন্তু যাহারা শরীয়তের মাছআলা গোপন বা পরিবর্তন করিয়া সমাজকে গোমরাহ করিতেছে, তাহাদের সাথে বোগ্‌জ রাখা ওয়াজিব।

– ঃ বোগ্‌জের ছবব বা কারণ ঃ –

৩। প্রশ্ন ঃ– বোগ্‌জের ছবব বা উৎপত্তির কারণ কি?

উত্তর ঃ– নিজের বা ধর্মের ক্ষতি দর্শনে বোগ্‌জ পয়দা হইয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, ধর্মের ক্ষতি দর্শনে যে বোগ্‌জ পয়দা হয় তাহা মাজমুম নয় বরং মাহ্‌মুদ। অর্থাৎ দোষণীয় নয় বরং প্রশংসনীয়। নিজের ক্ষতি দর্শনে অন্তরে যে বোগ্‌জ পয়দা হয় তাহা দোষণীয়।

– ঃ বোগ্‌জের আলামত বা লক্ষণ ঃ –

৪। প্রশ্ন ঃ– বোগ্‌জের আলামত বা লক্ষণ কি ?

উত্তর ঃ– যাহার সাথে বোগ্‌জ আসে তাহার সাথে মিলেমিশে থাকিতে দেলে চায় না, ইহাই বোগ্‌জের আলামত।

– ঃ বোগ্‌জের এ'লাজ [চিকিৎসা] ঃ –

৫। প্রশ্ন ঃ– বোগ্‌জের এ'লাজ বা চিকিৎসা (অর্থাৎ দূর করার পদ্ধতি) কি ?

উত্তর ঃ– আল্লাহ তা'য়ালাকে ফায়েলে হাকিকী ধারণা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকা এবং যে সমস্ত ক্ষতি দর্শনে বোগ্‌জ আসিয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষতিকে পরীক্ষা ধারণা করা।

بسم الله الرحمن الرحيم

গজবের [রাগ বা গোস্বার] বিবরণ

কুরআন মজীদের ৪র্থ পারা সূরা আল– ইমরানের ১৩৪ নং আয়াতে আছে–

والكظمين الغيظ والعافين عن الناس

যাহারা গোস্‌সাকে হজম করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, তাহারা আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয়।

– ঃ গজবের সংগা ও শ্রেণী বিভাগ ঃ –

১। প্রশ্ন ঃ– গজব কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ– প্রতিশোধের নিমিত্ত মানব দেহের রক্ত স্রোতে অগ্নি প্রদাহীকা বা রাগ ও গোস্‌সা হওয়াকে গজব বলে। ইহা লিনাফছিহী মাজমুম, কিন্তু লি অজহিল্লাহ্ মাহ্‌মুদ।

– ঃ গজবের ছবব (কারণ) ঃ –

২। প্রশ্ন ঃ– গজবের ছবব (উৎপত্তির কারণ) কি ?

উত্তর ঃ– নিজের বা ধর্মের ক্ষতি দর্শনে গজব পয়দা হইয়া থাকে। নিজের ক্ষতি দর্শনে যে গজব পয়দা হয়, তাহা দূরীভূত করার নির্দেশ রহিয়াছে, কারণ উহা দোষণীয়। আর ধর্মের ক্ষতি দর্শনে যে গজব পয়দা হয়, তাহা দোষণীয় নহে বরং প্রশংসনীয়।

৩। প্রশ্ন ঃ– গজবের আলামত (অর্থাৎ চিহ্ন বা লক্ষণ) কি ?

উত্তর ঃ– অগ্নিমূর্তি ধারণ করা।

৪। প্রশ্ন ঃ– গজবের এ'লাজ বা চিকিৎসা (দূর করার নিয়ম) কি ?

উত্তর ঃ– ভাল-মন্দ সবই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হইতে হইয়া থাকে। এই ধারণা পাক্কাভাবে রাখিয়া ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকা। যে সমস্ত ক্ষতিদর্শনে অন্তরে গজব পয়দা হইয়াছে, উক্ত ক্ষতিকে আল্লাহর পক্ষ হইতে পরীক্ষা ধারণা করা।

– ঃ গজব বা রাগ-গোস্বা সম্পর্কে এক মারাত্মক ভুল ধারণার অবসান ঃ –

৫। প্রশ্ন ঃ– কতক লোকের ধারণা, পীরে কামেল যিনি হইবেন তাঁহার রাগ থাকিতে পারেনা, এই ধারণা ছহীহ কি না?

উত্তর ঃ– এই ধারণা ছহীহ নহে। যেহেতু রাগ দুই প্রকারে আসে। নিজের ক্ষতি দর্শনেও আসে, আর ধর্মের ক্ষতি দর্শনেও আসে। ধর্মের ক্ষতি দর্শনে অন্তরে যে রাগ পয়দা হয়, তাহা দোষণীয় নহে। **আর নিজের ক্ষতি দর্শনে যে রাগ পয়দা হয়, উহা স্বাভাবিক, তবে এই স্বাভাবিক রাগের সীমা অতিক্রম করিয়া কোন কাজ করা দোষণীয় কাজ।** এই দোষণীয় কাজে পতিত না হয়, এই পরিমান রাগ দমন করিয়া রাখা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ। **আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষা করা যায় সেই পরিমান রাগ অন্তরে পয়দা করা ওয়াজিব। এই পরিমান রাগ না থাকিলে আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষা কোনটাই হইতে পারে না।**

উপদেশের জন্য অতি উত্তম রচিত একটি দৃষ্টান্ত বা প্রবাদ আছে ঃ– একটি অজগর সাপ এক সাধুর কাছে মানুষের ক্ষতি না করার অঙ্গীকার করিয়া মুরীদ হইয়াছিল। যুবক ছেলেরা যখন জানিতে পারিল যে, এই সাপটি সাধুর মুরীদ হইয়াছে এই জন্য কোন মানুষকে আঘাত করিবে না। তাই তাহারা দুই বেলা উহার লেজ ধরিয়া রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিল। ইহাতে অজগরটার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল এবং অজগরটা নেহায়েত দুর্বল হইয়া, এমন কি মৃত্যুর কাছে উপস্থিত হইল। অতঃপর, সাধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুরীদ! তোমার এরূপ অবস্থা কেন ? অজগর বলিল, আপনি আমাকে যে রাগ দমনের উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, সেই উপদেশের ছববেই (কারণেই) এই অবস্থায় পতিত হইয়াছি। সাধু বলিল, বোকা মুরীদ! আমি মানুষের ক্ষতি করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তোকে কি রাগ প্রদর্শন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম ? তারপরের দিবসে

যুবক ছেলেরা যখন লেজ ধরিতে আরম্ভ করিল, অমনি অজগরটা ভীষনভাবে গর্জন করিয়া ফনা ধরিয়া যুবকদিগকে আক্রমণ করিল। অমনি যুবকরা দৌড়াইয়া পালাইল, অজগরের আত্মরক্ষা হইয়া গেল।

শরীয়তে যে ক্রোধ দমনের উপদেশ রহিয়াছে উহার সঠিক অর্থ বুঝিতে না পারিলে অজগরের অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। যাহারা ধার্মিক লোক, তাহারা ধর্মের ক্ষতি দর্শনে রাগ না হইয়া পারেনা। যে পীর ছাহেব ধর্মের ক্ষতি দর্শনে রাগান্বিত হয় না, তাহাকে পীর ধারণা করাই ভুল। বর্ণিত রাগের মাছয়ালা সমাজে প্রচার না থাকায় সমাজ চাহে পীর ছাহেবদিগকে মাটির চাকা বানাইয়া রাখিতে।

যে সমস্ পীর ছাহেবেরা তাছাওউফের ইল্‌মে অজ্ঞ, তাহারা সমাজের কাছে দরবেশ সাজার জন্য উল্লেখিত অজগরের ত্বরীকা অবলম্বন করিয়া মাটির চাকা সাজিয়াছে এবং সমাজের আক্বায়েদ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

রাগ–গোস্বা ক্ষেত্র বিশেষ জায়েজ হয়

কুরআন মজীদ পাঠ করিলে জানা যায় হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালাম যখন তুর পর্বত হইতে তওরাত কিতাব নিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন তাহার কাওম গরু পূঁজায় রত হইয়াছে। তখন তিনি ক্রোধে অস্থির হইয়া স্বীয় ভ্রাতা হারুন (আঃ) কে আক্রমণ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন এবং তওরাত কিতাবের তখ্‌তী বা ফলক খন্ডগুলি চরম রাগের অবস্থায় অতি দ্রুত পাশে রাখিয়া দিলেন।

হযরত (ছঃ) যখন শরীয়তের কোন খেলাফ কাজ ছাহাবাদের মধ্যে দেখিতে পাইতেন, তখন তিনি ক্রোধের চোটে ক্ষেত্র বিশেষে এরূপ রাগান্বিতও হইতেন যে, তাঁহার চক্ষে রক্ত আসিয়া যাইত এবং চেহারা লাল বর্ণ হইয়া যাইত। আবার যেক্ষেত্রে দয়া ও নম্রতার বিধান সেক্ষেত্রে তিনি অতি নরম ও দয়ালুও ছিলেন।

যথা– কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন–

فيما رحمت من الله لنت لهم ....

অর্থাৎ অতএব– হে রাছূল! আপনি আল্লাহর রহমাতে তাঁহাদের (ছাহাবাদের) জন্য নম্র হইয়াছেন। যদি আপনি কর্কশভাষী ও শক্ত দেল বা কঠোর মেজাজের হইতেন, তবে অবশ্যই আপনার চতুপার্শ্ব হইতে লোকজন দূরে সরিয়া যাইত।

মোটকথা, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) কঠোরতার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অত্যন্ শক্ত বা কঠোর আবার নম্রতার বিধানের ক্ষেত্রে প্রথম স্তরের নম্র ও দয়ালু ছিলেন। **[প্রকাশক]**

بسم الله الرحمن الرحيم

গীবতের [পরনিন্দা] বিবরণ

– ঃ গীবতের সংগা ঃ –

১। প্রশ্ন ঃ– গীবত কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– কাহারও অসাক্ষাতে তাহার আয়েব (দোষ) বর্ণনা করাকে গীবত বলে।

২। প্রশ্ন ঃ– গীবত কি রকম গুনাহ ?

উত্তর ঃ– গীবত করা হারাম। যথা– কুরআন মজীদের ২৬ পারা সূরা হুজরাতের ১২নং আয়াতে আছে–

ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه –

অর্থাৎ ঃ– আল্লাহ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেন – তোমাদের ভিতরে যেন কেহ কাহারও গীবত না করে। তোমাদের কেহ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করিবে ? কখনও পছন্দ করিবে না।

❑ **হাদীছ শরীফে আছে –**

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه-

অর্থাৎ ঃ– এক মোছলমান অপর মোছলমানের রক্তপাত করা, মাল নোকছান করা, সম্মান নষ্ট করা হারাম।

❑ **হাদীছ শরীফে আছে –**

اياكم والغيبة فان الغيبة اشد من الزنا –

অর্থাৎ ঃ- তোমরা গীবত হইতে পরহেজ কর। কেননা গীবত জেনা অপেক্ষা কঠিন গুণাহ।

প্রকাশ থাকে যে, আবার সব গীবতই না জায়েজ নহে। যথা- কুরআন মজীদে ৬ষ্ঠ পারা, সূরা নিছার ১৪৮ আয়াতে আছে –

لايحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم-

অর্থাৎ– আল্লাহ তা'য়ালা মাজলুম ব্যতীত কাহারও গীবত করা পছন্দ করেন না।

– ঃ গীবতের উদ্দেশ্য বা মকছূদ ঃ –

প্রকাশ থাকে যে, গীবত তিন মকছুদে (উদ্দেশ্যে) হইয়া থাকে। **যথা–**

প্রথম ঃ– যাহার গীবত করা হয়, তাহাকে (অন্যায় ভাবে) সমাজের কাছে হেয় ও ঘৃণীত সাজানোর জন্য।

দ্বিতীয় ঃ– যাহার গীবত করা হয়, তাহার ক্ষতি হইতে সমাজকে বাঁচানোর জন্য।

তৃতীয় ঃ– এনছাফ লওয়ার উদ্দেশ্যে। (অর্থাৎ সুবিচার লাভের আশায় বিচারকের নিকট বিবাদীর দোষ বা অন্যায় কার্যের বিবরণ পেশ করা)

প্রথম প্রকার নাজায়েজ, শেষোক্ত দুই প্রকার জায়েজ। অর্থাৎ শেষোক্ত দুই প্রকারের প্রথমটি ওয়াজিব পর্যায়ের জায়েজ, আর দ্বিতীয়টি মোবাহ্ পর্যায়ের জায়েজ। (উপরোক্ত বিবরণে ইসলামি আইনের ধারায়) পরিস্কার বুঝা গেল গীবত করা হারাম, গীবত করা ওয়াজিব, গীবত করা মোবাহ্ পর্যায়ের জায়েজ।

৩। প্রশ্ন ঃ– কাহার গীবত করা হারাম ?

উত্তর ঃ– কাহাকেও সমাজের সামনে (অন্যায় ভাবে) হেয় ও ঘৃনিত সাজানোর জন্য গীবাত করা হারাম।

৪। প্রশ্ন ঃ– কাহাদের গীবত করা ওয়াজিব ?

উত্তর ঃ– নিম্নলিখিত ছয় জনের গীবত করা ওয়াজিব। **যথা–**

প্রথম ঃ– বিবাহের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে পাত্র– পাত্রীর গীবত করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় ঃ– বাণিজ্য সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যবসায়ীর গীবত করা ওয়াজিব।

তৃতীয় ঃ– নতুন বাড়ী নির্মানের জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে হামছায়ার (প্রতিবেশির) গীবত করা ওয়াজিব।

চতুর্থ ঃ– গোমরাহ আলেমের দ্বারা দেশ নষ্ট হওয়ার কারণে তাহার গীবত করা ওয়াজিব।

পঞ্চম ঃ– গোমরাহ্ পীরের দ্বারা সমাজ নষ্ট হইলে তাহার গীবত করা ওয়াজিব।

ষষ্ঠ ঃ– রাবীর (হাদীছ বর্ণনাকারীর) দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব।

[বিঃ দ্রঃ বর্ণিত বিষয়গুলি মোহাক্কেক আলেমের থেকে ভালভাবে জানিয়া ও বুঝিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন।]

৫। প্রশ্ন ঃ– কাহাদের গীবত করা জায়েজ ?

উত্তর ঃ– এনছাফ লওয়ার উদ্দেশ্যে জালেমের গীবত করা জায়েজ গুণাহগার ব্যক্তিকে হক পথে আনয়ন করার জন্য গীবত করা জায়েয। **প্রকাশ থাকে যে**, ছয় কারণে গীবত করা জায়েজ আছে– যথা–

প্রথম ঃ- এনছাফ লওয়ার উদ্দেশ্যে জালেমের গীবত করা জায়েয।

দ্বিতীয় ঃ- গুনাহগার ব্যক্তিকে হক পথে আনয়ন করার জন্য বা কাহারও বদকাজ দূরীভূত করার জন্য।

তৃতীয় ঃ- শরায়ী মাছয়ালা জানার জন্য, যেমন– কোন এক ব্যক্তি মুফতীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহার পিতামাতা বা অন্য কোন আত্মীয় তাহার উপর জুলুম করিতেছে, এখন কি করা উচিৎ? এখানে সরাসরি নাম উল্লেখ না করিয়া বরং কেনায়া স্বরূপ বলা উত্তম। **যেমন–** এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, এক ব্যক্তির উপর তার পিতা-মাতা জুলুম করিতেছে, এখন কি করা উচিৎ?

চতুর্থ ঃ- কোন মোছলমানকে ক্ষতি হইতে বাঁচানোর জন্য– যেমন কোন মোছলমান, একজন বেদআতির কাছে নেক ধারণায় আশা–যাওয়া করিতেছে। এমতাবস্থায়, উক্ত বেদআতির ক্ষতি হইতে বাঁচানোর জন্য তাহার গীবত করা জায়েজ বরং এই গীবত (প্রয়োজনের ভিত্তিতে) ওয়াজিব।

বর্তমান জামানায় যে সমস্ নাকেছ পীর ছাহেবরা মুরীদের ক্বলবের এছলাহের বন্দোবস্থ না করিয়া শুধু মাত্র খেদমত নিতেছে এবং জরুরী মাছয়ালা গোপন, পরিবর্তন করিতেছে তাহাদের গীবত করা জায়েয বরং ওয়াজিব।

পঞ্চম ঃ- কেহ যদি খারাপ উপাধিতে মশহুর হইয়া থাকে। যেমন অন্ধ, বোবা ইত্যাদি। এক্ষণে তাহাকে অন্ধ, বোবা প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা জায়েয।

ষষ্ঠ ঃ- যাহার গীবত করা হয়, সে যদি ফাছেকে মো'লেন হয়।

প্রকাশ থাকে যে– "জায়েজ" শব্দটির মর্ম সবক্ষেত্রে শুধু "মোবাহ" হয় না, বরং ক্ষেত্রে বিশেষে "জায়েজ" শব্দের দ্বারা ওয়াজিবও মর্ম নেওয়া হয়। **তাওজীহুল মোছাল্লাম কিতাবের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–**

یس جائز شامل ہو کا واجب - مندوب - مباح سب کو -

অর্থাৎ - অতএব, "জায়েজ" শামিলকারী হইবে ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ সব কয়টিকে। **[প্রকাশক]**

– ঃ গীবতের আছবাব বা কারণ সমূহের বর্ণনা ঃ –

৬। প্রশ্ন ঃ– গীবতের ছবব কয়টি ?

উত্তর ঃ– গীবতের বহু ছবব আছে এখানে মাত্র এগারটি লিখা হইল। আটটি সর্বসাধারণের জন্য আম। আর তিনটি দ্বীনদার লোকদের জন্য খাছ।

১। গযব বা গোস্বা– অর্থাৎ- কাহারও উপর গোস্বা আসিলে তাহার গীবত করা আরম্ভ হয়।

২। দেখা দেখি– অর্থাৎ মজলীসের মধ্যে একজনের গীবত আরম্ভ করিলে তাহার সহিত হ্যাঁ মিলাইয়া গীবাত আরম্ভ করা হয়।

৩। পেশবন্দী– (সতর্কতামূলক অগ্রীম তদবীরের উদ্দেশ্যে) অর্থাৎ - যেমন এক ব্যক্তি মনে করিল যে, অমুক ব্যক্তি যখন আমার গীবত করিবে, তখন আমি প্রথমেই তাহার গীবত আরম্ভ করিয়া দেই; অতঃপর যদি সে আমার গীবত করে, তবে শ্রোতারা শত্রুতামূলক ধারণা করিবে।

৪। নিজের আয়েব(দোষ) ঢাকার জন্য। যেমন– এক ব্যক্তি বলিল, আমি যখন দোষের কাজ করিয়াছি, তখন আমার সাথে অমুক অমুক ছিল।

৫। নিজের ফখর প্রকাশ করার জন্য। যেমন– একজনের আয়েব বর্ণনা করিয়া নিজের কামালাত (পূর্ণতা ও বুজুর্গী) প্রকাশ করা। **যেমন-** এক ব্যক্তি বলিল যে, অমুক ব্যক্তি কি জানে।

৬। হাছাদ– অর্থাৎ- যখন দেখিতেছে এক ব্যক্তির ছানা ছিফাত বর্ণনা হইতেছে তখন তাহার সম্মান লাঘবের উদ্দেশ্যে তাহার কিছু আয়েব বর্ণনা করা।

৭। খেল দেললাগী– অর্থাৎ কাহারও দোষ বর্ণনা করিয়া হাসিঠাট্টা করা।

৮। কাহাকেও হেয় করার জন্য।

উপরোল্লিখিত আটটি সর্বসাধারনের জন্য আম।

৯। কাহারও ধর্মীয় ত্রুটি দেখিয়া তায়াজ্জুব প্রকাশ করা– যেমন– এক ব্যক্তি বলিল অমুক দ্বীনদার মানুষের দ্বারা এইরূপ মাছয়ালার ত্রুটি আমার কাছে তায়াজ্জুব লাগিতেছে।

১০। কাহারও খাতা কছুর দেখিয়া দয়া প্রকাশ করা এবং গম (চিন্তা) করা যে, অমুকের উপর তার ত্রুটির কারণে আমার দয়া লাগে এবং আফছূছ আসে।

১১। কাহারও ধর্মীয় ত্রুটি দেখিয়া গোস্বা প্রকাশ করা।

শেষোক্ত তিনটি দ্বীনদার ব্যক্তির জন্য খাছ।

৭। প্রশ্ন ঃ– গীবতের আলামত (লক্ষণ বা চিহ্ন) কি?

উত্তর ঃ– পরের দোষ বা আয়েব বর্ণনা করিতে দেলে চাওয়া।

– ঃ গীবতের এ'লাজ বা চিকিৎসার বর্ণনা ঃ –

৮। প্রশ্ন ঃ– গীবতের এ'লাজ কি?

উত্তর ঃ– যখন গীবত করার মনস্থ করা হয় তখনই চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ যে উহা কোন গীবত, যদি জায়েজ বা ওয়াজিব গীবত হয়, তবে শরায়তের বিধান মতে করিতে থাকিবে। আর যদি হারাম গীবত হয় তবে উক্ত গীবত জিহ্বায় উচ্চারণ করিবে না।

প্রকাশ থাকে যে, গীবতের এ'লাজ দুই প্রকারের হইয়া থাকে ইলমী ও আমলী। **ইলমী এ'লাজ হইল অন্তরে** চিন্তা করা যে, আমি যাহার গীবত করিতেছি হাশর প্রান্তরে তাহার নেকী বাড়িয়া যাইবে, আর আমার নেকরাশি কমিয়া যাইবে, ইহাতে ক্ষতি হইবে আমার। তাহারতো উপকার ছাড়া হাশরে ক্ষতি হইবেনা। আবার গীবত করা হারাম, এই হারাম কাজের জন্য আমার ভীষন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে গীবতের অভ্যাস কমিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় আমলী এ'লাজ অর্থাৎ- যখন গীবত করিতে মনে চায়, তখন তাহকীক করা দরকার। এই গীবত কোন গীবত হারাম ? না কি জায়েজ ? না কি ওয়াজিব ?

যদি জায়েয বা ওয়াজিব হয় তবে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী করিতে হইবে। আর যদি হারাম হয় তবে উক্ত গীবত জিহ্বায় আনয়ন করিবেনা। এইরূপে কিছুদিন মোজাহাদা ও রিয়াজত করিতে থাকিলে গীবতের গুণাহের থেকে পরিত্রান পাইতে সক্ষম হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুহ্লিকাত অধ্যায়

অষ্টম খন্ড

হের্ছ [লোভ লালসা] ও কেজ্ব [মিথ্যা] সম্পর্কীয় মাছ্আলা

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

[অষ্টম খন্ড]

হের্‌ছের [লোভ লালসা] বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ– হের্‌ছ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ– লোভ লালসাকে হের্‌ছ বলে। ইহা অবৈধ হইলে মাজমুম। যথা– হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شدة الحرص -

অর্থাৎ ঃ– হযরত (ছঃ) অবৈধ হের্‌ছ হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

– ঃ হের্‌ছের ছবব বা কারণ ঃ –

২। প্রশ্ন ঃ– হের্‌ছের ছবব কি ?

উত্তর ঃ– বড় হওয়ার প্রবল আকাঙ্খা।

– ঃ হের্‌ছের আলামত ঃ –

৩। প্রশ্ন ঃ– হের্‌ছের আলামত (চিহ্ন) বা লক্ষণ কি ?

উত্তর ঃ– হালাল-হারামের তমীয (পার্থক্য) না করা।

– ঃ হের্‌ছ সম্বন্ধীয় এক চরম ভুল ধারণার অবসান ঃ –

৪। **প্রশ্ন ঃ– কতকের ধারণা,** যে পীর ছাহেবেরা টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা লোভী পীর। এই ধারণা কি রকম ?

উত্তর ঃ– কোন পীর ছাহেব (অর্থাৎ– ফিক্বাহ, তাছাওউফ ও কুরআন-হাদীছ তত্ত্ববিদ কোন খাঁটি পীর) ওয়াজ করিয়া বা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষাদান করিয়া টাকা গ্রহণ করিলে তাহাকে লোভী পীর ধারণা করা ভুল। যেহেতু ওয়াজ করিয়া ওযরত

বাবদ (অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত করিয়া) টাকা লওয়াও জায়েয, হাদীয়া বাবদ টাকা লওয়াও জায়েয। আর ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়াও জায়েজ। **যাহারা পরহেজগারী প্রকাশ করার জন্য উক্ত ওযরত হাদীয়া কিছই গ্রহণ করেন না, তাহারা রিয়াকার দরবেশ।**

– ঃ বিশেষ জরুরী ব্যাখ্যা ঃ – [প্রকাশক]

হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ) ছাহেবের আদাবুত্তরক কিতাবের ৫ম পৃষ্ঠার বরাত দিয়া তাছাওউফ শিক্ষা ২য় খন্ডের ৩৫নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে– "হাদীয়া গ্রহণকারী কামেল পীরের থেকে মুরীদগন অত্যধিক ফয়েজ (উপকার) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাঁহার দিকে লোকের ঝোঁক বা আগ্রহ খুব বেশী বিদ্যমান থাকে। উহা এই যে, হাদীয়া প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়েই একে অন্যের দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হাদীছেও আছে এবং পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুত পীর ও মুরীদের মধ্যে এই রূপ যোগসূত্র স্থাপন হওয়াই ফায়েজের মূল কারণ। যদিও বাহ্যিকদৃষ্টিতে হাদীয়া গ্রহণকারী পীরের মধ্যে হেরছ আছে ও তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে ফয়েজ কম হইবে বলিয়া ধারণা হয়, কিন্তু উক্ত রূপ ধারণা একেবারে গলত ও ভিত্তিহীন। কেননা উহাকে হেরছ বলা হয় না।"

তবে যে সমস্ আলেম ও পীর মোর্শেদগণ দ্বীন শিক্ষা দিয়া ও ওয়াজ নছীহত করিয়া হাদীয়া বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে এবং নিয়্যাত ছহীহ থাকিতে হইবে। দ্বীন শিক্ষা দান ও প্রচার কার্যে যাহাতে কায়েম থাকিতে পারেন এবং দ্বীনের খেদমত সঠিক ভাবে করিতে পারেন, আর এই অছীলায় পরকালে আল্লাহর দীদার ও ছওয়াব অর্জন হইবে, অন্তরে এইরূপ ছহীহ নিয়্যাত ও ইখলাছ থাকিলে টাকা/মাল হাদীয়া হিসাবে গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

কারন হাদীয়া বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করিলে দ্বীনের খেদমতে কায়েম থাকা সাংসারিক অভাব ও সংকটের কারণে সম্ভব হইবে না। এই মহা অসুবিধার থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া নিজেকে দ্বীন শিক্ষা প্রদান ও দ্বীন প্রচার গং কাজে মোতায়েন বা নিযুক্ত রাখা এবং সাংসারিক জরুরী কাজ সমূহ সম্পাদন ও দ্বীনের খেদমত করা, এইরূপ ছহীহ নিয়তে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি টাকাও হাদীয়া ওজরত হিসাবে গ্রহণ করিলে নিঃসন্দেহে জায়েজ।

বিশ্বনবী করীম (ছঃ) লক্ষ লক্ষ টাকা/মাল হাদীয়া হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কিতাবী শর্ত বা যোগ্যতা অর্জন না করিয়া যদি কেহ পীর-আলেম ও বক্তা সাজে অথবা ইখলাছের সহিত দ্বীনের খেদমত করার উদ্দেশ্য না থাকে বরং বিপরীত ভাবে শুধু দুনিয়া অর্জন করাই অন্তরের নিয়ত থাকে, তাহা হইলে এ অবস্থায় আলেম, পীর বা বক্তা সাজিয়া মানুষের থেকে মাল তালাশ ও গ্রহণ করিলে তাহা জাহান্নামের উছিলা হইবে। [প্রকাশক]

❑ **হাদীছে আছে–** হযরত (ছঃ) ও তাহার বিবিগন লাখ লাখ টাকার হাদীয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীয়া দেওয়া ও গ্রহণ করা ছুন্নাত এবং হালাল। হুজুর (ছঃ) হইতে আজ পর্যন্ত যত নায়েবে রাছুল (গুজারিয়া) অতিবাহিত হইয়া গিয়াছেন সকলেই হাদীয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ছাহেবের দাওয়াতে আবদিয়াত কিতাবের হাপ্তম (সপ্তম) খন্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

اوریرھانی پر تنخواہ لینا بھی جائز ھی - یہ غلطی ھی
کہ تعلیم پر تنخواہ لینا جائز نہین اوریہ حواز حنفیہ کی
اصول پر بھی ھی کیونکہ جوشخص کسی کی کام میی
محیوس ھوتاھی اسی کی نفقہ اسی کی ذمہ واجب ھوتاھی

অর্থাৎ ঃ– ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষাদান করিয়া টাকা/বেতন লওয়া জায়েজ। টাকা লওয়া জায়েজ নহে, ইহা গলত। এই জায়েজ হানাফী মাজহাবের উছূল মোতাবেক, কেননা কোন ব্যক্তির যদি কাহারও কাজের জন্য আবদ্ধ অর্থাৎ তাহার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে যাহার কাজের জন্য আবদ্ধ অর্থাৎ রোজগার বন্ধ হইবে তাহার উপর খরচ বহন করা ওয়াজিব।

ছাত্রের শিক্ষাদান করার জন্য শিক্ষকের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইতেছে, কাজেই ছাত্রের উপর শিক্ষকের খরচ বহণ করা ওয়াজিব। **খাঁটি পীরগণ লোকদিগকে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষাদান করিতেছেন,** কাজেই তাহারা শিক্ষাদান করিয়া টাকা ও অন্যান্য দান

গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে লোভী পীর বলা যাইবে না। বরং তাহারা কুরআন-হাদীছের মোয়াফেক আমল করিতেছেন, আর যাহারা মুরীদগণ হইতে টাকা পয়সা ও অন্যান্য দান গ্রহণ করিতেছেন না (বরং নাজায়েয বলিতেছে) তাহারা কুরআনের খেলাফ করিতেছে। যথা–

কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার ২৭৩নং আয়াতে আছে–

للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله ....

অর্থ ঃ– (মাল দান কর) ঐ সমস্ আল্লাহওয়ালা ফোকারাদেরকে (অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে ধনী অথচ মূলতঃ তাহাদের মালের অভাব রহিয়াছে) যাহাদেরকে আল্লাহর পথে আবদ্ধ করা হইয়াছে। আর আল্লাহর পথে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তাহারা জমিনে (ব্যবসা–বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সময় ব্যয় করিয়া মাল উপার্জন করার জন্য) বিচরণ করিতে পারেনা। (তাঁহাদের ভিতরগত হাল অবস্থা সম্বন্ধে) অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাদেরকে ধনী অর্থাৎ সম্পদশালী মনে করে, ভিক্ষা না করার কারণে।

বর্ণিত আয়াত হইতে হানাফী মাজহাবের উছূল বাহির হইয়াছে। যদি কাহারও কাজের জন্য কাহারও ব্যবসা (উপার্জন) বন্ধ হইয়া যায়, তবে যাহার কাজের জন্য ব্যবসা (উপার্জন) বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহার উপর ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাওয়া ব্যক্তির খরচ বহন করা ওয়াজিব।

মুরীদগণ তাহাদের ধর্মীয় শিক্ষক পীর ছাহেবদের (খানা-পিনা, যাতায়াত ও সাংসারের আবশ্যকীয়) খরচ বহন না করিলে ওয়াজিব তরক করার গুণাহে পতিত হইবে।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, মুরীদগণের উপরে উপরোক্ত শিক্ষা খরচ বহন করা ওয়াজিব। আর পীর ছাহেবদের পক্ষে উক্ত খরচ টাকা গ্রহন করা জায়েজ। **শামী কিতাবে** এই টাকা গ্রহণ করা হালাল লিখিয়াছে। যাহারা এই হালাল টাকাকে না-জায়েজ বলিয়া ধারণা করিতেছে, তাহারাই গোমরাহির মধ্যে পতিত আছে। [আর জায়েয উপায়ে মাল গ্রহণ বা উপার্জন করা হের্ছের লক্ষণ নহে বরং নাজায়েয বা হারাম পন্থায় উপার্জন করা হের্ছের লক্ষণ]

হের্‌ছের এ’লাজের বর্ণনা

৫। **প্রশ্ন ঃ– হেরছের এ’লাজ কি?**

উত্তর ঃ– হালাল পেশা অবলম্বন করা ও হারাম পেশা ত্যাগ করা। এবং **নিজের দ্বীনের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উন্নত লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং পার্থিব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করা। যথা- হাদীছে বর্ণিত আছে–**

من نظر فى دينه الى من فوقه فاقتدى به ونظر فى دنيا - الى من دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه كتبه الله شاكراوصابرا -....

যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উন্নত লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অনুস্বরন করিবে এবং পার্থিব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিকে দেখিয়া আল্লাহ তা’য়ালার দান সামগ্রীর শোক্‌রিয়া প্রকাশ কল্পে আল্লাহর প্রশংসা করিবে, সে আল্লাহর নিকট শাকের (কৃতজ্ঞ) এবং ছাবের (ধৈর্যশীল) রূপে পরিগণিত হইবে।

আর যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকের প্রতি লক্ষ্য করিবে এবং কোন বিষয়ের অভাব থাকিলে সেই জন্য হায়-আফসোস করিবে। আল্লাহ্‌র দরবারে সেই ব্যক্তি শাকের (কৃতজ্ঞ) এবং ছাবের (ধৈর্যশীল) রূপে পরিগণিত হইতে পারিবে না।

بسم الله الرحمن الرحيم

কেজ্‌বের বিবরণ

১। **প্রশ্ন ঃ– কেজ্‌ব কাহাকে বলে ?**

উত্তর ঃ– মিথ্যা কথাকে কেজ্‌ব বলে। ইহা একটি দেলের বড় বিমার।

২। **প্রশ্ন ঃ– কেজ্‌ব কি রকম গুণাহ ?**

উত্তর ঃ– কেজ্‌ব কবিরা গুনাহ। **যথা- কুরআন মজীদে আছে** –

لعنة الله على الكاذبين–

অর্থ ঃ– মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা’নত।

মিথ্যা-কথার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় আবার মিথ্যা কথা দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয়। যে মিথ্যা কথা দ্বারা মানুষের উপকার হয় না উহা হারাম। আর যে মিথ্যা কথা দ্বারা মানুষের উপকার হয়, উহা হারাম নহে বরং জায়েজ বা ওয়াজিব।

মিথ্যা কথা দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়, আবার মিথ্যা কথা দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয়, যেমন– একব্যক্তি খুন করে নাই, তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া হইল যে, খুন করিয়াছে। এই মিথ্যার দ্বারা একজন নির্দোষ মানুষের প্রাণ নষ্ট হইয়া গেল। এক ব্যক্তি টাকা কর্জ নিয়া বলিল আমি টাকা কর্জ নেই নাই। ঘটনার সাক্ষীরা কর্জ দাতার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল, সত্যই টাকা নেয় নাই। এক্ষণে মহাজনের মালের ক্ষতি হইয়া গেল। এইরূপ যে সমস্ মিথ্যা কথাতে মানুষের ক্ষতি হয় উহাই হারাম।

মিথ্যা কথার দ্বারা মানুষের উপকার হয়, যেমন– এক ব্যক্তিকে না-হক ভাবে কতল করার জন্য দৌড়াইয়া নিতেছে, সে এক ব্যক্তির ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। এখন ঘরের মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, ঐ ব্যক্তি ঘরে আছে কি না ? সে ঐ ব্যক্তির জান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলিল। এই মিথ্যা কথা হারাম নহে বরং ওয়াজিব।

দুই দল মুসলমানের ঝগড়া মিটাইয়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনের অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা হারাম নহে বরং জায়েজ।

মোট কথা, যে নেক মকছুদের জন্য মিথ্যা কথা বলা হইতেছে, সেই নেক মকছুদ হাছিল করা যদি ওয়াজিব হয় তবে মিথ্যা কথা বলা ওয়াজিব। আর যদি মোবাহ হয়, তবে মিথ্যা বলা মোবাহ। যেমন মিথ্যা বলিয়া বিবির মন সন্তুষ্ট রাখা।

❑ কিতাবে আছে –

الكذب كله اثم الا ما نفع به مسلما اورفع عنه ضررا -

অর্থ ঃ– মিথ্যা কথা সবই গুনাহ। তবে যে মিথ্যা কথা দ্বারা মুসলমানের ফায়দা হাছিল হয় বা কোন মুসলমানকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করা যায় উহা হারাম নহে।

৩। প্রশ্ন ঃ– কেজ্‌বের ছবব কি ?

উত্তর ঃ– আল্লাহ তা'লার উপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা।

৪। প্রশ্ন ঃ– কেজ্‌বের আলামত কি ?

উত্তর ঃ– যে মিথ্যা কথা বলা হারাম তাহা বলিতে দেলে ভয় না হওয়া।

৫। প্রশ্ন ঃ– কেজ্‌বের এ‘লাজ কি ?

উত্তর ঃ– যাহার মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে আমি যে মিথ্যা কথা বলিয়া লোকের অনিষ্ট করিতেছি, হাশরের মাঠে উক্ত মিথ্যার বিনিময়ে আমার নেকরাশী শেষ হইয়া যাইবে। অবশেষে আমার মিথ্যার ছববে দোযখ ভোগ করিতে হইবে। এই হইল ইল্‌মী এ’লাজ।

আর আমলী এ‘লাজ হইল, যে মিথ্যা বলা হইতেছে তাহা হারাম, না ওয়াজিব, না মোবাহ ঠিক করিতে হইবে। যদি হারাম হয় তবে উক্ত মিথ্যা কথা বর্জন করিতে হইবে। কিছুদিন এইরূপ রিয়াজত করিতে থাকিলে মিথ্যার অভ্যাস কমিয়া যাইবে।

৬। প্রশ্ন ঃ– কতক ছুফীদের ধারণা তাহারা মিথ্যা কথা বলিতে রাজি না, যদিও জান হালাক হইয়া যায়। এই ধারণা কি রূপ ?

উত্তর ঃ– যে ছুফীরা মিথ্যা কথা বলিতে জান হালাকের ভয়তেও রাজি না তাহারা জাহেল ছুফী। নফ্‌ছ পুরুস্তিতে (কুরিপু ও খাহেশে নফ্‌ছের তাবেদারীতে) মশগুল। তাহারা শরীয়তের মাছয়ালার ধার ধরে না। এদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নহে। **হাদীসে আছে – হযরত (ছঃ) তিন অবস্থায় তিন ব্যক্তিকে মিথ্যা কথা বলিতে এজাজত দান করিয়াছেন।**

প্রথম ঃ– দুই দলের ঝগড়া মিমাংসার জন্য।

দ্বিতীয় ঃ– লড়াইয়ের ময়দানে গাজীদের জন্য।

তৃতীয় ঃ– বিবির মন সন্তুষ্ট করার জন্য।

৭। প্রশ্ন ঃ– মকদ্দমায় জয় লাভের জন্য মিথ্যা কথা জায়েজ আছে কি না ?

উত্তর ঃ– যে মিথ্যা কথা বলাতে কোন মানুষের জান বা মালের বা সম্মানের ক্ষতি করা হয়, উক্ত মিথ্যা কথা ছাফ হারাম। তবে, যে মিথ্যা কথায় নিজের জান বা মাল বা সম্মান রক্ষা হয় এবং পরের কোন ক্ষতি সাধন করা হয় না ঐরূপ মিথ্যা কথা বলা জায়েজ।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

মুহ্‌লিকাত অধ্যায়

নবম খন্ড

[চরম বিধ্বংসী বোখল রিপুর বর্ণনা]

নায়েবে রাছূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহে কর্তৃক প্রণীত

بسم الله الرحمن الرحيم

তাছাওউফ শিক্ষা

নবম খন্ড

বোখলের বিবরণ

১। প্রশ্ন ঃ-বোখল কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- শরীয়তে মাল খরচ করার যে ব্যবস্থা আছে, তদানুযায়ী খরচ করিতে দেলে চায় না, এই হালতটির নাম বোখল।

২। প্রশ্ন ঃ- বোখল কি রকম গুণাহ এবং ইহার পরিনাম ফল কি ?

উত্তর ঃ- বোখল কবিরাহ গুনাহ। দেলের ভিতরে যে সমস্ত বিমার আছে, তন্মধ্যে বিশেষ কঠিন বিমার হইয়াছে বোখল। এই বোখলের ছববে মানুষের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট ইহয়া যাইবে।

❑ **কুরআন মজীদে সূরা আল-ইমরানের ১৮০নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেন–**

ولايحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هوا خيرا لهم بل هو شرلهم سيطوقون ما بخلوابه يوم القيمة -

অর্থ ঃ- যাহারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জিনিস আল্লাহ্ তায়ালার বিধান মত খরচ করে না তাহারা যেন ধারণা না করে যে, উহা তাহাদের জন্য কল্যাণ জনক, বরং উহা তাহাদের জন্য ক্ষতিজনক। কিয়ামতের দিবসে উক্ত মাল যাহা আল্লাহর বিধান মোতাবেক খরচ হয় নাই, বরং বখিলী করা হইয়াছে তাহা তাহাদের জন্য গলার তৌক হইবে।

❑ **কুরআন মজীদের ছুরা তওবার ৩৩, ৩৪ আয়াতে বর্ণিত আছে–** যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করিতেছে, আর উহা আল্লাহর বিধান মতে খরচ করে না, হে মোহাম্মদ (ছঃ) তুমি তাহাদিগকে সংবাদ শুনাইয়া দাও যে, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। কিয়ামতের দিবসে উক্ত মাল জাহান্নামের অগ্নিতে গরম করা হইবে এবং পেশানিতে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে। আর বলা হইবে, মাল আল্লাহর বিধান মতে খরচ না করার অপরাধের জন্য অদ্য দিবসে উক্ত মালের মজা ভোগ কর।

❑ **বোখারী শরীফের হাদীসে আছে–**

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا [بخارى]

অর্থাৎ ঃ– আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ছঃ) বলিয়াছেন-প্রতিদিন প্রত্যুষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে উঠে তখন দুইজন ফেরেশতা আসমান থেকে নামিয়া আসে, তাহাদের একজন বলতে থাকে- **হে আল্লাহ্ ! তুমি ছখীর মালরাশি বৃদ্ধি করিয়া দাও। অপর ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার প্রদত্ত মাল তোমার শরীয়তের বিধান মতে খরচ করে না তুমি তাহাকে ধ্বংস করিয়া দাও।**

এই হাদীছে পরিস্কার বুঝা যায়, ছখীর মাল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, আর বখীলের মাল ধ্বংসের ও দোজখের উছিলা হইবে।

❑ **হাদীছে কুদসীতে আছে –** আল্লাহ্ বলেন, হে ইবনে আদম! তুমি আমার কাজে আমার মাখলুককে দান কর, আমিও তোমাকে দান করিব।

❑ **হাদীছে আছে –** হযরত (ছঃ) হামেশা বলিতেন, জুলুম এবং বখিলী এই দুইটি রোগ মানুষকে ধ্বংস করার জন্য প্রধান রোগ। খবরদার! তোমরা ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিও।

- ঃ বোখলের ছবব বা কারণ ঃ -

৩। প্রশ্ন ঃ– বোখলের ছবব কি ?

উত্তর ঃ- মুহাব্বতে মাল ও মালের হাকীকত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা।

- ঃ বোখলের আলামত বা লক্ষণ ঃ -

৪। প্রশ্ন ঃ- বোখলের আলামত কি এবং বখীল কাহারা ?

উত্তর ঃ- শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মাল খরচ না করাই বোখলের আলামত। শরীয়তের মাল খরচ করার তিনটি ধারা আছে। ❑ সাংসারিক জরুরী খরচ ❑ গরীবদের অভাব মোচনের জন্য খরচ এবং ❑ ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের জন্য খরচ। এই তিনটি ধারা মোতাবেক যাহারা খরচ করে না, তাহারা বখীল।

- ঃ বোখল দূরীভূত করার এ'লাজ বা চিকিৎসা ঃ -

৫। প্রশ্ন ঃ– বোখল দূরীভূত করার এ'লাজ কি ?

উত্তর ঃ- বোখল রিপু দূরীভূত করিতে চাহিলে **প্রথমতঃ** দেশের প্রচলিত দান করার ভুল প্রথা ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং সুনাম অর্জন বা দুর্নামের ভয় অন্তর হইতে দুরীভূত করিতে হইবে। জীবনের অর্জিত ধনরাশি একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য শরীয়তের বিধান মত খরচ করিতে হইবে।

– ঃ গরীবদের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে ফান্ড বা তহ্‌বিল ঃ –

৬। প্রশ্ন ঃ– শরীয়তে মাল খরচ করার যে তিনটি ধারা, ইহার ভিতরে গরীবদের অভাব মোচনের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কোন ফান্ড নির্ধারিত আছে কি না ?

উত্তর ঃ– গরীবদের অভাব মোচনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ফান্ড নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। **যথা**- যাকাত, ফেতরা, কোরবাণীর চামড়া বিক্রির টাকা ইত্যাদি গরীবদের প্রদান করা।

৭। প্রশ্ন ঃ– ধর্ম রক্ষা, ধর্ম বিস্তার এর জন্য আল্লাহ্ তায়ালা কোন ফান্ড নির্ধারিত করিয়াছেন কি না ?

উত্তর ঃ– ধর্ম রক্ষা, ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে ঈমানদারগণকে আল্লাহ্ তায়ালা রোজগার ফান্ড, ফসল ফান্ড, ওয়াক্‌ফ ফান্ড, যুদ্ধ ফান্ড দেওয়ার জন্য কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে আদেশ জানাইয়া দিয়াছেন। (এ বিষয় জানিতে হইলে অত্র কিতাবের লিখক মোজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী রহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহির ইসলাম শিক্ষা ২য় খন্ড ও বন্দেগী ১ম খন্ড কিতাবদ্বয় পাঠ করুন - প্রকাশক)।

৮। প্রশ্ন ঃ- ধর্ম প্রচারক হাদীগণকে দান করা বা ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষা করিয়া রাখার জন্য টাকা খরচ করার আদেশ কুরআন মজীদে আছে কি না ?

উত্তর ঃ– ধর্ম প্রচারক হাদীদিগকে সাহায্য করা বা ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষা করিয়া রাখার জন্য টাকা খরচ করার আদেশ আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন মজীদের বহু আয়াতে জানাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম প্রচারক হাদীগনকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য ও দায়িত্ব। শক্তি থাকিতে সাহায্য না করা গুনাহের কার্য। **যথা-আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন মজীদের তৃতীয় পারা, ছুরা আল-ইমরানের ৮১ নং আয়াতে বলিয়াছেন-**

মূলঅর্থ- ‘‘আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ পয়গম্বরদের নিকট অঙ্গীকার নিয়াছিলেন যে, হে পয়গম্বরগণ! তোমাদেরকে কিতাব এবং ধর্মজ্ঞান প্রদান করিব। অতঃপর যখন তোমাদের নিকট একজন রাসূল আসিবেন যিনি তোমাদের কিতাবের তছদিক (সত্য বলে সমর্থন) করিবেন, তখন তোমরা অবশ্য অবশ্যই সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে এবং অবশ্য অবশ্যই তাঁহার সাহায্যও করিবে। (আল্লাহ্ তা’য়ালা বলিলেন) কেমন! তোমরা একরার (স্বীকার) করিলে কি ? তখন নবীগণ বলিলেন, আমরা অঙ্গীকার করিলাম। আল্লাহ্ বলিলেন, হে ফেরেশতারা! তোমরা এই অঙ্গীকারের সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদের অন্র্ভুক্ত রহিলাম। যাহারা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে, তাহারা ফাছেক শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইবে।

বর্ণিত আয়াতের মর্মে পরিস্কার বুঝা গেল, ধর্ম প্রচার করা এরূপ মহান কার্য যে ধর্ম প্রচারক হাদীর সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্র এই আদেশ তরক করিলে ফাছেক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে।

আল্লাহ তা’য়ালা কুরআন মজীদে সুরায় মোহাম্মদের ৩৮ নং আয়াতে বলিয়াছেন

মূল কথা- ‘‘তোমাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে যে, তোমরা আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম রাখার জন্য টাকা খরচ কর। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কতকে টাকা বা অর্থ খরচ করিতে বখিলী (কৃপণতা) করিতেছে। যাহারা বখিলী করিতেছে, তাহারা নিজেদের প্রতি কৃপণতা করিতেছে। (নিজেরই ক্ষতি করিতেছে) নচেৎ আল্লাহ্ তা’য়ালা ধনী, তোমরা গরীব। তোমরা যদি (টাকা বা মাল) ব্যয় না কর তবে আল্লাহ্ তা’য়ালা তোমাদের পরিবর্তে এরূপ অন্য দল পয়দা করিবেন, তাহারা তোমাদের মত হইবে না (বখিলী করিবে না)।’’

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম রাখার জন্য টাকা বা অর্থ ব্যয় করিতে বখিলী করা মস্বড় অপরাধের কাজ। এই অপরাধে যাহারা অপরাধী হইবে আল্লাহ্ তা’য়ালা তাহাদিগকে পরিবর্তন করার হুমকি জানাইয়াছেন।

মনে হয় যেন, সমাজ এ বিষয়ে চিরনিদ্রায় বিভোর আছে। আর এই জন্যই তাহারা পূর্ণ শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। যেইদিন ধর্ম রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের দেল খুলিবে অর্থাৎ বখিলী দূর করিয়া আগ্রহের সহিত ধর্ম রক্ষার জন্য খরচ করিবে, সেই দিন তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত হইবে। ইল্মের বুঝ থলিয়াও খুলিবে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আলোতে আলোকিত হইতে পারিবে।

৯। প্রশ্ন ঃ- সাংসারের জরুরী খরচ করিলে এবং হজ্জ, যাকাত, কোরবানী, ছদকায় ফেতের আদায় করিয়া দিলে মালী বন্দেগীর হক আদায় হইবে কি না ? এবং বখিলী রিপু দূরীভূত হইয়া যাইবে কি না ?

উত্তর ঃ- কোন ব্যক্তি শুধু সাংসারিক জরুরী খরচ এবং হজ্জ, যাকাত, কোরবানী, ছদকায় ফেতের আদায় করিয়া দিলেই তাহার মালী বন্দেগীর হক আদায় হইয়া যাইবে না বরং তাহাকে ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের জন্য রোজগার ফান্ড, ফসল ফান্ড, যুদ্ধ ফান্ড আর সাধ্য থাকিলে ওয়াক্ফ ফান্ড ইত্যাদি প্রদান করিতে হইবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমার লিখিত "ইবাদাতে রূহানী, জেছমানী ও মালী" নামক কিতাব পাঠ করুন।

১০। প্রশ্ন ঃ- এ দেশের ধনী লোকেরা হজ্জ, জাকাত, কোরবানী, ছদকায় ফেতের আদায় করিয়া দিলে মনে করে তাহাদের মালী বন্দেগীর হক আদায় হইয়া গিয়াছে, এই ধারণা ছহীহ কি না ?

উত্তর ঃ- শুধু হজ্ব, জাকাত, কোরবানী, ছদকায় ফেতের আদায় করিলেই মালী বন্দেগীর হক আদায় হইবে না। তাহাদের ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের জন্য বহু টাকা, সম্পদ দান করিতে হইবে।

❑ যথা- কুরআন মজীদের তৃতীয় পারা সূরা বাকারার ২৫৪ আয়াতে আছে –

يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقنكم من قبل ان ياتى يوم
لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعة - والكفرون هم الظالمون -

মূলকথা ঃ– আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ করিয়াছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত মাল হইতে উক্ত দিন সমাগত হওয়ার পূর্বে খরচ কর, যে দিবস ক্রয়-বিক্রয় থাকিবে না, পরস্পরে দুস্তি এবং সাহায্য সুপারিশ থাকিবে না। (মানুষ স্বীয় মুক্তির চিন্তায় অস্থির থাকিবে) যাহারা এই আদেশ অমান্য করিবে তাহারা জালেম শ্রেণীভূক্ত (হইয়া দোযখে পতিত হইবে)।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা গেল, আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদ হইতে কতক ধন-সম্পদ ইসলাম ধর্ম জগতের বুকে কায়েম রাখার জন্য দান করিতে হইবে। এই আদেশ অমান্যকারীকে জালেম শ্রেণীভুক্ত হওয়ার ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে।

অবশ্য এখন সুস্থ্য শরীরে দান করিতে দিলে চাহিবে না, কিন্তু মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে কিছু সময় জান কবজ করিতে **বিলম্ব কর, আমি আমার যাহা সর্বস্ব তোমার ধর্মের জন্য দান করিতে আশা রাখি। আল্লাহর তরফ হইতে জবাব আসিবে, মূল কথা-এক মিনিটও সময় দেওয়া হইবে না।**

স্মরণ রাখা উচিৎ, হাশরের মাঠে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তাহার জীবনে কত মাল আয় করিয়াছে, আর উহা আল্লাহ্‌র বিধানমতে ব্যয় করিয়াছে কি না ? এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইবে। হাশরের মাঠে আল্লাহ্ বলিবেন মূলকথা আমি তোমাদের ধর্ম রক্ষা ও বিস্তারের জন্য দান করার যে আদেশ করিয়াছিলাম এবং আদেশ অমান্য করিলে জালেম শ্রেণীভুক্ত হওয়ার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তোমরা সেই আদেশ অমান্য করিয়া জালেম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছ। তোমরা যদি আমার আদেশ রক্ষা করিতে, তোমাদের দানের দ্বারা ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তার করিতে, তবে চিরসুখময় বেহেশ্‌ত ভবনে স্থান পাইতে, এখন অমান্য করার জন্য জালেম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, এখন দোযখের দিকে গমন কর।

- ঃ রোজগার ফান্ড ঃ -

১১। প্রশ্ন ঃ- যাহারা চাকুরী করিয়া আয় করিতেছে, বা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আয় করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেক রোজগার হইতে দান করার নির্দেশ কুরআন মজীদে আছে কি না ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাকারার ২৬৭ নং আয়াতে আছে–

يا يها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم

মুলঅর্থ ঃ- কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ করিয়াছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা রোজগার করিয়া যে মাল জমা করিতেছ, তাহা হইতে কিছু মাল ধর্ম বিস্তার ও ধর্ম রক্ষার জন্য খরচ করিতে থাক।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, প্রত্যেক ব্যবসাজীবি ও চাকুরীজীবি তাহাদের নিজ নিজ হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর বেতন হইতে কিছু অংশ (আল্লাহ্‌র পথে যথাঃ) ধর্ম রক্ষার জন্য এবং ধর্ম বিস্তারের জন্য দান করিতে হইবে। বর্ণিত আয়াতের আদেশ অমান্য করিলে বখিলী শ্রেণীভুক্ত হইয়া দোজখে পতিত হইতে হইবে।

১২। প্রশ্ন ঃ- ফসল ফান্ড এর কথা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে কি না ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাকারার ২৬৭নং আয়াতে আছে–

يايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض -

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করিয়াছেন– মূল কথা- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা হালাল রোজগার করিয়া যে মাল আয় করিতেছ, তাহা হইতে কিছু মাল এবং **জমীন হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয়** অর্থাৎ **ধান, গম, গাছপালা, তরিতরকারী ফলফলাদী** যত কিছু জমীন হইতে উৎপন্ন হয়, উহার প্রত্যেকটি হইতে কিছু অংশ আল্লাহ্র পথে যথা-ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের জন্য খরচ কর।

কুরআনের এই আদেশ রক্ষা করিলে, এই একটি ফান্ড দ্বারা ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তার হইতে পারে। এই ফান্ডসমূহ থাকিলে, ধর্ম সমাজ হইতে বিদায় হইত না, প্রত্যেকের নিকট ধর্মজ্ঞান পৌঁছিতে পারিত। এই ফান্ডসমূহ না থাকায় আজ সমাজ ধর্ম জ্ঞানে অন্ধ।

- ঃ নির্ভয় ফান্ড বা মুষ্ঠি ফান্ড ঃ -

১৩। প্রশ্ন ঃ- ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য আরো কোন আয়াতে আদেশ আছে কি না ?

উত্তর ঃ- কুরআন মজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাকারার ২৭৪ আয়াতে আছে -

الذين ينفقون اموالهم باليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون -

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন– "যাহারা তাদের মাল দিনে এবং রাত্রে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান করিতেছে, তাহাদের দান রাশীর ছওয়াব আল্লাহ্র নিকটে রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং চিন্তা নাই।

যাহারা মুষ্ঠি ফান্ড রাখিতেছে, তাহাদের এই আয়াতের উপর আমল হইয়া যাইতেছে। মানুষে দুইবেলা খানা পাক করিয়া থাকে, প্রত্যেক বারে যদি এক মুষ্ঠি চাউল বা আটা রাখিয়া দেয় তবে তাহাদের দিনের এবং রাত্রের দান হইয়া যায়, যখন রাখা হয় তখন অপ্রকাশ্য থাকে, আর যখন কাজে লাগানো হয় তখন প্রকাশ হইয়া যায়।

প্রকাশ থাকে যে, মহান আল্লাহ যাহাদেরকে তাওফিক দিয়াছেন এবং যাহাদের সুযোগও আছে তাহারা সরাসরি দিনে-রাত্রে ও গোপনে-প্রকাশ্যে চার ভাগেই আল্লাহর পথে দান করিতে পারিলে ছওয়াব ও মর্তবা আরও অনেক বেশী ভাগ্যে নছীব হইবে।

যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া খাইতেছে, তাহারাও যদি দুইবেলা পাক করার সময় দুই মুষ্ঠি চাউল বা আটা রাখিয়া দেয়, তবে তাহাদের পক্ষেও এই দান করা সম্ভব হয়।

- ঃ যুদ্ধ ফান্ড ঃ -

১৪। প্রশ্ন ঃ– ধর্ম বিস্তার এবং ধর্ম রক্ষার জন্য কুরআন মজীদে আরও কোন আয়াত আছে কি না ?

উত্তর ঃ– ধর্ম বিস্তার এবং ধর্মরক্ষার জন্য কুরআন মজীদে বহু আয়াত আছে। যথা: **কুরআন মজীদে দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারার ২৪৫ নং আয়াতে আছে–**

من ذالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه
له اضعافا كثيرة -

মূলঅর্থ ঃ– ধর্ম রক্ষার জন্য মোছলমানদেরকে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন- "কে আছ আল্লাহ্কে করজে হাছানা দিতে পার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে করজে হাছানা দিবে, তাহাকে ডবল ডবল ছওয়াব দেওয়া হইবে।

উক্ত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, যখন ধর্মের উপর আক্রমন আসিবে, তখন উক্ত আক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য অসংখ্য টাকার দরকার, তজ্জন্য আল্লাহ্তায়ালা নিজের নামে করজে হাছানা চাহিতেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, বখিলী দূরীভূত করিতে হইলে আল্লাহ্র আদেশিত প্রত্যেকটি দান সম্বন্ধীয় বিধান বা ফান্ড সাধ্যমতে আদায় করিতে হইবে।